দ্বি-মাসিক
শ্রমিকবার্তা
ষষ্ঠ বর্ষ ● সংখ্যা: ২০
জুলাই-আগস্ট ২০২২

জাতীয় বাজেট ২০২২-২০২৩: শ্রমজীবী বান্ধব কতটুকু হয়েছে; একটি পর্যালোচনা

- পেশাভিত্তিক কাজের গুরুত্ব ও করণীয়
- কুলুষমুক্ত সমাজ কুরবানির আসল উদ্দেশ্য
- কর্মমুখী শিক্ষার দৈন্যতা ও দক্ষ জনবল সংকট

বন্যা : মানবিক হওয়ার বার্তা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আর নয় ভাড়ায় বাড়ী
ভাড়ার টাকায় নিজের বাড়ী
কিনলে চল কর্ণফুলী।

আমাদের প্রতিষ্ঠান সমূহ:

- কর্ণফুলী ডেভেলপারস্ (প্রা:) লি:
- কর্ণফুলী হাউজিং
- কর্ণফুলী গ্রীণ টাউন লি:
- কর্ণফুলী ফুড প্রোডাক্টস লি:
- এম.রহমান বিল্ডার্স

ফ্ল্যাট সাইজ

এ : ১৪০০ বর্গফুট
বি : ১৪০০ বর্গফুট
সি : ১৪০০ বর্গফুট
ডি : ১৪০০ বর্গফুট

রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে

কর্ণফুলী সাউথ ভিউ টাওয়ার
টমছমব্রীজ,কুমিল্লা

কর্ণফুলী গ্রুপ লিমিটেড

সম্পূর্ণ তৈরী প্লট, ফ্ল্যাট, বাড়ী এককালীন ও কিস্তিতে বিক্রয় চলছে
(ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত)

টমছমব্রীজ, কুমিল্লা। মোবাইল : ০১৭১১-১১৮২৯৮, ০১৯৪১-৮৫৬২৬১
e-mail: karnafuly_housing@yahoo.com, Web: www.karnafulygroup.com

দ্বি-মাসিক
শ্রমিকবার্তা
৬ষ্ঠ বর্ষ ▪ সংখ্যা: ২০
জুলাই-আগস্ট ২০২২

▪ **সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি**
আ.ন.ম শামসুল ইসলাম

▪ **সম্পাদক**
এডভোকেট আতিকুর রহমান

▪ **নির্বাহী সম্পাদক**
এডভোকেট আলমগীর হোসাইন

▪ **সম্পাদনা সহযোগী**
নুরুল আমিন
আজহারুল ইসলাম
আবুল হাসেম

▪ **সার্কুলেশন**
আশরাফুল আলম ইকবাল

▪ **কম্পিউটার কম্পোজ**
আহমাদ সালমান

▪ **প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ**
ইউসুফ ইসলাম

▪ **প্রকাশকাল**
জুন : ২০২২

▪ **প্রকাশনায়**
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
www.sramikkalyan.org

▪ **মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা**

সূচিপত্র

ইবরাহীম (আ.) এর কুরবানি মুসলিম উম্মাহর করণীয় ড. মাওলানা হাবিবুর রহমান	০৩
জাতীয় বাজেট ২০২২-২০২৩: শ্রমজীবী বান্ধব কতটুকু হয়েছে; একটি পর্যালোচনা ড. মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম	০৭
কর্মমুখী শিক্ষার দৈন্যতা ও দক্ষ জনবল সংকট আবুল কালাম আজাদ	১০
পেশাভিত্তিক কাজের গুরুত্ব ও নেতৃবৃন্দের করণীয় এডভোকেট আতিকুর রহমান	১৫
বন্যা : মানবিক হওয়ার বার্তা মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান	১৮
কুলুষমুক্ত সমাজ কুরবানির আসল উদ্দেশ্য ফখরুল ইসলাম খান	২১
ইসলাম ও কর্মনীতি আলী আহমাদ মাবরুর	২৩
ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম, শ্রমিক ও শ্রমিকের পারিশ্রমিকের গুরুত্ব কাজী আবুল বাসার	২৭
মুহাররাম ও আশুরা: বিভ্রান্তি এবং বাস্তবতা মাহমুদুর রহমান দিলাওয়ার	৩১
আইন জিজ্ঞাসা এডভোকেট আলমগীর হোসাইন	৩৩
প্রশ্নোত্তরে কুরবানি অধ্যক্ষ মাওলানা আলাউদ্দিন	৩৫
চামড়া শিল্প: সংকটে আবর্তিত সম্ভাবনা আশীষ মাহমুদ	৩৭
ফেডারেশন সংবাদ	৪০

সম্পাদকীয়

ঋতুচক্রের আবর্তনের মতো বন্যা ও প্লাবন আমাদের দেশে নিত্ত-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিন রাত অবিশ্রান্ত বর্ষনে যখন নদীর কূল ছাপিয়ে শস্যক্ষেত বাড়িঘর পানিতে ভেসে যায় তখন আমাদের দুঃখ দুর্দশার সীমা থাকে না। পাকা ধান কেটে ঘরে তোলার আগেই পানিতে ভেসে যায় কৃষকের স্বপ্ন। সম্প্রতি সিলেটসহ হাওরাঞ্চলে সীমাহীন দুর্ভোগ দেখেছে দেশবাসী। শুধু সিলেট বিভাগের পাকা ধান, সবজি, গম ও আউশ বীজতলা হারিয়ে ৯১ হাজার কৃষক আজ নিঃস্ব। যার আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকা। এই বন্যায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মৎস খাতও। সরকারি তথ্যমতে ১৫ হাজার ১৬৩ জন মৎসচাষী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যার আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ২২ কোটি টাকা। এটি মাত্র চারটি জেলার ক্ষতির পরিসংখ্যান। আর পুরো দেশের চিত্র আরও ভয়াবহ।

গত দুই বছর করোনা মহামারির সঙ্গে লড়াই করে কেটেছে মানুষের। সেই ধাক্কা সামাল দিতে গিয়ে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনে এমনিতে চরম সংকটে। এর মধ্যে নিত্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে রীতিমতো অসহায় দেশবাসী। করোনা ভাইরাসের চেয়েও ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। একটি দৈনিক পত্রিকায় একজন রিকশা চালকের সাক্ষাৎকার নিলে তিনি বলেছিলেন, চাল-তেল, আটা-ময়দার দাম আকাশ ছোঁয়া, কি কইরা ঘুরাই জীবনের চাকা। অথচ আমাদের দেশে মন্ত্রীরা একগাল হেসে বলেন দেশের মানুষ এখন তিনবেলা গোশত খেতে পারেন। পরিসংখ্যান যাই বলুক, সরকার স্বীকার করুক আর না করুক দ্রব্যমূল্যের কষাঘাতে মানুষ ভালো নেই। শুধু খাদ্য পণ্যই না সাধারণ মানুষ জীবনযাপনের জন্য যা কিছুই ব্যবহার করে, সবকিছুর দামই বেড়েছে। বাড়েনি শুধু আয়। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় সংসদে আগামী অর্থ বছরের বাজেট পাশ হলেও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিন্দুমাত্র সুখবার্তা বয়ে আনেনি। একটি অনিশ্চিত গন্তব্য পানে ছুটে চলছে দেশের শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন জীবন চলা।

দরোজায় কড়া নাড়ছে ঈদুল আজহা। মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমান কুরবানির করে থাকেন এই ঈদে। কুরবানির সৌন্দর্যই এ ঈদের প্রধানতম বিষয়। ত্যাগের নজরানা, খুলুসিয়াত এবং আল্লাহ প্রেমের এক অভুতপূর্ব অনুভূতি সঞ্চার করে এ কুরবানি। কুরবানির ঈদ প্রসঙ্গে স্বভাবতই একটি প্রশ্ন এসে যায়। আমরা কি শুধু কুরবানির সময়েই গরীব-দুঃখী মানুষ আহার করানোর কথা ভাবব ? আর বছরের বাকি দিনগুলো কি তাদেরকে ভুলে থাকব ? না, অবশ্যই না। কুরবানি একটি প্রতীকী ব্যাপার। আল্লাহর জন্য আত্মত্যাগের একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। সারা বছরই আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রত্যাশায় নিজ সম্পদ অন্য মানুষের কল্যাণে ত্যাগ করতে হবে। এই ত্যাগের মনোভাব যদি গড়ে ওঠে তবে বুঝতে হবে কুরবানির ঈদ স্বার্থক হয়েছে, কুরবানি স্বার্থক হয়েছে। আসন্ন ঈদ আনন্দময় হোক ও ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক আমাদের ব্যাক্তি ও সামাজিক জীবন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট এই দোয়া করছি। একই সাথে দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার সকল পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী ও দেশবাসীকে জানাচ্ছি ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক।

ইবরাহীম (আ.) এর কুরবানি মুসলিম উম্মাহর করণীয়

ড. মাওলানা হাবিবুর রহমান

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (১০০) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (১০১) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (১০২) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (১০৩) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (১০৪) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (১০৫) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (১০৬) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (১০৭) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (১০৮)

অনুবাদ: ১০০. হে পরওয়ারদিগার! আমাকে একটি সৎকর্মশীল পুত্র সন্তান দাও। ১০১.(এ দোয়ার জবাবে) আমি তাকে একটি ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। ১০২. সে পুত্র যখন তার সাথে কাজকর্ম করার বয়সে পৌঁছলো তখন (একদিন ইবরাহীম তাকে বললো, "হে পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি তোমাকে আমি জবেহ করছি, এখন তুমি বলো তুমি কি মনে করো ?" সে বললো, "হে আব্বাজান! আপনাকে যা হুকুম দেওয়া হচ্ছে তা করে ফেলুন, আপনি আমাকে সবরকারীই পাবেন ইনশাআল্লাহ। ১০৩. শেষ পর্যন্ত যখন এরা দু'জন আনুগত্যের শির নত করে দিল এবং ইবরাহীম পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিল। ১০৪. এবং আমি আওয়াজ দিলাম, "হে ইবরাহীম! ১০৫. তুমি স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়ে দিয়েছো। আমি সৎকর্মকারীদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। ১০৬. নিশ্চিতভাবেই এটি ছিল একটি প্রকাশ্য পরীক্ষা। ১০৭. একটি বড় কুরবানির বিনিময়ে আমি এ শিশুটিকে ছাড়িয়ে নিলাম। ১০৮. এবং পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে চিরকালের জন্য তার প্রশংসা রেখে দিলাম।

নামকরণ:

প্রথম আয়াতের (افَّصَ تِافَّاصَّلاوَ) শব্দ থেকে সুরার নাম গৃহীত হয়েছে 'আস-সফ্ফাত'।

নাজিলের সময়কাল:

এ সুরাটি সম্ভবত মক্কি যুগের মাঝামাঝি সময়ে ও শেষের দিকে নাজিল হয়। এ সময় ইসলাম বিরোধিদের চরম বিরোধিতা চলছিলো এবং নবি (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণ অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছিলেন।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য:

এ সময় নবি (সা.) এর তাওহীদ ও আখেরাতের দাওয়াতের জবাব দেওয়া হচ্ছিল নিকৃষ্ট ধরনের রঙ-তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রুপের মাধ্যমে। রসুল (সা.) এর রিসালাতকে জোরে-শোরে অস্বীকার করা হচ্ছিল। মক্কার এ সকল কাফেরদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং পয়গম্বরকে বিদ্রুপ করার পরিণাম খুব শিগগির জানতে পারবে।

ঈমান ও সৎকাজের ফল কত মহান ও গৌরবময় তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিহাস বর্ণনা করে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন নবিদের এবং তাঁদের অনুসারীদের সাথে ইসলামের শত্রুরা কি ব্যবহার করেছে। আল্লাহ তাঁর বিশ্বস্ত বান্দাদেরকে কিভাবে পুরস্কৃত করেছেন এবং কিভাবে তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদেরকে শাস্তি দিয়েছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন।

সবচেয়ে বেশি শিক্ষণীয় হচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আল্লাহর একটি ইশারাতেই তিনি নিজের একমাত্র পুত্রকে কুরবানি দিতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। এ ঘটনা শুনিয়ে ইসলামী সমাজ কায়েমের কর্মীকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, একজন সত্যিকার মু'মিনকে কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে নিজের সবকিছু কুরবানি করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

ব্যাখ্যা:

- **১০০ ও ১০১ নং আয়াত:**

হে পরওয়ারদিগার! আমাকে একটি সৎকর্মশীল পুত্র সন্তান দাও।

(এ দোয়ার জবাবে) আমি তাঁকে একটি ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত নবি ও রসুল। যার পিতা ছিলো একজন মূর্তিপূজক ও নির্মাতা। সে দেশের রাজা নমরুদও ছিল একজন জালিম শাসক যিনি নিজেকে রব হিসেবে ঘোষণা দিত, নিজে মূর্তিপূজা করত এবং সকলকে সেটা করতে বাধ্য করত। হযরত ইবরাহীম (আ.) জাতির উপাস্য মূর্তিগুলোকে পূজা না করে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "হে আমার সম্প্রদায় তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বলে মনে কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল সেই মহান সত্তাকেই ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য নির্দিষ্ট করলাম যিনি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই।" (সুরা আল আনআম: ৭৮-৭৯)

অতঃপর যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) কে বাধ্যকরা হলো নমরুদকে রব হিসেবে মেনে নিতে, তখন তিনি বাদশাহর প্রকাশ্য দরবারে স্পষ্ট ভাষায় বললেন, "তুমি আমার 'রব' নও, আমার 'রব' তিনিই যাঁর মুষ্টিতে তোমার আমার সকলেরই জীবন ও মৃত্যু নিহিত রয়েছে।" রাজ দরবার থেকে শেষ পর্যন্ত ফয়সালা হলো, ইবরাহীম (আ.) কে জীবন্ত জ্বালিয়ে ভস্ম করা হবে। কিন্তু ইবরাহীম (আ.) এর দিল ছিল পর্বত অপেক্ষা অধিকতর শক্ত। একমাত্র আল্লাহর ওপরেই ভরসা করে ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতে তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে প্রস্তুত হলেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সে আগুনকে নিভিয়ে দিলেন। আল-কুরআনের ভাষায়, "তারা বললো, 'তাকে আগুনে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের দেবদেবীদেরকে সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও'। আমি বললাম, 'হে আগুন, তুমি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও ইবরাহীমের জন্য'।" (সুরা আম্বিয়া: ৬৮-৬৯)

এর পর তিনি জন্মভূমি, জাতি, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু পরিত্যাগ করে শুধু নিজের স্ত্রী ও ভ্রাতুষ্পুত্র লুত (আ.) কে সাথে নিয়ে পথে পথে, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এবং সমগ্র দুনিয়াকে রবের দাসত্ব কবুল করার আহ্বান জানাতে লাগলেন। এই বর্ণাঢ্য জীবনে আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ.) কে একের পর এক পরীক্ষা নিয়েছিলেন এবং তিনি প্রতিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, অতঃপর আল্লাহ তাঁকে সারা দুনিয়ার নেতা বানিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "স্মরণ করো যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা করলেন এবং সেসব পরীক্ষায় সে পুরোপুরি উত্রে গেলো, তখন তিনি বললেনঃ "আমি তোমাকে সকল মানুষের নেতার পদে অধিষ্ঠিত করবো।" ইবরাহীম বললোঃ "আর আমার সন্তানদের সাথেও কি এই অঙ্গীকার?" জবাব দিলেনঃ "আমার এ অঙ্গীকার যালেমদের ব্যাপারে নয়।" (সুরা আল বাকারা: ১২৪)

হযরত ইবরাহীম (আ.) এর উপরে আর একটি নির্দেশ ছিল বৃদ্ধ বয়সে খাতনা করা। তিনি ৮০ বছর বয়সে নিজেই নিজের খাতনা করে আল্লাহর সে নির্দেশ পালন করেছিলেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

"আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ইব্‌রাহীম (আ.) কুড়াল দ্বারা নিজের খাতনা করেছিলেন এবং তখন তাঁর বয়স ছিল আশি বছর। (সহীহ আল বুখারী)

সারা জীবন দ্বীনের প্রচার-প্রসারে কাটিয়েছেন, পরীক্ষায় পড়েছেন আবার উত্তীর্ণ হয়েছেন। এভাবে দ্বীনের দাওয়াতী কাজ করতে করতে বয়সন্ধিক্ষণে উপনীত হলেন। বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত অবস্থায় তিনি মনে করলেন আমার মৃত্যুর পরে দ্বীনের এই কাজের আঞ্জাম দিবে কে ? মনে মনে ভাবলেন, আমার একটা সন্তান থাকলে আমার পরে এই পৃথিবীতে দ্বীনের প্রচারের কাজ করতে পারবেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর কাছে সন্তান প্রার্থনা করলেন এবং আল্লাহও সে দোয়া কবুল করে প্রথমে একজন আনুগত্যশীল সন্তান হযরত ইসমাইল (আ.) কে দান করলেন। আল্লাহ বলেন, "আর স্মরণ কর এই কিতাবে ইসমাঈলকে। সে ছিল সত্যিকারের ওয়াদা পালনকারী এবং সে ছিল রসুল ও নবি।" (সুরা মরিয়ম: ৫৪-৫৫)

পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আ.) কে ইসহাক (আ.) নামে আরও একটি সন্তান উপহার দেন। আল্লাহ বলেন, "আর আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছিলাম, সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত একজন নবি হিসেবে।" (সুরা সাফ্‌ফাত: ১১২)

- **১০২ নং আয়াত**

সে পুত্র যখন তার সাথে কাজকর্ম করার বয়সে পৌঁছলো তখন (একদিন ইবরাহীম তাঁকে বললো, "হে পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখি তোমাকে আমি জবেহ করছি, এখন তুমি বল তুমি কি মনে করো ?" সে বললো, "হে আব্বাজান! আপনাকে যা হুকুম দেওয়া হচ্ছে তা করে ফেলুন, আপনি আমাকে ইনশাআল্লাহ সবরকারীই পাবেন।"

নবিদের স্বপ্ন সত্য হয় কারণ নবিরা ঘুমালেও তাদের অন্তর জাগ্রত থাকে। এ সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, এক রাতে নবি (সা.) ঘুম থেকে উঠলেন এবং রাতের কিছু অংশ চলে যাবার পর রসুলুল্লাহ (সা.) একটি ঝুলন্ত মশক থেকে হালকা অজু করলেন। রাবী আমর (রা.) বলেন, তখন তিনি যেভাবে অজু করেছেন আমিও সেভাবে অজু করলাম এবং এসে তাঁর বাঁয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। তারপর রসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে ঘুরিয়ে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করালেন। এরপর যতক্ষণ ইচ্ছা ততোক্ষণ তিনি নামাজ আদায় করলেন। এরপর কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, এমনকি তাঁর নাক ডাকতে থাকল। এরপর মুয়াজ্জিন এসে তাঁকে সালাতের কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে সালাত এর জন্য রওয়ানা হলেন এবং সালাত আদায় করলেন, কিন্তু অজু করলেন না। আমরা আমরকে বললাম, লোকে বলে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) এর

চোখ ঘুমায় কিন্তু তাঁর অন্তর ঘুমায় না। তখন আমর (রা.) বলেন, আমি উবায়দ ইবনু উমায়র (রা.) কে বলতে শুনেছি, নবিগণের স্বপ্ন ওহী। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ 'আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে জবেহ করছি'। (সহীহ আল বুখারী)

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ (যখন ইসমাঈল (আ.) চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছল) এর ব্যাখ্যায় তাবারী বলেন, তখন ইসমাঈল (আ.) যৌবনে পদার্পন করেছেন এবং কাজ-কর্ম করার বয়স হয়েছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইসমাইল (আ.) কে যখন কুরবানি করা হয় তখন বালক অবস্থায় ছিলেন।

ইমাম কুরতুবী ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, যখন ইবরাহীম (আ.) কে ইসমাইল (আ.) কে কুরবানি করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তখন শয়তান তাঁর কাছে এসে ধোঁকা দিয়েছিলো তিনি পাথর মেরে বিতাড়িত করেছিলেন। অতঃপর জিবরাঈল (আ.) তাঁকে জামারাতুল আকাবায় নিয়ে গেলেন সেখানে শয়তান ধোঁকা দিলো তিনি ৭টি পাথর মেরে শয়তানকে বিতাড়িত করলেন। অতঃপর আল-জামরাহ আল-উস্তাতে শয়তানকে আবার দেখালেন, তখন তিনি তার দিকে ৭টি পাথর নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর ইসমাঈল (আ.) পিতার কথামত আনুগত্য প্রদর্শন করে নিজেকে কুরবানির জন্য পেশ করলেন, ইবরাহীম (আ.) সন্তানের গলায় ছুরি চালানো শুরু করবেন তখন তাঁর পেছন থেকে জিবরাঈল (আ.) ডাক দিলেন, "হে ইব্রাহীম, তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছো।" অতঃপর তিনি পিছনে ফিরে একটা দুম্বা দেখতে পেলেন যার শিং ছিলো বড়ো বড়ো দেখতে খুবই সুন্দর। এটা দ্বারা তারা কুরবানি করলেন। (মুসনাদে আহমদ)

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ.) কে সারা পৃথিবীর নেতা বানালেন এবং মুসলিম মিল্লাতের পিতা হিসেবে আখ্যা দিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, "এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' পূর্বে এবং এ কিতাবেও। যাতে রসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও।" (সুরা আল হাজ্জ ৭৮)

- **১০৩-১০৫ নং আয়াত**

শেষ পর্যন্ত যখন এরা দু'জন আনুগত্যের শির নত করে দিল এবং ইবরাহীম পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিল। এবং আমি আওয়াজ দিলাম, "হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়ে দিয়েছো। আমি সৎকর্মশীলদের এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।

আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তাঁরা দু'জনেই চূড়ান্তভাবে আনুগত্যের শির নত করলেন। অর্থাৎ ইবরাহীম (আ.) নিজপুত্র ইসমাইল (আ.) কে কুরবানি করার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য প্রস্তুত হলেন। আর ইসমাইল (আ.) ধৈর্যের চরম পরাকাষ্টা প্রদর্শন করে পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে কুরবানি হতে রাজি হয়ে গেলেন এবং পিতাকে বললেন, আপনি আমাকে কুরবানি করুন, এ ব্যাপারে আমাকে আপনি ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ.) দু'জন আল্লাহর আত্মনিবেদিত বান্দা মক্কা নগরীর অদূরে জনমানবহীন 'মিনা' প্রান্তরে গেলেন। একজন কুরবানি হবেন, আর একজন কুরবানি দিবেন। যখন ইবরাহীম (আ.) ছুরি চালাবেন তখন আল্লাহ ডাক দিলেন, 'হে ইবরাহীম'। এ আয়াতে এটাই বলা হয়েছে, وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, 'হে ইবরাহীম,)

যখন কোন মুমিন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তখন আল্লাহ তার জন্য রাস্তা বের করে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, "যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।" (সুরা আত-ত্বালাক: ২-৩) তারা দু'জনেই যখন আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন, তখন আল্লাহ তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন,

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا 'ইবরাহীম তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছো'।

- **১০৬ ও ১০৭ নং আয়াত**

নিশ্চিতভাবেই এটি ছিল একটি প্রকাশ্য পরীক্ষা। একটি বড়ো কুরবানির বিনিময়ে আমি এ শিশুটিকে ছাড়িয়ে নিলো।

ইবনে যায়েদ (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটি সেই পরীক্ষা যা ইবরাহীম (আ.) এর উপর এসেছিল যে, সে তার ছেলেকে জবাই করেছিল এবং এটি ছিলো অত্যন্ত কষ্টদায়ক পরীক্ষা। (তাফসীরে তাবারী)

হযরত ইবরাহীম (আ.) পুত্র সন্তানকে জবেহ করা উদ্দেশ্য ছিলো না। বরং দুনিয়ার কোনো জিনিসকে আল্লাহর মোকাবিলায় বেশি প্রিয় মনে করে কি না, সে পরীক্ষা নেওয়াই ছিল আল্লাহর আসল উদ্দেশ্য। ইবরাহীম (আ.) সেটাই করেছিলেন নিজের সবকিছুকে নিচে ফেলে আল্লাহর নির্দেশ পালন করেছিলেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى

"আর ইবরাহীমের কিতাবের নির্দেশ, তিনি পূর্ণ করেছিলো।" (সুরা আন নজম: ৩৭)

অতঃপর তারা দু'জনে যখন পরীক্ষায় পাস করলেন, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা মহান জবেহের মাধ্যমে তাঁদেরকে মুক্ত করা হলো। وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ এ আয়াতে ইবরাহীম (আ.) এর কুরবানির মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। আরবীতে عَظِيم (আজীম) বলা হয় ঐ জিনিসকে যার কোনো তুলনা হয় না। আল-কুরআনে ইবরাহীম (আ.) এর কুরবানিকে আজীম বলা হয়েছে এবং রসুল (সা.) এর চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ عَظِيم (আজীম) শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন- وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ "আর নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।" (সুরা আল কলম: ৪)

অর্থাৎ ইবরাহীম (আ.) এর কুরবানির মতো কোনো কুরবানি যেমন হবে না ঠিক তেমনি রসুল (সা.) এর চরিত্রের মতো চরিত্র দুনিয়ায় আর কারো হবে না।

■ **১০৮ নং আয়াত**

এবং পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে চিরকালের জন্য তার প্রশংসা রেখে দিলাম।

আমাদের সমাজে যে কুরবানির নিয়ম চালু আছে তা হযরত ইবরাহীম (আ.) এর স্মৃতিচারণ। হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক শিশুপুত্র ইসমাঈল (আ.) কে আল্লাহর রাহে কুরবানি দেওয়ার অনুসরণেই আমরা ঈদুল আযহায় কুরবানি করে থাকি। তাই এই কুরববানীকে 'সুন্নাতে ইবরাহীমী' হিসাবেও অভিহিত করা হয়। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ও নিজেকে একনিষ্ঠভাবে তাঁর কাছে সপে দেওয়ার প্রকৃষ্ট নমুনা এই কুরবানিতে ফুটে ওঠে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

কুরবানির গুরুত্ব:

আল-কুরআন ও হাদিসে কুরবানির ব্যাপারে অনেক তাকীদ দেওয়া হয়েছে। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "আর কুরবানির পশু সমূহকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছি। এর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে।" (সুরা আল হাজ্জ: ৩৬)

অন্য আয়াতে নামাজের সাথে সাথে পশু কুরবানির কথা বলা হয়েছে,"তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানি কর।" (সুরা আল কাওছার: ২)

হাদিসে বলা হয়েছে, সামর্থ্য থাকার পরেও যদি কেউ কুরবানি না করে তাহলে সে যেন ঈদগাহে না যায়। "যার কুরবানি করার সামর্থ্য রয়েছে তবুও কুরবানি করল না। তবে যেন সে আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।" (সুনান আন-নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদ)

কুরবানি করার দিন ও সময়:

আরবি জিলহজ মাসের ১০ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে এই কুরবানির ইবাদত পালন করতে হয়। যেটা জবেহ করতে হবে ঈদের নামাজের পরে, আগে নয়। যেমন- "যে ব্যক্তি নামাজ আদায়ের আগে জবেহ করল সে নিজের জন্যই জবাই করল। আর যে ব্যক্তি নামাজ আদায়ের পর জবেহ করল তার কুরবানি পূর্ণ হলো এবং সে মুসলিমদের নীতি অনুসরণ করল।" (সহীহ আল বুখারী)

কুরবানির গোশত বণ্টনের বিধান:

কুরবানির পশুর গোশত নিজে ভক্ষণ করা এবং সমাজের অসহায়-দরিদ্র মানুষের মাঝে বিতরণ করা সুন্নাত। "তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে যে রিজিক দিয়েছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুস্থ-দরিদ্রকে খেতে দাও।" (সুরা আল হাজ্জ: ২৮)

কুরবানির সওয়াব:

ঈদুল আজহার দিনে পশু কুরবানি করার চাইতে অধিক ভালো কাজ আর নেই। "কুরবানির দিনে আদম সন্তানগণ এমন কোনো কাজ করতে পারে না যা আল্লাহর নিকট রক্ত প্রবাহিত করার (অর্থাৎ কুরবানি করা) চেয়ে বেশি প্রিয় হতে পারে। কুরবানির সকল পশুর শিং, পশম, এদের ক্ষুরসহ কিয়ামতের দিন (কুরবানিকারীর নেকীর পাল্লায়) এসে হাজির হবে। কুরবানির পশুর রক্ত মাটি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লাহর নিকট মর্যাদাকর স্থানে পৌঁছে যায়। তাই তোমরা কুরবানির মাধ্যমে তোমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করো। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)

"রসুলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবিগণ বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! এই কোরবানি কী ? তিনি বলেন, তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ.) এর সুন্নাত। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসুল! এতে আমাদের জন্য কী (সওয়াব) রয়েছে ? তিনি বলেন, প্রতিটি পশমের পরিবর্তে পূণ্য হবে। এদের পশম তো অনেক বেশি ? তিনি বললেন, পশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে। (সুনান আন-নাসায়ী ও আহমদ)

কুরবানির শিক্ষা:

কুরবানি কেবল শুধু পশু জবেহ করা নয়, বরং নিজের পশুত্ব, নীচতা, স্বার্থপরতা, হীনতা, আমিত্ব ও অহংকার কুরবানি করা। নিজের নামাজ, কুরবানি, জীবন-মরণ সব কিছু কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য চূড়ান্তভাবে ত্যাগ করাই হচ্ছে প্রকৃত কুরবানি।

"বলো, 'নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব'।

তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম'। (সুরা আনআম: ১৬২-১৬৩)

স্ত্রীর মুহাববত, সন্তানের ভালোবাসা, সম্পদের মোহ, ভোগ-বিলাসের আকর্ষণ সবকিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করাই হলো কুরবানির মূল শিক্ষা। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানতে ইবরাহীম (আ.) নিজ জীবনে সেটাই প্রমাণ করেছিলেন।

"যখন তার রব তাকে বললেন, 'তুমি আত্মসমর্পণ কর'। সে বলল, 'আমি সকল সৃষ্টির রবের কাছে নিজকে সমর্পণ করলাম'।" (সুরা আল বাকারা: ১৩১)

উপরিউক্ত দারস থেকে বলা যায়, ইবরাহীম (আ.) এর মতো নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততির চাইতে আল্লাহকে বেশি ভালোবাসতে হবে, মহান রবের কাছে আত্মসমর্পণকারী ও তাঁর জন্য আত্মত্যাগী হতে হবে। আমাদের ইবাদত-বন্দেগী, নামাজ-কুরবানি, জীবন-মরণ সবকিছু আল্লাহর জন্যই উৎসর্গ করতে হবে। তাহলেই প্রকৃত মুমিন ও মুসলিম হওয়া সম্ভব হবে।

লেখক: বিশিষ্ট দায়ী ও ইসলামী চিন্তাবিদ

জাতীয় বাজেট ২০২২-২০২৩: শ্রমজীবী বান্ধব কতটুকু হয়েছে একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম

২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য ৯ জুন ২০২২ বৃহস্পতিবার ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকার বাজেট বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। 'কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রস্তাবিত বাজেটে সন্তোষ প্রকাশ করেছে সরকারি দল আওয়ামী লীগ। দেশের ৫১ তম এই বাজেটকে 'জীবন ও জীবিকা বাঁচানোর আত্মনির্ভরশীল বাজেট' হিসেবে অভিহিত করেছেন দলটির নেতারা। তারা বলেন, সঙ্কটকালীন সময়ে জীবন ও জীবিকাকে প্রাধান্য দিয়ে একটি বাস্তবভিত্তিক সময়োপযোগী বাজেট দিয়েছে সরকার। জাতীয় বাজেট ২০২১-২২ ৬ লক্ষ ৩ তিন হাজার ৬৮১ কোটি টাকার বাজেট ৩ জুন ২০২১ 'জীবন-জীবিকায় প্রাধান্য দিয়ে সুদৃঢ় আগামীর বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্য দিয়ে ৫০ তম বাজেট খয়েরি ব্রিফকেসে নিয়ে কথামালার ফুলঝুড়ি মিশিয়ে পেশ করা হয়েছিল। এবারও খয়েরি ব্রিফকেস ডান হাতে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সমেত জাতীয় সংসদে প্রবেশ করেছেন, বাজেট প্রস্তাবনা পেশ করেছেন।

একটি দেশের বাজেটের কার্যকাণ্ড অনেক ব্যাপক। বাজেটের লক্ষ্য শুধু সরকারের আয় ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা নয়, এর লক্ষ্য হলো দেশের জনগনের জন্য গ্রহণযোগ্য একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এ দেশবাসী কি চায়, শ্রমজীবী মানুষ, হতদরিদ্র, অসহায় মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ কি চায়, তাই বিনির্মাণের দলিল বিবৃত হওয়ার কথা জাতীয় বাজেটে। ইসলামী প্রেক্ষিতে সরকারি অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো শ্রমজীবী, দরিদ্র ও অভাবীদের জন্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা। এ নীতিটি সরাসরি কুরআন থেকে উৎসারিত যেখানে বলা হয়েছে, (এসব লোক হলো তারা) যাদের আমরা জমিনে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, জাকাত প্রদান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে, দুর্নীতি ও মন্দকাজ থেকে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিনাম তো আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। (সুরা আল হজ: ৪১) ইসলামের দাবি হলো আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার অধিকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করবে। অর্থাৎ যে সব খাতে অর্থ ব্যয় জনস্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু সেসব ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ হতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই আবার শরীয়াহ বিরোধীও নয় সেসব বিষয়ে জনগণ তথা পার্লামেন্টের সাথে পরামর্শক্রমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে, "যারা তাদের প্রভূর আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের বিষয়াদি পরিচালনা করে এবং আমার দেওয়া রিজিক থেকে খরচ করে। (সুরা আশ শুরা:৩৮)" আল্লাহ বলেন, যাতে ধনৈশ্বস কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভুত না হয়।(সুরা হাশর :৩৮) আল কুরআনের এই নির্দেশের তাৎপর্য হলো যখন রাষ্ট্র জাকাত ও কর আদায় করবে এবং জনগণের নিকট হতে সম্পদ সমাবেশ করবে এবং ঐ সমুদয় অর্থ নানা উদ্দেশ্যে ব্যয় করবে তখন তাকে অবশ্যই দেখতে হবে যে ধনিদের নিকট হতে সম্পদ যেন দরিদ্রদের কাছে হস্তান্তরিত হয়। ধনিরা যেন আরও ধনি এবং দরিদ্ররা আরও দরিদ্র না হয় সরকারের কর্মকাণ্ডের মধ্যেই সেই কৌশল অন্তর্নিহিত থাকা বাঞ্চনীয়।

ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে সরকারি ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। নীতিমালাগুলো হচ্ছে;

১. সকল ব্যয় বরাদ্দের মূলনীতি হবে জনগনের কল্যাণ

২. আরামপ্রদ ও বিলাসের সংস্থানের পূর্বে দারিদ্র বিমোচনকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে

৩. জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে ব্যক্তি স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া

৪. যারা সুবিধা ভোগ করবে তারা তার খরচও বহন করবে

৫. যে কাজ না করলে কোন দায়বদ্ধতা পূরণ করা যায় না তা করাও বাধ্যতামূলক

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট নিয়ে মন্তব্য করার

আগে গত ৫১ বছরে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী, অর্থ উপদেষ্টাদের নাম, অবস্থা এবং জাতীয় বাজেট প্রস্তাবনা তারা কখন, কিভাবে পেশ করেছেন তা কিছুটা আলোচনার দাবি রাখে। ১৯৭২ সালের ২০ জুন বেতার ও টিভিতে ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর দ্বয়ের বাজেট দেশের প্রথম অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ উপস্থাপিত করেন। ১৯৭৩-৭৪ অর্থ বছরের বাজেটও তিনি সংসদে পেশ করেন। তিনি ছিলেন রাজনৈতিক অর্থমন্ত্রী। ১৯৭৫ সালে ড. আজিজুর রহমান মল্লিক (জীবনকাল ১৯১৮-১৯৯৭) কর্তৃত্ববাদী একদলীয় বাকশাল সরকারের বাজেট পেশ করেন। ড. মল্লিক ছিলেন একজন টেকনোক্রেট মন্ত্রী, বাকশাল সরকারের পতনের পর ১৯৭৬ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও অর্থ দফতরের উপদেষ্টা হিসেবে বাজেট পেশ করেন। ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে বাজেট পেশ করেন ড. মির্জা নূরুল হুদা। তিনিও ছিলেন টেকনোক্রেট মন্ত্রী। ১৯৭৯, ৮০ ও ৮১ সালে বিএনপি সরকারের পক্ষে বাজেট পেশ করেছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান। একজন টেকনোক্রাট হিসেবে তিনি আগে মন্ত্রী হন এবং পরে ১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এমপি হয়ে জনপ্রতিনিধির স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯৮২ সালে জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ কর্তৃক সামরিক শাসন জারী হওয়ার পর বাজেট পেশ করেন তার ব্যুরোক্রাট অর্থ উপদেষ্টা আবুল মাল আবদুল মুহিত। ১৯৮৩ সালেও তিনি সে সুযোগ পান। ১৯৮৪, ৮৫, ৮৬ ও ৮৭ সালে বাজেট পেশ করেন জেনারেল এরশাদের অপর ব্যুরোক্রাট উপদেষ্টা ও অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান। ১৯৮৮ সালে বাজেট পেশ করার সুযোগ পান আরও একজন টেকনোক্রাট অর্থমন্ত্রী মেজর জেনারেল (অব) এম. এ মুনএম। ১৯৮৯ সালে বাজেট পেশ করেন অপর টেকনোক্রাট অর্থমন্ত্রী ড. ওয়াহিদুল হক। ১৯৯০ সালে বাজেট পেশ করেন মেজর জেনারেল (অব) এম এ মুনএম। ১৯৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪ ও ৯৫ সালে মোট পাঁচটি বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। ১৯৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ২০০০ ও ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের টানা ছয়টি বাজেট পেশ করেন ব্যুরোক্রাট অর্থমন্ত্রী শাহ এ এসএম কিবরিয়া। ২০০২-২০০৭ সালে পাঁচটি বাজেট পেশ করেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান।

চারদলীয় সরকারের মেয়াদ শেষ হলে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়। বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে নবগঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করেন রাষ্ট্রপতি। এ সময় বিদেশী শক্তি ও সামরিক বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট ড. ফখরুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। অর্থ উপদেষ্টার দায়িত্ব পেয়ে ড. এবি মির্জা আজিজুল ইসলাম ২০০৭-০৮ ও ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেট পেশ করেন। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ক্ষমতা লাভ করলে অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান আবুল মাল আব্দুল মহিত। তিনি ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত টানা ১০টি বাজেট পেশ করেন। ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে জাতীয় বাজেট পেশ করা শুরু করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবনা তিনিই পেশ করেন। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল একজন ঝানু হিসাববিদ (চার্টার্ড একাউনটেন্ট) ছিলেন, অঙ্ক মেলানোই ছিল এক সময় তার প্রধান কাজ। অনেক 'জটিল' অঙ্কও হয়তো তিনি তার এই সত্তারোর্ধ্ব জীবনে

"প্রস্তাবিত বাজেটে বিত্তবান, ধনিক শ্রেণি এবং মূলত বিদেশে অর্থপাচারকারীরাই জিতেছে। যাদের টাকা পয়সা আছে উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী, যারা টাকা পাচার করে, এই শ্রেণির জয় হয়েছে। বাজেটে ধনিরা লাভবান হয়েছে। শ্রমজীবী অসহায় গরিবের জন্য বাজেটে তেমন কিছু নেই। সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত হয়েছে মধ্যবিত্ত। বিদেশে পাচারকৃত টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তা নৈতিকতা পরিপন্থী। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিতেও এটা অনৈতিক।"

মিটিয়েছেন, হেসেছেন তৃপ্তির হাসি। সেটি ছিল কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির হিসাব। তবে জাতীয় অর্থনীতির হিসাব মেলানো কিন্তু কঠিন। এ ক্ষেত্রে তিনি সে অঙ্ক মেলাতে পারবেন কি না তা নিয়ে মোটা দাগের প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। দুর্নীতি, ডলারের মূল্যবৃদ্ধি, শ্রমজীবী মানুষের অসহায়ত্ব, বেকারত্ব, নবদারিদ্র, অসহনীয় দ্রব্যমূল্য তথা মূল্যস্ফীতি আরও কত সমস্যা। একদিকে মূল্যস্ফীতিকে প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বলা হচ্ছে আগামী অর্থবছরে মূল্যস্ফীতিকে ৫ দশমিক ৬ শতাংশের ঘরে বেঁধে রাখা হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসেবে গত ফেব্রুয়ারি ২০২২ এ দেশে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছিল ৬ দশমিক ১ শতাংশ। এখন আরও বেশি। ঠিক এর বিপরীতেই জ্বালানি তেল, গ্যাস, সার এর দাম বাড়ানোর ঘোষনা দেওয়া হয়েছে। এসবের দাম বাড়লে মূল্যস্ফীতি কমবে না বরং বাড়বে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেনে সাড়ে ৭ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প করা হয়েছে। কিন্তু আবার বলা হয়েছে 'চাহিদা কমিয়ে আনা হবে'। কিন্তু চাহিদা কমলে, ভোগও কমে যাবে, আর ভোগ কমলে বিনিয়োগও হোঁচট খাবে। তাহলে আকাশছোঁয়া প্রবৃদ্ধি কোথা থেকে আসবে। বিদ্যুৎ, গ্যাস এর দাম বাড়িয়ে বিনিয়োগে বাড়ানো কঠিন। ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তারা নতুন করে বিনিয়োগ এগিয়ে আসতে নিরুৎসাহিত হবেন। কারণ উৎপাদন মূল্য বেড়ে গেলে লাভের আশায় গুড়েবালি। আশানুরূপ মুনাফা না হলে উদ্যোক্তারা শিল্প কারখানায় বিনিয়োগে কেন এগিয়ে আসবেন। বিনিয়োগ না হলে কর্মসংস্থানও হবে না। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে শ্রমজীবীরা। সমাজের বহু মানুষের আয় বাড়েনি। তাছাড়া মূল্যস্ফীতি মানুষের প্রকৃত আয়কে কমিয়ে দিয়েছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে শ্রমজীবী মানুষ হিমশিম খাচ্ছে। বাজেটে শ্রম ও উদ্যোগের মূল্যায়ন করা হয়নি। যার পুঁজি ও সম্পদ আছে তার আয় বাড়ানোর সুযোগ আছে। কিন্তু শ্রম ও উদ্যোগের মূল্য নেই। ধনী-গরীবের বৈষম্যও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আগের চেয়ে বেড়েছে। এই অর্থনীতিতে শ্রম এবং উদ্যোগের তুলনায় পুঁজি বিনিয়োগে আয়ের সুযোগ অনেক বেশি। এতে উন্নয়নের সুবিধা শ্রমজীবী গরীব মানুষ পাচ্ছে না। বাজেটে যে বাড়তি ব্যয়ের লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে, তার বড় অংশ যাবে জনপ্রশাসন ও সুদ ব্যয় খাতে। বেকার যুবক ও শ্রমিক যারা কাজ হারাচ্ছে বা হারাবে তাদের কাজে ফিরিয়ে আনা অর্থনীতির জন্য একটু বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রস্তাবিত বাজেটে বিত্তবান, ধনিক শ্রেণি এবং মূলত বিদেশে অর্থপাচারকারীরাই জিতেছে। যাদের টাকা পয়সা আছে, উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী, যারা টাকা পাচার করে, এই শ্রেণির জয় হয়েছে। বাজেটে ধনিরা লাভবান হয়েছে। শ্রমজীবী অসহায় গরিবের জন্য বাজেটে তেমন কিছু নেই। সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত হয়েছে মধ্যবিত্ত। বিদেশে পাচারকৃত টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তা নৈতিকতা পরিপন্থী। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিতেও এটা অনৈতিক। এতে অসৎদের সুযোগ দিয়ে সৎ করদাতাদের চপেটাঘাত করা হয়েছে বলে মনে করছেন বেসরকারি গবেষনা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)। বাজেট বিশ্লেষনে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বাজেটের উপর ১০ জুন ২০২২ এক ব্রিফিং এ বিস্তারিত বিশ্লেষন তুলে ধরেন।

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও বিরোধী দলীয় উপনেতা গোলাম মোহাম্মদ কাদের এমপি বলেছেন, ২০২২-২৩ ঘোষিত বাজেট উচ্চাভিলাষী। তিনি বলেন, করোনা মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে এমনিতেই বিশ্ববাজারে অস্থিরতা বিরাজ করছে। আর এ কারণেই জ্বালানি তেলসহ বিভিন্ন পণ্যের দাম বেড়ে চলেছে। এমন বাস্তবতায় বিশাল বাজেটকে উচ্চভিলাষী বাজেট বলতে হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বাজেটে আড়াই লাখ কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে। যা জিডিপির ৫ শতাংশের উপরে। এবার ৩৬ শতাংশ অভ্যন্তরীন ঋণের ওপর ভরসা করা হয়েছে। অভ্যন্তরীন ঋণের পরিমাণ বেশি হলে ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পথ সংকুচিত হতে পারে। পাশাপাশি গত অর্থবছরের চেয়ে বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকা বেশি কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত কর আদায়ের বিরূপ প্রভাবে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের কষ্ট আরও বেড়ে যাবে। প্রত্যক্ষ করের আওতা বৃদ্ধির ফলে এ করের বোঝা শ্রমজীবী সাধারণ মানুষকেই বহন করতে হয়। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও প্রবৃদ্ধি তখনই অর্থবহ হয় যখন এর সুফল ভোগ করে প্রান্তিক পর্যায়ের শ্রমজীবীসহ বেশিরভাগ মানুষ। যে প্রবৃদ্ধি দারিদ্র ও বৈষম্য হ্রাসে ভূমিকা রাখে না, যার সুফল কেবল বিত্তবানরা ভোগ করে, ঐ প্রবৃদ্ধি নিছক সংখ্যা। এ ধরণের প্রবৃদ্ধি কোনভাবেই কাম্য নয়। সানেম এর গবেষনা পরিচালক সায়েমা হক বলেছেন, দেশে এখন উচ্চ মূল্যস্ফীতি চলছে, এই বাস্তবতায় সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো দরকার ছিল, কিন্তু প্রকৃত বরাদ্দ উল্টো কমেছে। ড. আবদুল মঈন খান বলেছেন নতুন বাজেটে সংকটে পড়বে শ্রমজীবী দরিদ্র অসহায় জনগোষ্ঠী। সিপিডির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এ বাজেট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক তিনভাবেই অগ্রহণযোগ্য। টিআইবি বলেছে, এটা স্পষ্টভাবে টাকা পাচারকারীদের জন্য অনৈতিক সুরক্ষা ও পুরস্কার। অর্থনীতিবীদ মইনুল ইসলাম বলেছেন, বাজেটে অর্থপাচারকে কার্যত উৎসাহিত করা হয়েছে। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, কার স্বার্থে এসব পদক্ষেপ। পি আর আই এর নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রনে দিক নির্দেশনা নেই। ডিসিসিআই এর সাবেক সভাপতি আবুল কাশেম খান বলেছেন, পাচারের টাকাকে বৈধতার সুযোগ দেয়া ঠিক নয়। বিএনপি বলেছে, বাজেট লুটপাটের জন্য। এফবিসিসিআই বলেছে, পাচার হওয়া অর্থ ফেরানো কঠিন হবে। ড. জাহিদ হোসেনের পর্যবেক্ষন, চমক ধমক উদারতা ও উদাশীনতার বাজেট। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী বলেছেন, এ বাজেটে সুকৌশলে ধনীকে আরো ধনী, গরীব শ্রমজীবীকে নিষ্পেষিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। বাজেট হতে হবে শ্রমজীবী অসহায় মানুষের কল্যাণে, এটিই এখন সময়ের দাবী।

লেখক: অর্থনৈতিক বিশ্লেষক ও ব্যাংকার

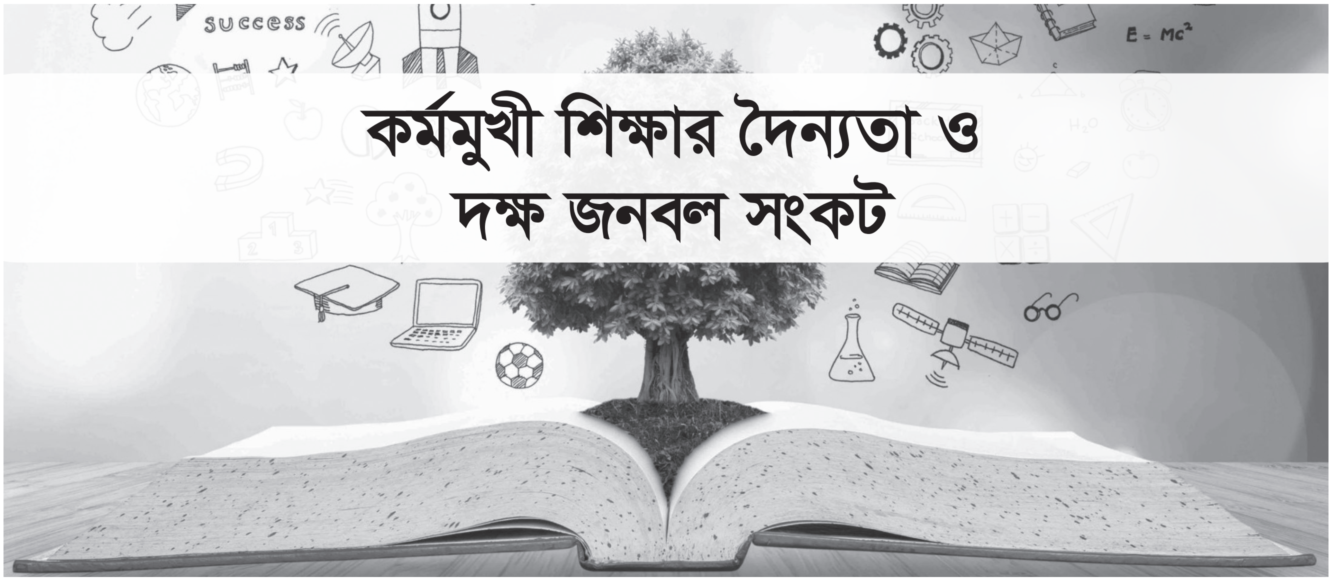

কর্মমুখী শিক্ষার দৈন্যতা ও দক্ষ জনবল সংকট

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্ব এখন নতুন ধারায় ধাবমান। সারা বিশ্বের সকল মানুষ পরিবেশ পরিস্থিতি ও বাস্তবতার কারণে একটু ভিন্ন মাত্রায় অন্য আমেজে দিন যাপন করছে। প্রতিযোগিতা এখন যোগ্যতা ও দক্ষতার। বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ এখন উড়ন্ত গতিতে উন্নয়নের স্বপ্নে বিভোর। যে দেশ ও সমাজ যত প্রযুক্তির উন্নয়ন ও দক্ষতার পরিচয় দিতে পারছে, তারা তত বেশি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম। বিশেষ করে দেশের জনশক্তিকে কাজে লাগানোর নিরীখে যারা যত কৌশলী ও মানব সম্পদকে কর্মের খাতে পরিণত করতে পেরেছে, সে দেশ ও জাতি সার্থক।

বলা দরকার যে কোন দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান শর্ত হচ্ছে তার জনগণের দক্ষতা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির প্রধান শর্ত হচ্ছে দেশের জনগণকে গুণগত, পরিমাণগত, যথাযথ জ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে এসে বিশ্ববাজার নির্ভর টেকসই দক্ষতা প্রদান করা ও অর্জনের আওতায় নিয়ে আসা।

মূলতপক্ষে যুগোপযোগী-জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করা ও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা সময়ের দাবি।

দেশের সর্বক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তিসহ বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটানো ও দক্ষ মানব সম্পদ রফতানি এবং কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির কথা বর্তমান শিক্ষানীতিতে ঠিকভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তার আলোকে বাস্তব ক্ষেত্রে সাধারণ জনতাকে দক্ষতা উন্নয়নে কর্মক্ষম করার যে ধারাবাহিকতা থাকা দরকার, তার পরিকল্পনার আলোকে প্রয়োগ অনেকটাই কম।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল এবং স্থিতিশীল অর্থনীতি। এই অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে রয়েছে মধ্যম হারের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (৬.২%) পরিব্যপ্ত দারিদ্র আয় বণ্টনের অসমতা, শ্রমশক্তির উল্লেখযোগ্য বেকারত্ব, জ্বালানী খাদ্যশষ্য এবং মূলধনী যন্ত্রপাতির জন্য আমদানি নির্ভরতা জাতীয় অসমতার নিম্নহার, বৈদেশিক সাহায্যের ওপর ক্রমহ্রাসমান নির্ভরতা এবং কৃষিখাতের সংকোচনের (১৭.৫%) সঙ্গে সঙ্গে পরিসেবা খাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধি (৫৩.৯%)। মূলত বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো দুর্বল হলেও এখানে অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা অঢেল এবং মজুরি ও সস্তা।

বিশ্বব্যাংক তাদের এক সমীক্ষায় বলেছে, "বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক উন্নয়নে আধুনিক কারিগরি ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাতে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। একই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশের অন্যতম বড়ো শক্তি-সম্ভাবনা হচ্ছে তার জনগণ।" ইউএনডিপি, ইউনেস্কো প্রভৃতি বিশ্ব সংস্থা সবাই একই সুরে বলেছে, "বাংলাদেশ বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে কাজে না লাগালে জাতীয় উন্নয়নের গতিতে উৎক্রান্তি ঘটানো সম্ভব নয়। বাংলাদেশকে তার জনগণ ও শ্রমশক্তির গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রমবাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আধুনিক পেশাগত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। বস্তুত জনসংখ্যাকে অনেক দেশের জন্য জীবন্ত সম্পদ বলা হয়। এ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অনেক দেশ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে। প্রাকৃতিক সম্পদের পাশাপাশি জনসংখ্যাকে জনসম্পদে, অন্যকথায় মানব পুঁজিতে পরিণত করায় মহাপরিকল্পনা নিয়ে জনবহুল দেশগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে একটি ইতিবাচক ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যে দেশ এ কাজটি সফলতার সাথে সুসম্পন্ন করতে পারে সে দেশ তত দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। জনসংখ্যার তত্ত্বে ন্যূনতম নির্ভরশীলতার অনুপাত বা list of countrics বলতে একটা কথা আছে। যখন কোন দেশ এই ন্যূনতম নির্ভরতার অনুপাতে চলে যায়, তখন ঐ দেশটির জনসংখ্যাতে কর্মক্ষম জনসংখ্যার পরিমাণ সবচাইতে বেশি থাকে। এই কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে কাজে লাগানোর উপায় হলো তাদেরকে শিক্ষা ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ করে তোলা। ফলে দেশের উন্নয়নের সকল কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার মতো দক্ষ মানুষের অভাব হয় না।

কারিগরি শিক্ষা বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মানুষের দক্ষতা উন্নয়ন ও কোনো দেশের অর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাপান, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডের মত দেশ সমূহ তাদের জনসংখ্যাকে যথাযথ কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের

কারিগরি শিক্ষা বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মানুষের দক্ষতা উন্নয়ন ও কোনো দেশের অর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাপান, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডের মত দেশ সমূহ তাদের জনসংখ্যাকে যথাযথ কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ সম্পদে পরিণত করে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করছে। আর এর বিপরীতে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল শিক্ষা-প্রশিক্ষণ খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ করেও জনসংখ্যার দক্ষতা প্রদানে তেমন অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি।

মাধ্যমে দক্ষ সম্পদে পরিণত করে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করছে। আর এর বিপরীতে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল শিক্ষা-প্রশিক্ষণ খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ করেও জনসংখ্যার দক্ষতা প্রদানে তেমন অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। এরই মধ্যে আগামী ২০৩০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ কর্মক্ষম মানুষকে কিভাবে দক্ষ মানুষে পরিণত করা যায়, সে বিষয়টি নিয়ে ভাববার সময় এসেছে এবং রূপকল্প ২০৩০ কে নিয়ে বিশাল পরিকল্পনা নিয়েও সে অনুপাতে এগিয়ে যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও গবেষকরা। কিন্তু যে ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে রূপকল্প ২০৩০ এগোনোর কথা, সে গতি থেকে অনেকটা বিচ্যুতি ঘটেছে, বলে গবেষক-শিক্ষাবিদদের ধারণা। বর্তমানে বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ অতিরিক্ত কর্মক্ষম জনসংখ্যা রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত মনিটরিং এমপ্লয়মেন্ট জরিপ অনুযায়ী ৫ কোটি ৩৭ লাখ কর্মক্ষম জনসংখ্যার মধ্যে ৪ কোটি ২ লাখ পুরুষ এবং ১ কোটি ৩৫ লাখ মহিলা। এই কর্মক্ষম জনসংখ্যার মধ্যে ৩ কোটি ৬৯ লাখ জনসংখ্যা কোনো না কোনো কর্মে নিয়োজিত নয়, যার ৫.৭ পুরুষ এবং ৩১.২ মিলিয়ন মহিলা। কর্মে নিয়োজিত জনশক্তির অংশগ্রহণের হার ৫৯.৩%। বাংলাদেশের শ্রমবাজারের জনশক্তির দক্ষতার ধরন এবং দক্ষতার লেভেল মূল্যায়ন করার মত কোনো মেকানিজম বা আইনগত পদ্ধতি নেই। অভিজ্ঞজনদের মতামত হলো দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষ করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে শ্রমবাজারের সাথে সামঞ্জস্যহীনভাবে। সেক্ষেত্রে বলা দরকার যে বাংলাদেশে কর্মমুখী শিক্ষার দৈন্যতা ও শিক্ষার গুণগত মান নিম্ন, শ্রমশক্তির দক্ষতা কম, ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা কম। বাংলাদেশে মাথাপিছু শ্রমশক্তির অবদান ইউএস ডলারের শিল্পক্ষেত্রে ১১১, ভারতে ১৮৩, ইন্দোনেশিয়ায় ৫৯৬, মালয়েশিয়ায় ২.৬৬১, অস্ট্রেলিয়ায় ৮.০৪৯ এবং জাপানে ১০.৭৯৪। সে হিসেবে বাংলাদেশে মাথাপিছু শ্রমশক্তির অবদান ইন্দোনেশিয়ার তুলনায় ১৯% , মালয়েশিয়ার তুলনায় ১.৪% এবং অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের তুলনায় ১%।

কর্মমুখী শিক্ষার অভাবে শ্রমশক্তির কর্মদক্ষতা কম উৎপাদনশীলতার ফাঁদ থেকে বাংলাদেশকে বের হতে হলে গতিশীল ও পরিবর্তনশীল শ্রম বাজারের কথা চিন্তা করে চাকুরিদাতা ও সরকারকে আগে শিক্ষা বিভাগের দিকে নজর দিতে হবে।

ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্ট্যারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ও নরওয়ে সরকারের সহযোগিতায় সাম্প্রতিক এক গবেষণার তথ্যনুযায়ী দেশে ৫০ হাজার অতি ছোট এবং ১০ হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়তনের হালকা প্রকৌশল শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যা প্রায় ৬ লাখ। বাংলাদেশে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অন্য এক গবেষণার তথ্য অনুযায়ী এই শিল্প কারখানার সংখ্যা ৪০ হাজার আর কর্মরত শ্রমিক ৮ লাখ। এ সমস্ত শিল্পে প্রায় ৩ হাজার ৮'শ রকমের যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈরী হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ে তিতাস বাখরাবাদ, জালালাবাদ গ্যাস কোম্পানি, চিনি ও খাদ্যশিল্প সংস্থা, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা, বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ, বন্দর-কর্তৃপক্ষ, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিভিল-এভিয়েশন, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন, বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈরী ছাড়াও মেরামতের ৮০ শতাংশ কাজই করছেন এ শিল্পের উদ্যোক্তারা। অথচ অদক্ষ অর্ধশিক্ষিত কারিগর দ্বারা তৈরী হচ্ছে এসব মূল্যবান যন্ত্রাংশ। এ ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। নতুন যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈরী হচ্ছে গড়ে ৮০ শতাংশের ওপর। কোন কোন ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন হাজার হাজার গুণের ও বেশি। উৎপাদন ও মেরামত যোগ করলে এখাতের বার্ষিক টার্ন ওভারের পরিমাণ ২০ হাজার কোটি টাকা। সংশ্লিষ্ট এসব ক্ষেত্রে যে সব প্রতিষ্ঠানে রয়েছে শিল্প ও মাঝারিখাত। তার মধ্যে সমাজ সেবা অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, পল্লী কর্ম সহায়ক, কর্মসংস্থান ও রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ তাত বোর্ড, বন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এস এম ই) খাতে উৎপাদন বিপণন বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু সত্যি বলতে এ সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃষ্টির গুরুত্ব না থাকায় এস এম ই খাতে দক্ষ জনবলের অভাব থেকেই যায়। মূলত সংশ্লিষ্ট সেক্টরে কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি ও দক্ষতাসম্পন্ন জনশক্তি

তৈরীর উদ্যোগ থাকা দরকার ছিল। এটাই হলো আমাদের দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ব্যক্তিদের অবস্থা।
অন্যদিকে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ পোশাক তৈরী ও রফতানিকারক দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। আমাদের দেশে এ শিল্পে ৪২ লাখের ও বেশি শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। যার মধ্যে ৮০% নারী শ্রমিক। আমাদের সবার জানা তৈরি পোশাক থেকে রফতানি আয় আমাদের মোট রফতানি আয়ের প্রায় ৭৬ শতাংশ এবং প্রতি বছর এ থেকে আয় প্রায় ৩০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ শিল্পের শ্রমিকদের বিদেশেও ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে এ সেক্টরে শ্রমিক তৈরীর জন্য কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের উদ্যোগ সামান্যই। সুতরাং হালকা প্রকৌশল ও এস এম ই খাতে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ জনবল সরবরাহ করার নিমিত্তে আনুষ্ঠানিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা কর্মমুখী শিক্ষা-প্রশিক্ষণের পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে বিস্তৃত করার প্রয়োজনটা অতি বেশি। সে জায়গায় বাংলাদেশ শুধু পিছিয়ে নয় অনেক দূর পিছিয়ে। যার ফলে এদেশের তরুণদের নানামুখী সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশের দক্ষ শ্রমিকদের বেশি টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে বাংলাদেশের কলকারখানা পরিচালনার জন্য তাদের সহযোগিতা নেওয়া ও কর্মস্থলের সুবিধা দিতে হচ্ছে। তাতে এদেশ থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হচ্ছে।
আমাদের দেশের যোগাযোগ, অবকাঠামো বা উন্নয়নের কথা বলে অসংখ্য বিদেশি এখন নিজেদের কর্মক্ষেত্র তৈরী করে গিয়েছেন, ইদানীং কিছু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে সাদা চামড়ার শিক্ষকদের নিয়োগ দিয়ে অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও নিজেদের ব্রান্ডিং করছে কর্তৃপক্ষ। বিশ্বব্যাপী রেমিট্যান্স প্রবাহের দেশভিত্তিক পরিসংখ্যান নিয়ে মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান "পিউ রিসার্চ" এর সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আমাদের এই বাংলাদেশ থেকে বছরে ১৭ হাজার কোটি টাকা বা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা তাদের দেশে নিয়ে যায়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৬ টি দেশের নাগরিকরা এক বছরে বৈধ উপায়ে প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স হিসেবে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে গেছেন ২০১ কোটি ৩০ লক্ষ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশী মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ১৬ হাজার ৮৫৭ কোটি টাকা। বিপুল পরিমাণ অর্থ চলে যায় আশপাশের ৮-১০ দেশে। সবচেয়ে বেশি যায় চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনামে। বাংলাদেশে বর্তমান কমবেশি প্রায় ১০ লাখ বিদেশি কাজ করছেন। আর আর্থিক সংশ্লিষ্টদের মতে বৈধ পথের বাইরে প্রতি বছর ৩০ হাজার কোটি টাকা বিদেশে রেমিট্যান্স যাচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রা পাচারের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। কারণ প্রতিদিন গড়ে বাংলাদেশী বিদেশি নাগরিকদের প্রায়ই অর্ধেকই দীর্ঘমেয়াদী অর্থ উপার্জনের সঙ্গে জড়িত হচ্ছেন। এতে একদিকে যেমন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর শীর্ষস্থানীয় পদগুলো চলে যাচ্ছে বিদেশিদের দখলে, তেমনি বাংলাদেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা চলে যাচ্ছে সীমানার বাইরে।
"পিউ রিসার্চ" এর প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, "বাংলাদেশ থেকে মোট ১ বছরে ২০১ কোটি ৩০ লক্ষ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে চীনে গেছে সর্বোচ্চ ৯ কোটি ৪৭ হাজার ডলার। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ইন্দোনেশিয়ায় ২ কোটি ৭৫ হাজার ডলার, তৃতীয় সর্বোচ্চ মালয়েশিয়ায় ১ কোটি ৯৬ হাজার ডলার, চতুর্থ সর্বোচ্চ ভারতে ১ কোটি ১৪ হাজার ডলার ও পঞ্চম সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়েছে ৯৩ হাজার মার্কিন ডলার।
এ ছাড়া ভিয়েতনামে ৮৩ হাজার ডলার, নেপালে ৬১ হাজার, থাইল্যান্ডে ৫৭ হাজার, জাপানে ৫০ হাজার, নরওয়েতে ৪১ হাজার, যুক্তরাজ্যে ২৯ হাজার, মিয়ানমারে ২৮ হাজার, ব্রাজিলে ২০ হাজার, এবং কম্বোডিয়ায় ৪ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স বাংলাদেশ থেকে পাঠিয়েছেন সেসব নাগরিকরা। এই পরিসংখ্যান বৈধ পথে পাঠানো অর্থের তবে বাংলাদেশের আর্থিক খাত সংশ্লিষ্টদের ধারণা, বাস্তবে এই অর্থের পরিমাণ ৩০ হাজার কোটি। বাংলাদেশে ঠিক কতজন বিদেশি নাগরিক কাজ করছে, তার পরিসংখ্যান রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট বিভাগ যথাযথভাবে দিতে পারছে না। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন তথ্য উপাত্ত দেয়। বিদেশি নাগরিকদের কাজের অনুমতি দেওয়া বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বেপজা) ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কাছে নিবন্ধিত বিদেশিদের সংখ্যা ১৫ হাজারের মত। অন্যদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় সংসদে দেওয়া তথ্যমতে, বাংলাদেশে কাজ করা বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে রয়েছেন, ৮৫ হাজার ৪৮৬ জনের মধ্যে ভারতীয় ৩৫ হাজার ৩৮৬ জন, চীনের ১৩ হাজার ২৬৮ জন, জাপানের ৪ হাজার ৯৩ জন, কোরিয়ার ৪ হাজার ৯৩ জন, মালয়েশিয়ার ৩ হাজার ৩৯৫ জন ও শ্রীলঙ্কার ৩ হাজার ৭৭ জন। বাকিরা অন্যান্য দেশের। তবে এভাবে বিভিন্ন খাতে কর্মরত বিদেশিদের অনেকেই পর্যটক হিসেবে বাংলাদেশে এসেছিলেন, এখন স্থায়ীভাবে আছে, অথচ কোথাও নিবন্ধিত নন।
মূলত বাংলাদেশী কর্মীর অভাব থাকায় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর বাইরে দেশীয় অনেক কোম্পানি এখন বিদেশিদের দিকে ঝুঁকছে। বাংলাদেশ গার্মেন্টস কোম্পানি টেক্সটাইল মিল, ওভেন ও নিটওয়্যার ইন্ডাষ্ট্রি, সোয়েটার ফ্যাক্টরী, বায়িং হাউজ, মার্চেন্ডাইজিং, বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র, আন্তর্জাতিক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান, ফ্যাশনহাউজ, খাদ্য উৎপাদন ও বিপননকারী প্রতিষ্ঠান, মোবাইল ফোন কোম্পানি, এয়ারলাইন্স, ফার্নিচার কোম্পানি, পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠান, চামড়াজাত প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানি, মিডিয়া-প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞাপনী সংস্থাসহ বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে প্রায় ১০ লক্ষ বিদেশি কাজ করছেন। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি ভারতীয়। এর পরেই রয়েছে শ্রীলঙ্কা, চীন, কোরিয়া, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনসহ আফ্রিকা, ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশের নাগরিক। একটি কোম্পানিতে পাঁচজন বাংলাদেশী কর্মকর্তার মোট বেতনের চেয়েও বেশি বেতন ও সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন একজন বিদেশি কর্মকর্তা। দেশের সম্পদ ও অর্থ বিদেশিদের হাতে কেন যাচ্ছে, তার কয়েকটি মৌলিক কারণ উল্লেখযোগ্য

১. দেশীয় জনশক্তি কর্মমুখী শিক্ষায় বঞ্চিত চরম অদক্ষ।
২. দেশীয় শিল্পের চাহিদানুযায়ী জনশক্তির দক্ষতার অভাব।
৩. এদেশের জনবল-জনশক্তি দুর্বল প্রকৃতির ও পরিশ্রমী নয়।
৪. শিক্ষা ব্যবস্থা মানসম্মত ও যুগোপযোগী নয়।
৫. আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানে অগ্রসর জনবলের খুবই অভাব।
৬. শিল্পোদ্যোক্তারা দেশীয় জনশক্তি-জনবলের উপর আস্থাশীল নয়।
৭. অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের যথেষ্ট পিছিয়ে পড়া।
৮. প্রশাসনিকভাবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উদ্যোগের অভাব।
৯. সরকারিভাবে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা রয়েছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনীহা বেশি রকম কাজ করে।

একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার উল্লেখ না করলে নয়। যা এ দেশের সচেতন মানুষের জানা দরকার। ১৩৪৭ সালে ইবনে বতুতা নামে একজন পরিব্রাজক বাংলাদেশে এসেছিলেন, এই পরিব্রাজক ও পর্যটক ভারত

হয়ে চট্টগ্রাম বন্দর আসেন এবং তখনকার ঈশা খাঁর রাজধানী বর্তমান নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে আসেন। তখনকার সম্পর্কে সামগ্রিক তথ্য নিয়ে তিনি হযরত শাহজালালের সাথে দেখা করে শ্রীলংকা ঘুরে আবার স্বদেশ মরক্কোর নিজ বাসস্থানে চলে যান। দেশে যাবার পরে তার ভ্রমণ কাহিনী নিয়ে 'আররিহলা' শীর্ষক অর্থাৎ "ইবনে বতুতার সফরনামা" নামে এই বইতে বাংলাদেশের অবস্থা বাস্তবতার প্রেক্ষিতে উল্লেখ করেন "বাংলাদেশ হলো জ্বলন্ত স্বর্গ"। বাংলায় অনুদিত এ বইয়ে বাংলাদেশ জ্বলন্ত স্বর্গের ব্যাখ্যায় তিনি কয়েকটি মন্তব্য করেন–

(ক) বাংলাদেশে দক্ষ যোগ্য নেতৃত্বের অভাব।

(খ) বাংলাদেশে সুষম বণ্টনের অভাব।

(গ) এদেশে ফলে-ফুলে সুশোভিত অনুকূল পরিবেশ থাকলেও তার সদ্ব্যবহারের অভাব।

দেশের উন্নয়নে বিশেষ অন্তরায় দক্ষ-যোগ্য জনবল। তা আজ থেকে প্রায় ৮ শত বছর আগে একজন পরিব্রাজকের স্বল্প সময়ের সফরে তার অনুধাবনে ফুটে উঠেছে বিধায় বর্তমান সময়ে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং সময় হলেও বিভিন্ন কারণে-অকারণে পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশের মানুষ।

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের বাস্তবসম্মত কর্মমুখী শিক্ষা ও দক্ষ-যোগ্যতার অভাবে ত্রিমুখী সমস্যায় জর্জরিত। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য

১. দক্ষ-যোগ্য ও কর্মমুখী শিক্ষার অভাব এবং জনবল সংকটের কারণে সে জায়গায় ঢুকে পড়ছে।

২. বুয়েটে-বিশ্ববিদ্যালয়ের ও মেডিকেলের মেধাবী শিক্ষার্থীরা তাদের যোগ্যতা মূল্যায়নের অভাবে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে, তাতে মেধা পাচারের মতো অপ্রত্যাশিত কাজ সংঘটিত হচ্ছে।

৩. অপরদিকে বিদেশে যারা কর্মজীবী হিসেবে প্রতিবছর যাচ্ছে, তাদের ৯৯% ভাগই কর্মমুখী শিক্ষা বঞ্চিত ও ভীষণ অদক্ষ ও সময়ের চাহিদানুযায়ী একদম অযোগ্য।

দক্ষ জনশক্তির অভাবে দেশে নানারকম সমস্যা জর্জরিত। আর যারা দক্ষ ও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করছে তাদের বেশির ভাগ আবার বেকার সমস্যায় ভুগছে। মৌলিকভাবে কর্মমুখী শিক্ষা ও দক্ষতার অভাবে দেশে জনবল সংকটে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। দেশের বাহিরে যারা শ্রমিক হিসেবে যাচ্ছে, তাদের মাঝেও নানান সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে দেশে থেকে প্রবাসী শ্রমিকদের তেমন কোনো দক্ষতা অর্জন না করেই বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। বর্তমানে সারা বিশ্বে ১৭৩টি দেশে ১ কোটি ২০ লাখের অধিক বাংলাদেশী কর্মী বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছে তারা বছরে গড়ে ১৬ বিলিয়নের অধিক মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স দেশে প্রেরণ করে থাকেন। যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বের দাবিদার। আর তাদের পাঠানো রেমিট্যান্স তৈরী পোশাকের পরে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের খাত। এ খাত থেকে প্রতি বছরে অর্জিত হচ্ছে ১২০০ থেকে ১৫০০ কোটি মার্কিন ডলার এবং গত এক দশকে রেমিট্যান্স হিসেবে দেশের অর্থনীতিতে যোগ হয়েছে প্রায় ১২ লাখ কোটি টাকা। পরিবার পরিজন ও দেশের মায়া ত্যাগ করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার জন্য প্রতি বছরে কয়েক লাখ মানুষ বিদেশে পাড়ি জমায়। দূর বিদেশে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তারা যে রেমিট্যান্স পাঠায়, সে টাকায় দেশের মানুষ উন্নয়নের স্বপ্ন পূরণ করা হয়, কিন্তু সে শ্রমিক ভাইদের একবারও ভাবা হয় না যে বিদেশে থেকে যারা দেশের উন্নয়নের জন্য এতবড়ো ভূমিকা রাখছে তারা কতটুকু দক্ষ!

বিভিন্ন কেসেমের মানুষ বিদেশ গিয়ে ভালো থাকতে পারছে না। তার অন্যতম একটি কারণ হলো বর্তমান পুঁজিবাদী ও কর্মমুখী শ্রমবাজারে

"দক্ষ জনশক্তির অভাবে দেশে নানারকম সমস্যা জর্জরিত। আর যারা দক্ষ ও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করছে তাদের বেশির ভাগ আবার বেকার সমস্যায় ভুগছে। মৌলিকভাবে কর্মমুখী শিক্ষা ও দক্ষতার অভাবে দেশে জনবল সংকটে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। দেশের বাহিরে যারা শ্রমিক হিসেবে যাচ্ছে, তাদের মাঝেও নানান সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে দেশে থেকে প্রবাসী শ্রমিকদের তেমন কোনো দক্ষতা অর্জন না করেই বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। বর্তমানে সারা বিশ্বে ১৭৩টি দেশে ১ কোটি ২০ লাখের অধিক বাংলাদেশী কর্মী বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছে তারা বছরে গড়ে ১৬ বিলিয়নের অধিক মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স দেশে প্রেরণ করে থাকেন। যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বের দাবিদার।"

চায় দক্ষ শ্রমিক, কিন্তু আমাদের দেশ থেকে যারা যাচ্ছে, তাদের বেশির ভাগই অদক্ষ। বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত প্রায় ৫০ ভাগ শ্রমিকই অদক্ষ। ২০ ভাগ সেমি দক্ষ, ২৭ ভাগ দক্ষ এবং মাত্র ২-৩ ভাগ প্রফেশনাল শ্রমিক। আবার আমরা যাদের দক্ষ বলি, তাদের মাত্র ১ মাসের একটি ট্রেনিং দিয়েই দক্ষতার সনদ দিয়ে দিই। কিন্তু প্রফেশনাল চিন্তা করলে তারাও অদক্ষ। ফলে বাংলাদেশের শ্রমিকদের সাধারণত নিম্ন স্তরের ও স্বল্প বেতনে কাজ করতে হয়, এজন্য আয় ও তুলনামূলক কম হয়। বেশির ভাগ শ্রমিক দেশে কৃষি কাজ করে আর বিদেশ গিয়ে ভবন ও সড়ক নির্মাণ, ইলেক্ট্রিশিয়ান, তৈরী পোশাক ও গৃহকর্মী ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত হয়। এবং দক্ষতার অভাবে কঠোর পরিশ্রম করে ও প্রাপ্য মজুরি হতে বঞ্চিত হয়। বলতে গেলে ফিলিপাইন আমাদের চেয়ে কম সংখ্যক শ্রমিক প্রেরণ করে প্রায় দ্বিগুণ রেমিট্যান্স অর্জন করে। এ থেকে বিশেষ ভাবে অনুধাবন করা দরকার যে দক্ষতার অভাবে আমাদের শ্রমবাজার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও মার খাচ্ছে। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী ও তা বিদেশে পাঠাতে পারলে রেমিট্যান্স অর্জন কয়েক গুণ বেড়ে যাবে, যা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। শুধু সংখ্যায় না বাড়িয়ে উপযুক্ত ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে কর্ম ও ভাষা দক্ষতাসম্পন্ন মানব সম্পদ পাঠানো জরুরি। দক্ষতার অভাবে দালালের মাধ্যমে যখন কোন ব্যক্তি বিদেশ যায় তখন এক পর্যায়ে বুঝতে পারে, তার দ্বারা কিছুই সম্ভব নয়। এক সময় দেখা যায় সে ভিটেবাড়ি বিক্রি করে সর্বস্ব নিঃশেষ করে বিদেশ গিয়েছে, তখন ফিরেও আসতে পারে না। একপর্যায়ে মানসিক রোগ ও চাপে বিচলিত হয়ে মারাত্মক অসুস্থ হয়। পাশাপাশি সে দেশে যে অন্যান্য দেশের মানুষ তুলনামূলক অধিক পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে, আর বাংলাদেশী সবচেয়ে নিম্নস্তরের কর্মচারী নির্ধারিত হয়। এক সময় এসব কর্মীরা মানসিক রোগ ও আত্মহত্যার মত পথ বেছে নেয়।

প্রবাসী মন্ত্রণালয়ের এক পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে দেখা গেছে-গত ২০০৫ থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রায় ২৫ হাজার অভিবাসীর লাশ দেশে এসেছে। এদের মধ্যে প্রায় ১৩ হাজার ই-স্ট্রোকজনিত কারণে মারা গেছে। তাতেই বুঝা যায় ভিনদেশে কতটা মানসিক প্রেসারে ভোগে আমাদের শ্রমিক ভাইয়েরা। এছাড়া শ্রমিকদের ভাষা জ্ঞানের অভাব তো আছেই। সর্বোপরি কর্মমুখী শিক্ষা ও দক্ষতার অভাবে এমন মর্মস্পর্শী আরও অনেক ঘটনা ঘটে।

অন্যদিকে যখন বলা হচ্ছে বাংলাদেশে দক্ষ জনবল সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর। কিন্তু গবেষণায় বলছে প্রতি বছর লক্ষ তরুণ বেকার শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। এখানে তাহলে বাস্তবতার সাথে মিল পাওয়া যাচ্ছে না। বিশ্ববিখ্যাত ব্রিটিশ সাময়িকী ইকোনোমিষ্টের ইকোনোমিষ্ট ইন্টিলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "বর্তমানে বাংলাদেশের ৪৭ শতাংশ স্নাতকই বেকার।" বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ' কর্তৃক পরিচালিত কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার পর্যালোচনা শীর্ষক সমীক্ষা মতে দেশে উচ্চশিক্ষিতের (স্নাতক-স্নাতকোত্তর) মধ্যে বেকারত্বের হার ১৬ দশমিক ৪ শতাংশ। সেই তুলনায় কম শিক্ষিতের বেকারত্বের হার কম। দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়া বেকারত্বের হার ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। বিশ্ব ব্যাংক প্রকাশিত 'বাংলাদেশ স্কিলস ফর টুমরোস জবস' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "দেশের কলেজগুলো থেকে স্নাতক সম্পন্ন করা ৭০ শতাংশ গ্রাজুয়েট বেকার থাকে। এবং বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ১৪ দশমিক ২ শতাংশ।" সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "দেশে প্রতি বছর ২১ লাখ কর্মক্ষম মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে।" কর্মসংস্থান তৈরী হচ্ছে মাত্র ১৩ লাখের। কাজ পাচ্ছে না প্রায় আট লাখ কর্মক্ষম মানুষ। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, "যত উচ্চ শিক্ষিত, তত বেকার বেশি", বস্তুত শিক্ষিত মানুষ যে কোন কর্মসংস্থানে দ্বিধাহীনভাবে যোগদান করে, কিন্তু উচ্চশিক্ষিতরা মান-সম্মানের দিকে তাকিয়ে যে কোন ছোটকাজে যোগদান করে না। একদিকে শুধু উত্তীর্ণ যা পাশ করেছে। কোন অর্জন ও দক্ষতা বলতে কিছুই নেই। তাহলে আধুনিক এ প্রযুক্তির বিশ্বে কোন রকম অর্জন শুধু উচ্চশিক্ষিতদের সমাজের বাড়তি জঞ্জাল বললেও ভুল হবে না। এজন্য দরকার কর্মমুখী শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন। অবশ্য দেশে জনবল সংকট থেকেই যাচ্ছে।

অন্যান্য দেশে যদি চুলকাটার মত সাধারণ ছোট একটি কাজ করতে হয়, তাহলে সে বিষয়ে তার ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্নকারী হতে হবে। অথচ বাংলাদেশে বিভিন্ন বিভাগের অধিদপ্তর থেকে শুরু করে পরিকল্পনা নেওয়ার মতো অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিরা সংশ্লিষ্ট বিভাগে নিয়োজিত রয়েছে, তারপরও অনাগত দিনের কথা চিন্তা করে দক্ষ-যোগ্য ও কর্মমুখী তেমন কোন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নেই। অথচ এদেশে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় দক্ষ-জনশক্তির চাহিদা এখন ও প্রচুর। যেমন পোশাক শিল্পের বাইরে সম্ভাবনাময় খাতগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঔষধশিল্প। বাংলাদেশের ঔষধখাতের বাজার ইতোমধ্যে ২৪৪ কোটি ডলার। খাতটিতে কর্মসংস্থান হয়েছে, ১ লক্ষ ৭২ হাজার মানুষের, যার ৯৭ শতাংশই অদক্ষ। এছাড়া দেশের উল্লেখযোগ্য শিল্পখাত কৃষি ব্যবসার ৯৯ দশমিক ৯ শতাংশই শ্রমিক অদক্ষ। অটোমোবাইল খাতের প্রায় ৮৫ শতাংশ কর্মী অদক্ষ। সম্ভাবনাময়, বেসরকারি খাতগুলোর উল্লেখযোগ্য সিরামিক শিল্পের ৯২ দশমিক ৫০ শতাংশই অদক্ষ, বাংলাদেশের আরেক বড়ো শিল্পখাত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, এই শিল্পের ৯৯ দশমিক ৫ শতাংশ কর্মীই অদক্ষ। একই অবস্থা হালকা প্রকৌশল শিল্প, চিংড়ি খাত, টেলিযোগাযোগ খাত ও পর্যটনশিল্পের মতো বিশাল খাত, যেখানে দক্ষ-যোগ্য জনশক্তির অভাবে উন্নয়ন আজ সম্ভব হচ্ছে না। জনসংখ্যার অনুপাত অনুসারে বৃদ্ধি থাকলেও সে তুলনায় দক্ষতা ও কর্মমুখী শিক্ষার অভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে হোঁচট খেতে হচ্ছে। পরিকল্পনা খাতা-কলমে ততদিন পর্যন্ত পড়ে থাকবে, যতদিন বেকারের হাত কর্মের হাতে পরিণত না হবে। এজন্য সময়ের চাহিদানুসারে পরিকল্পনার ধারা সেভাবে ঢেলে সাজানো এখন সময়ের দাবি।

সর্বোপরি যে কথাটি সবাইকে অনুধাবন করা দরকার সেটা হলো যে দেশে যত প্রযুক্তির উন্নয়ন হয়েছে, সেদেশের জনশক্তিও সে মানের এবং দক্ষ-যোগ্য ও প্রশিক্ষিত। বাংলাদেশে অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ। কিন্তু নোংরা রাজনৈতিক পরিবেশ ও উদ্যোগের অভাবে বেকারের হাতকে কর্মীর হাতে রূপান্তর করা সম্ভব হচ্ছে না। সময়ের চাহিদানুসারে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার আলোকে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে কর্মমুখী শিক্ষার আদলে যদি ঢেলে সাজানো যায়, তাহলে বাংলাদেশ সত্যিকারের সোনার বাংলায় রূপান্তর করা সম্ভব। এ ব্যাপারে প্রশাসন ও সর্বস্তরের সচেতন জনগণকে এগিয়ে আসা দরকার। বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষামন্ত্রণালয়কে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারলে এদেশের মেধাবী তরুণদের সত্যিকারে দক্ষ ও কর্মমুখী দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও কলামিষ্ট।

পেশাভিত্তিক কাজের গুরুত্ব ও নেতৃবৃন্দের করণীয়

এডভোকেট আতিকুর রহমান

পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমান শ্রমিক জনগোষ্ঠী ৬ কোটি ৩৫ লাখ যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০% । এ বিশাল শ্রমিক জনগোষ্ঠী বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পৃক্ত। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সমূহের অধিকাংশই পেশাভিত্তিক। প্রথমতঃ প্রতিটি বেসিক ইউনিয়ন গঠিত হয় নির্দিষ্ট পেশার শ্রমিকদের নিয়ে দ্বিতীয়তঃ পেশাভিত্তিক ফেডারেশন বা ক্রাফট ফেডারেশন গঠিত হয় একই পেশার ৫ বা ততোধিক ইউনিয়ন নিয়ে। শ্রমিকরা সাধারণতঃ নিজ নিজ পেশার ব্যানারে আন্দোলন করতে বেশি আগ্রহী থাকে। কারণ পেশাভিত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পেশার শ্রমিকদের সমস্যাগুলোকে সহজেই সকলের নিকট পৌঁছানো যায় এবং দ্রুত সময়ে দাবী আদায় হয়। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে বাংলাদেশ শ্রম আইন–২০০৬ এ বিভিন্ন পেশার শ্রমিকদের আলাদাভাবে ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ করে দিয়েছে। শ্রম আইনের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৭৫-২০৮ পর্যন্ত ৩৪ টি ধারায় এবং শ্রম বিধিমালা -২০১৫ এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে নীতিমালা প্রদান করা হয়েছে।

পেশাভিত্তিক কাজের গুরুত্ব:

শ্রমিক আন্দোলনে পেশাভিত্তিক কাজের গুরুত্ব অত্যদিক। কারণ প্রত্যেক পেশার শ্রমিকদের সমস্যার ধরন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। এছাড়াও পেশাভিত্তিক কাজের নিম্নোক্ত গুরুত্ব রয়েছে–

১. পেশাভিত্তিক তৎপরতার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদেরকে সহজেই সংগঠিত করা যায়।

২. পেশাভিত্তিক সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও মজবুত হলে সংশ্লিষ্ট পেশায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের কাজ সহজ হয়ে যায়।

৩. প্রত্যেক পেশায় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন থাকলে তৃণমূল শ্রমিক জনগোষ্ঠীর নিকট আদর্শিক দাওয়াত পৌঁছানোর সুযোগ বৃদ্ধি হয়।

৪. সংশ্লিষ্ট পেশার শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট যে কোন ইস্যুতে প্রয়োজনের আলোকে আঞ্চলিক ও জাতীয়ভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলা যায়।

৫. পেশাভিত্তিক আন্দোলনে শ্রমিকদের সম্পৃক্ততা বেশি থাকে। পেশাভিত্তিক সংগঠিত আন্দোলন নিতান্তই সংশ্লিষ্ট পেশার শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিধায় শ্রমিকরা আন্দোলনকে নিজেদের মনে করে উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে স্বতঃস্ফুর্তভাবে আন্দোলনের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে থাকে।

৬. শ্রমিক ময়দানে আদর্শিক ও দলীয় প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

৭. প্রান্তিক শ্রমিক জনগোষ্ঠীকে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করা যায়।

৮. যোগ্যতা সম্পন্ন নেতৃত্ব তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৯. সংশ্লিষ্ট পেশার শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে জনমত গঠন করা সহজ হয়।

পেশাভিত্তিক কার্যক্রমে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন:

পেশাভিত্তিক কাজের গুরুত্বকে সামনে রেখে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে পেশাভিত্তিক কার্যক্রমকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পদক্ষেপের অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ২৪ টি পেশার সমন্বয়ে ১৭ টি কেন্দ্রীয়/জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। পেশাসমূহ হচ্ছে- ১. পরিবহন ২. গার্মেন্টস ৩. কৃষি ও মৎস ৪. রিকশা-ভ্যান ৫. নৌ পরিবহন, ঘাট ও লোড-আনলোড ৬. চাতাল বা চাল কল শ্রমিক ৭. স্থল বন্দর ৮. দর্জি ও তাঁত ৯. নির্মাণ ১০. দোকান-কর্মচারী ও হকার্স ১১. রেলওয়ে ১২. হোটেল ও হাসপাতাল ১৩. পাট ১৪. বিটিসিএল ১৫. ব্যাংক-কর্মচারী ১৬. স্টীল রি রোলিং ১৭. ফার্নিচার ও করাতকল। এ পেশাসমূহের বাহিরেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পেশা রয়েছে যে সকল পেশায় ট্রেড ইউনিয়ন করা যায়। যেমন- চা শিল্প, চামড়া শিল্প, ছাপা খানা, বই-বাঁধাই, জাহাজ নির্মাণ, জেলে, নার্সারী, ডেইরি ফার্ম, পোলট্রি ফার্ম, ইটের ভাটা, সেলুন, ডেকোরেটর, স্বর্ণকার, হোশিয়ারী, অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ ইত্যাদি। উল্লিখিত পেশাসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন বৃদ্ধি হলে কেন্দ্রীয়/জাতীয় ভিত্তিক কমিটি গঠন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পেশাভিত্তিক কাজের মূল লক্ষ্য:

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নিম্নোক্ত লক্ষ্য সমূহকে সামনে রেখে পেশাভিত্তিক কার্যক্রমকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে পরিচালনা করে আসছে–

১. প্রতিটি পেশায় পেশাভিত্তিক জাতীয় সংগঠন তথা ক্রাফট ফেডারেশন গঠন করা।

২. প্রতিটি পেশায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রত্যেক উপজেলা/ থানায় ট্রেড ইউনিয়ন বৃদ্ধির টার্গেট নিয়ে কাজ করা।

৩.পেশাভিত্তিক শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং অধিকারের ব্যাপারে সচেতন ও সজাগ করে গড়ে তোলা।

৪.পেশাভিত্তিক শ্রমিকদের যৌক্তিক দাবি-দাওয়া আদায়ে ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে শ্রমিক ময়দানে ফেডারেশনের প্রভাব বলয় তৈরি করা

৫.প্রতিটি পেশায় ডমিনেট করা এবং শ্রমিকদের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করা।
৬.প্রান্তিক শ্রমিক জনগোষ্ঠীকে ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলনে সম্পৃক্ত করে ইসলামী বিধি বিধানের পূর্ণ অনুশীলনে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা।
৭.ইসলামী সমাজগঠনের পক্ষে জনমত গঠন ও দাওয়াতী পরিবেশ তৈরি করা।

পেশাভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনায় নেতৃবৃন্দের করণীয়

- **পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে করণীয়:**

১. উপজেলা,থানা,অঞ্চল পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রমিক আছে এমন পেশা সমূহ চিহ্নিত করে তালিকা করা।
২.তালিকাভুক্ত পেশাসমূহের সম্ভাব্য শ্রমিক সংখ্যা জানা। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ শ্রমিক সংখ্যা পৃথকভাবে নির্ধারণ করা।
৩.প্রতিটি পেশায় ফেডারেশনের কাজকে জালের মত ছড়িয়ে দেওয়ার টার্গেটকে সামনে রেখে পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
৪.সকল পেশায় ফেডারেশনের সমর্থক ও সংগঠন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করার সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

- **পেশাভিত্তিক দায়িত্ব প্রদানে করণীয় :**

১. প্রত্যেক জনশক্তিকে পেশা ভিত্তিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং নির্দিষ্ট পেশা নির্ধারণ করে দেওয়া ও কাজ বুঝিয়ে দেওয়া।
২. জনশক্তি যে পেশার সাথে সম্পৃক্ত তাকে সে পেশায় দায়িত্ব দেওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া। যেমন:- পরিবহন পেশার সাথে সম্পৃক্ত জনশক্তিকে পরিবহন পেশায় দায়িত্ব দেওয়া, গার্মেন্টস পেশায় কর্মরত জনশক্তিকে গার্মেন্টস পেশায় দায়িত্ব দেওয়া, নির্মাণ পেশায় কর্মরত জনশক্তিকে নির্মাণ পেশায় দায়িত্ব দেওয়া।
৩. একজন জনশক্তিকে একাধিক পেশায় দায়িত্ব না দিয়ে এক পেশায় দায়িত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এতে তত্ত্বাবধান করা ও জবাবদিহিতা নেওয়া সহজ হয়।

- **পেশাাভিত্তিক সংগঠন সম্প্রসারণ ও মজবুতি অর্জনে করণীয়:**

১. 'যত পেশা তত কমিটি' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে উপজেলা/থানাসহ পর্যায়ক্রমে তৃণমূল পর্যন্ত পেশাভিত্তিক কমিটি/দাওয়াতী ইউনিট গঠনের প্রচেষ্টা চালানো। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পেশা সমূহকে অগ্রাধিকার দিয়ে শক্তিশালী কমিটি গঠন করা।
২. যে সকল পেশায় কমিটি গঠন/দাওয়াতী ইউনিট গঠন করা হয়েছে সে সকল পেশায় সংগঠন মজবুতির লক্ষ্যে ইউনিট গঠনের চেষ্টা করা। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনশক্তি বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেওয়া।
৩. যে সকল পেশায় কমিটি গঠন করা হবে সে সকল পেশার নেতৃবৃন্দকে কাজ বুঝিয়ে দেওয়া এবং কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।
৪. মাসিক ও বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে কার্যক্রম পরিচালনা করা।
৫. নিয়মিত দায়িত্বশীল সভা করা।
৬. পেশাভিত্তিক আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ পালন করা।
৭. নেতৃবৃন্দকে সংশ্লিষ্ট পেশার শ্রমিকদের মাঝে পরিচিত হওয়া।

- **ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে করণীয়:**

পেশাভিত্তিক কাজের অন্যতম লক্ষ্য যেহেতু সংশ্লিষ্ট পেশায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা সেহেতু ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে নেতৃবৃন্দকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে–
১.'যত পেশা তত ইউনিয়ন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে দায়িত্বপ্রাপ্ত পেশায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের পদক্ষেপ নেওয়া।
২. সংশ্লিষ্ট পেশার প্রভাবশালী, দক্ষ ও নেতৃত্বের গুনাবলী সম্পন্ন শ্রমিকদের মাঝে টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ করা।
৩. শ্রমিকদেরকে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও পরিচালনা বিষয়ক প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রদান করা।
৪. ইউনিয়ন পরিচালনায় যোগ্যতা সম্পন্ন শ্রমিক জনশক্তিকে বাছাই করে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।
৫. নেতৃত্বের উপযোগী জনশক্তিকে বিশেষ টার্গেট নিয়ে মানোন্নয়ন করা এবং তাদেরকে ইসলামী শ্রমনীতি, শ্রম আইন, শ্রমিক ময়দান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা প্রদান করা ।
৬. ইউনিয়ন গঠনের লক্ষ্যে উপজেলা/থানা পর্যায়ে পেশাভিত্তিক ৫/৬ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি (প্রস্তাবিত) গঠন করা। এক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের কাজে আগ্রহী জনশক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া।
৭. প্রস্তাবিত কমিটি সংশ্লিষ্ট পেশার শ্রমিকদেরকে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করার উদ্যোগ নিবে। এ প্রক্রিয়ার শ্রমিকদের সাথে পূর্ব থেকেই ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সম্পর্ক গড়ে উঠবে । ফলে পরবর্তী সময়ে ইউনিয়নে নেতৃত্ব দেওয়া তাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।
৮. যে সকল পেশায় কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত গতিশীল হবে কিংবা শ্রমিকদের মাঝে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে আগ্রহ সৃষ্টি হবে সে সকল পেশায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের লক্ষ্যে শ্রমিকদের নিয়ে সাধারণ সভা করা। সাধারণ সভায় ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবেন।
৯. সাধারণ সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সংশ্লিষ্ট পেশায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডি-ফরম পূরণ করার উদ্যোগ নিবেন। ডি-ফরম পূরণকৃত শ্রমিকদের ভোটার আইডি কার্ড সংগ্রহ করার মাধ্যমে ইউনিয়ন গঠনের মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক কাজ সম্পাদন করতে হবে।
৬. প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডি-ফরম পূরণ ও ভোটার আইডি কার্ড সংগ্রহ করা সম্ভব হলে শ্রম আইনের নির্দেশনা মোতাবেক ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম শুরু করা।

- **শ্রমিকদের যৌক্তিক ও ন্যায়সংগত অধিকার আদায়ে করণীয়:**

ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পেশার শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার ভূমিকা পালন। এমতাবস্থায় ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর নেতৃবৃন্দকে নিম্নোক্ত ভূমিকা পালন করতে হবে–
১.সংশ্লিষ্ট পেশার শ্রমিকদের মৌলিক সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের লক্ষ্যে নিয়মতান্ত্রিক ও ধারাবাহিক আন্দোলন পরিচালনা করা।
২.শ্রমিক–কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ভূমিকা রাখা এবং আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখা।
৩.ইউনিয়নের ব্যানারে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন করা। শান্তিপূর্ণ মিছিল, সমাবেশ, যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট স্মারকলিপি পেশ ও মানবন্ধনের আয়োজন করা এবং আন্দোলনের সাথে সাধারণ শ্রমিকদের সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয় কর্মকৌশল গ্রহণ করা।
৪.শ্রমিকদের বিপদে–আপদে পাশে থাকা। নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে রক্ষায় ভূমিকা রাখা এবং আইনি সহযোগিতা প্রদানে কার্যকর ভূমিকা পালন করা।
৫.জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া।
৬.সংশ্লিষ্ট পেশার ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে সক্রিয়, গতিশীল, শ্রমিক বান্ধব ও প্রকাশ্য তৎপরতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া এবং শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া আদায়ে জোরালো ভূমিকা পালনে অভ্যস্ত করা
৭.পেশাভিত্তিক জনশক্তিকে বাছাই করে সংশ্লিষ্ট পেশার সমস্যা-সম্ভাবনা

ও ভবিষ্যত করণীয় সংক্রান্ত গাইড লাইন প্রদান করা।

৮.শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও অধিকার নিয়ে কমপক্ষে প্রতি ৩ মাস অন্তর বৈঠক করা।

- **পেশাভিত্তিক জাতীয় ইউনিয়ন/ক্রাফট ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের করনীয় :**

১. গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে ইউনিয়ন/ ফেডারেশনের কাউন্সিল সম্পন্ন করা ও রিটার্ন দাখিল করা।

২. সংশ্লিষ্ট পেশার বেসিক ইউনিয়ন সমূহের তত্ত্বাবধান করা এবং নির্ধারিত সময়ে দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ও রিটার্ন দাখিল সম্পন্ন করার তদারকি করা।

৩. ফেডারেশনের নির্দেশনা অনুযায়ী বার্ষিক ও মাসিক পরিকল্পনার আলোকে ইউনিয়নের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৪. শ্রম আইনের বিধান এবং ইউনিয়ন/ ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৫. ইউনিয়ন/ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটিকে সক্রিয় রাখা।

৬. ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় সারাদেশে জেলা/মহানগরী/ উপজেলা/থানা পর্যায়ে সক্রিয় কমিটি গঠন করা এবং তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়নের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।

৭. ডি-ফরম পূরণ করে নিয়মিত ইউনিয়ন/ ফেডারেশনের সদস্য বৃদ্ধি করা।

৮. সদস্য তালিকা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা।

৯. সদস্যদের মাঝে ইউনিয়ন/ ফেডারেশনের নামে আইডি কার্ড বিতরণ করা

১০. গঠনতান্ত্রিকভাবে নির্ধারিত সদস্য চাঁদা নিয়মিত আদায় নিশ্চিত করা। মনে রাখতে হবে সদস্যদেরকে ইউনিয়নভুক্ত রাখার অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে সদস্য চাঁদা সংগ্রহ করা।

১১. ইউনিয়ন সমূহে সফর করা।

১২. সদস্যদের নিয়ে ছোট ছোট সভা করা এবং গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলোতে ইউনিয়ন/ফেডারেশনের উদ্যোগে আলোচনা সভা, র‌্যালি, শিক্ষা সফর, সামষ্টিক ভোজ, খেলাধুলাসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচি পালন করা।

১৩. সংশ্লিষ্ট পেশার শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে ইউনিয়নের উদ্যোগে জাতীয় ও আঞ্চলিকভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা।

১৪. ইউনিয়ন সমূহের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণমূলক প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা।

১৫. ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের মানোন্নয়ন ও মানসংরক্ষণের তত্ত্বাবধান করা।

১৬. সংশ্লিষ্ট পেশার অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক রক্ষা করা,সম্মিলিত দাবি-দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করা।

১৭. ইউনিয়ন সমূহ থেকে নির্ধারিত প্রোফর্মার আলোকে মাসিক/দ্বি-মাসিক কাজের রিপোর্ট সংগ্রহ করা।

- **পেশাভিত্তিক কেন্দ্রীয় কমিটির করণীয় :**

১. সংশ্লিষ্ট পেশায় ক্রাফট ফেডারেশন না থাকলে গঠনের উদ্যোগ নেওয়া।

২. ফেডারেশনের মহানগরী ও জেলা নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় মহানগরী ও জেলা কমিটি গঠন করা।

৩. সংশ্লিষ্ট পেশার বেসিক ইউনিয়ন সমূহের তত্ত্বাবধান করা এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সাংগঠনিক তৎপরতা ঠিক রাখার প্রচেষ্টা চালানো।

৪. সংশ্লিষ্ট পেশায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে ভূমিকা রাখা।

৫.নিজ পেশায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও মজবুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৬. পেশা ভিত্তিক শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৭. যথাসময়ে ইউনিয়নসমূহের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল করে কমিটি গঠন ও প্রকাশ্যে ভূমিকা রাখার বিষয়ে মটিভেশন করা।

৮. ইউনিয়ন সমূহ থেকে নির্ধারিত প্রোফর্মার আলোকে মাসিক/দ্বি-মাসিক কাজের রিপোর্ট সংগ্রহ করা।

৯. ফেডারেশনের স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতা নিয়ে ইউনিয়ন সমূহে নিয়মিত সফর করা।

১০. শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে জাতীয় ভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেওয়া।

১১. প্রতি ২ মাস অন্তর কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক কমিটির বৈঠক করা।

১২. মাসিক ও বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে সেক্টরের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১৩. পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং আত্মকর্মসংস্থানমূলক সহায়তার মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে দাওয়াতী বলয়ে নিয়ে আসা।

- **পেশাভিত্তিক মহানগরী ও জেলা কমিটির করণীয় :**

১. ফেডারেশনের দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে সংশ্লিষ্ট পেশার কেন্দ্রীয় নির্দেশনা ও পরামর্শকে গুরুত্ব দেওয়া।

২. ফেডারেশনের মহানগরী ও জেলা নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় উপজেলা ও থানা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা।

৩. সংশ্লিষ্ট পেশায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে ভূমিকা রাখা।

৪. পেশা ভিত্তিক শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫. সংশ্লিষ্ট পেশার বেসিক ইউনিয়ন সমূহের তত্ত্বাবধান করা। ইউনিয়ন সমূহের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল করে কমিটি গঠন ও প্রকাশ্যে ভূমিকা রাখার বিষয়ে তদারকি করা।

৬. ইউনিয়ন সমূহ থেকে নির্ধারিত প্রোফর্মার আলোকে মাসিক/দ্বি-মাসিক কাজের রিপোর্ট সংগ্রহ করা।

৭. ইউনিয়ন সমূহে নিয়মিত সফর করা।

৮. শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের সাথে সমন্বয় করে স্থানীয় পর্যায়ে আন্দোলন গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেওয়া।

৯. নিয়মিত জেলা, উপজেলা ও থানা কমিটির বৈঠক করা।

১০. অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক রক্ষা করা, সম্মিলিত দাবী- দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা।

১১. ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সাংগঠনিক মানোন্নয়ন ও মানসংরক্ষনের তত্ত্বাবধান করা।

- **পেশাভিত্তিক উপজেলা ও থানা কমিটির করণীয় :**

১. শ্রমিকদেরকে ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব বুঝিয়ে সংশ্লিষ্ট পেশায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে ভূমিকা রাখা।

২.পেশা ভিত্তিক শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। শ্রমিকদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে বনভোজন, সামষ্টিক ভোজ ও বিনোদনমূলক আকর্ষণীয় প্রোগ্রামের আয়োজন করা।

৩.পেশাভিত্তিক দাওয়াতী ইউনিট ও ইউনিট গঠন করা।

৪.নির্ধারিত প্রোফর্মার আলোকে মাসিক/দ্বি-মাসিক কাজের রিপোর্ট তৈরি করে ফেডারেশনের সংশ্লিষ্ট জেলা ও মহানগরী শাখায় জমা দেওয়া।

৫.নিয়মিত উপজেলা ও থানা কমিটির বৈঠক করা।

৬. ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের তত্ত্বাবধান করা। সংশ্লিষ্ট পেশার প্রভাবশালী ও নেতৃত্বের গুনাবলী সম্পন্ন শ্রমিকদেরকে ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত করা। ইউনিয়নের নতুন সদস্য বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও সহযোগিতা করা।

লেখক: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

বন্যা : মানবিক হওয়ার বার্তা

মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান

নদীমাতৃক বাংলাদেশের মানুষ ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, টর্নেডো ও সাইক্লোনের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করেই জীবন তরী নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। গাঙ্গেয় উপদ্বীপের অতীত ইতিহাস খুব বেশি সুখকর না হলেও সাম্প্রতিক কয়েক বছরে সিডর এবং আইলার পর বড়ো আকারের কোনো দুর্যোগের কবলে এ দেশের মানুষকে পড়তে হয়নি। যদিও এখনো সিডরের দুঃসহ স্মৃতিগুলো দক্ষিণাঞ্চলের মানুষকে শিহরিত করে তোলে। আইলার ক্ষয়ক্ষতি এখনো বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলের মানুষ পুষিয়ে উঠতে পারেনি। বিগত কয়েক বছরে বন্যার পানিতে সবকিছু ডুবে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেনি। এবারে সিলেট অঞ্চলে তৃতীয় ধাপে বন্যার পানি মারাত্মক আকার ধারণ করে। সিলেটের সাথে যুক্ত হয়েছে কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, জামালপুর, নেত্রকোণাসহ আরও বেশ কয়েকটি জেলা। সিলেট অঞ্চলের বন্যা জনজীবনকে থামিয়ে দিয়েছে। চিরচেনা রাস্তাঘাট, বসবাসের প্রিয় জায়গাগুলো পানিতে ডুবে গেছে। স্রোতের পানি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বহু ঘর বাড়ি। প্রতিদিনের ব্যবহারের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো চোখের সামনেই পানিতে ভেসে গেছে। অতি শখের জিনিসগুলো বানের পানির সামনে বড়োই অপাঙতেয় মনে হয়েছে। জীবন এবং জমিনের পার্থক্যগুলো তাদের সামনে ধরা দিয়েছে নতুন অবয়বে। নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী আর তৈজসপত্রকে জীবনের চেয়ে বেশি প্রিয় ভাবার সুযোগ নেই, এ বার্তা তারা অনুধাবন করতে পেরেছে বন্যার্ত মানুষগুলো।

তীব্র পানির স্রোত হু হু করে বসতিতে প্রবেশ করার পর খুব কম মানুষই অতি সহজে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পেরেছে। বিপদাপন্ন মানুষগুলো বড়ো সড়ক ধরে যখন নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটছে তখন বড়ো সড়কগুলোতেও তীব্র পানির স্রোত শুরু হয়েছে। পানিতে ভেসে যাওয়া মানুষগুলোকে উদ্ধারে এগিয়ে এসেছে স্বেচ্ছাসেবীরা। সিলেটের ভয়াবহ বন্যা কারো কারো জীবনে প্রথম। তীব্র মানবিক সংকট শুরু হয়ে যায় হঠাৎ করে। নীড়হারা মানুষগুলোর আশ্রয় আর খাবারের সংকটে জীবনকে নতুন করে উপলব্ধি করে। এ সংকটে মানুষও বসে থাকেনি। মানুষ মানুষের জন্য-জীবন জীবনের জন্য এ অপ্ত বাক্য অপাঙতেয় হয়নি। সরকারি ত্রাণ সহায়তার অপ্রতুলতা আর তাদের উপলব্ধির দৈন্যতার মাঝে হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা নিয়ে একদল মানুষ ঝাপিয়ে পড়ে সামর্থ্যের সবটুকু নিয়ে।

ভারতের মেঘালয় থেকে আসা পাহাড়ি ঢল আর প্রবল বৃষ্টিতে সিলেট, সুনামগঞ্জে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হঠাৎ বড়ো বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। সিলেট বিভাগের অধিকাংশ স্থান ইতোমধ্যেই বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে। নদ-নদী ও হাওরের পানিতে ডুবে গেছে একতলা বাড়িগুলো। পানির উচ্চতা বাড়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সিলেট বিভাগের অধিকাংশ এলাকা বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মোবাইল টাওয়ারগুলো অনেকক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক সংযোগ রক্ষা করতে পারেনি। যাদের পরিবারের সদস্যরা অন্যান্য জেলায় কিংবা দেশের বাহিরে আছে তাদের অনেকেই পরিবারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেনি। এতে করে তাদের মানসিক অস্থিরতা আরও বেড়েছে।

শুকনো খাবার, সুপেয় পানি আর একটু আশ্রয়ের অভাবে সেখানকার

“নদী গবেষকরা বলছেন, এবারের এইরকম আকস্মিক বন্যার পেছনে ভারতের আসাম ও মেঘালয়ের অতিবৃষ্টি একটি বড়ো কারণ। বন্যা সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কর্মকর্তা আরিফুজ্জামান ভূঁইয়া জানিয়েছেন, ভারতের চেরাপুঞ্জিতে ১৬ জুন বৃহস্পতিবার ২৪ ঘণ্টায় ৯৭২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। যা গত ১২২ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। সেখানে অতিবৃষ্টির কারণে এবারের ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষ চরম বিপর্যয়ে পড়েছে। বিশেষ করে সিলেট এবং সুনামগঞ্জের আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে ভীড় করেছে হাজার হাজার মানুষ। আশ্রয়প্রার্থীর তুলনায় আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা কম হওয়ায় সেখানেও থাকতে হচ্ছে মানবেতরভাবে। সুনামগঞ্জের বাসিন্দারা বলছেন, বহু বছরের মধ্যে তারা এতো মারাত্মক বন্যার মুখোমুখি হননি। সিলেট জেলা প্রশাসন, পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং সাংবাদিকদের দেওয়া তথ্য মতে বন্যা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৫০ লাখের বেশি। সুনামগঞ্জের সঙ্গে গোটা দেশের বাকি অংশের সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। নেত্রকোণার অবস্থাও সুনামগঞ্জের মতো। এর পাশাপাশি রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারীসহ দেশের আরও অন্তত ১৭টি জেলা বন্যায় প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের বন্যার ইতিহাস এ দেশের মানুষের জীবনের ওঠা নামার সাথে জড়িত। বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেষে অবস্থিত নদীবেষ্টিত বাংলাদেশে সংঘটিত বন্যা নানান সময় নানাভাবে এখানে আঘাত হেনেছে। প্রতি শতাব্দীতে এখানে প্রায় অর্ধডজন প্রলয়ংকরী বন্যা হয়েছে। ১৯২৬ সালে বগুড়ায় ভয়াবহ বন্যায় জীবন ও সম্পদের বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়। ১৮৮৭ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বগুড়া, পাবনা ও রংপুরের বড় বন্যার কারণেই ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ বদলে যায়। আঠারো শতকের প্রথম দিকে গড়াই-মধুমতির বন্যায় কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর এবং খুলনা জেলার মারাত্মক বাঁক পরিবর্তন হয়। ১৯৪৭ সালের পর থেকে এ দেশে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৮, ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭৪, ১৯৭৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮ এবং ১৯৯৮ সালের প্রলয়ংকারী বন্যা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৮ সালের মহাপ্লাবনে দেশের ৬০ শতাংশ এলাকা তলিয়ে যায়। রাজধানী ঢাকা শহরও ১৫ থেকে ২০ দিন ওই বন্যার পানিতে তলিয়ে ছিল। আর ১৯৯৮ সালের বন্যাটিও সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী বন্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। (তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া)
দৈনিক প্রথম আলোর এক রিপোর্ট মতে “নদী গবেষকরা বলছেন, এবারের এইরকম আকস্মিক বন্যার পেছনে ভারতের আসাম ও মেঘালয়ের অতিবৃষ্টি একটি বড়ো কারণ। বন্যা সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কর্মকর্তা আরিফুজ্জামান ভূঁইয়া জানিয়েছেন, ভারতের চেরাপুঞ্জিতে ১৬ জুন বৃহস্পতিবার ২৪ ঘণ্টায় ৯৭২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। যা গত ১২২ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। সেখানে অতিবৃষ্টির কারণে এবারের ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউটের পরিচালক এ কে এম সাইফুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলছেন, গত তিনদিন চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টিপাত হয়েছে ২৪৮৭ মিলিমিটার এবং এখনো বৃষ্টি হচ্ছে। এরকম ধারাবাহিক বৃষ্টি হয়েছে ১৯৯৫ সালে একবার, তিনদিনে ২৭৯৮ মিলিমিটার আর ১৯৭৪ সালে ২৭৬০ মিলিমিটার। তার মতে, এরকম খুব কম দেখা গেছে।

তবে এটাই কি মূল কারণ ? নাকি এর পেছনে আরও কারণ আছে ? অতীতের বৃষ্টিপাতের প্রেক্ষাপট আর এখনকার নদীগুলোর অবস্থার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে বলে নদী গবেষকরা মনে করছেন। হঠাৎ বন্যার কারণ হিসেবে অনেকেই ভারতের মেঘালয়, চেরাপুঞ্জি এবং আসামে অতি বৃষ্টিপাতকে দায়ি করছে। কেউ কেউ মনে করছেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি বদলে যাওয়া। নদীগুলোর নাব্যতা ঠিক না থাকা। অতি বৃষ্টির পানি ধরে রাখার মতো বড়ো বড়ো জলাধার না থাকা বন্যার অন্যতম কারণ। এর বাইরে আরো কিছু কারণ গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে। হাওড় এলকায় যে সকল নতুন সড়ক তৈরি করা হয়েছে এ সড়কগুলো বন্যার অসংখ্য কারণের একটি। হাওড় এলাকায় পানি নামে উত্তর-দক্ষিণমুখী হয়ে। হাওড় এলাকার বেশকিছু রাস্তা তৈরি করা হয়েছে পূর্ব-পশ্চিমমুখী করে। এতে পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। অপরিকল্পিত সড়ক এবং ভৌত অবকাঠামোও বন্যার একটি

কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। হাওড় এলাকাসহ নদী অঞ্চলে যেমন টেকসই বেড়িবাধ দরকার তা নির্মাণ করা হয়নি।

বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার কাছাকাছি জায়গায় বৃষ্টি হলে স্বাভাবিকভাবে তার পানি ভাটির দিকে প্রবাহিত হবে। পানি প্রবাহের এ ধারাবাহিকতা ঠিক থাকলে হঠাৎ এ বন্যার সৃষ্টি হতো না। বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীর উৎসমূল ভারতে অবস্থিত। ভারত প্রায় সবগুলো নদীর উৎসমুখে বাধ দিয়ে রেখেছে। সারা বছর এ বাধগুলোর গেট বন্ধ করে রাখা হয়। এর কারণে নদীর স্বাভাবিক স্রোতের গতিপথ পাল্টে গিয়ে বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীতে পলি জমে তার নাব্যতা হারিয়েছে। ফারাক্কা বাধ বাংলাদেশের বাংলাদেশের জন্য এক মরণ ফাঁদ। বহু আন্দোলন-সংগ্রাম আর আলোচনা বৈঠকের পরও ফারাক্কা ইস্যুর কোনো সমাধান আজ পর্যন্ত হয়নি। এর পর আবার নতুন করে তারা টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করে। টিপাইমুখ বাধের কারণে দীর্ঘস্থায়ী যে ক্ষতির মুখে বাংলাদেশ পড়বে তার অন্যতম হলো উত্তরবঙ্গ মরুভূমিতে পরিণত হবে। সকল নদীর নাব্যতা নষ্ট হবে। আমাদের যখন পানি দরকার তখন নদীগুলো শুকনো থাকবে এর বিপরীতে যখন পানি দরকার হবে না, তখন ভারত সবগুলো গেট খুলে দিয়ে আমাদেরকে প্লাবিত করবে। টিপাইমুখ বাধের কুফল আমরা ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছি।

বরাক নদী দিয়ে আসাম থেকে আসা পানি সিলেটের সুরমা ও কুশিয়ারায় প্রবেশ করে। আর হিমালয় থেকে সৃষ্টি হওয়া ব্রহ্মপুত্রের পানি কুড়িগ্রাম দিয়ে দেশের উত্তরাঞ্চলে বন্যার সৃষ্টি করে। সিলেট ও সুনামগঞ্জের বন্যার মূল কারণ বরাক নদীর পানির স্রোত। এই স্রোত সারা বছর থাকে না। বরাক নদীতেই ভারত বাধ নির্মাণ করেছে। যাকে আমরা টিপাইমুখ বাধ হিসেবে জানি। একইভাবে আসামের উঁচু পাহাড় থেকে ঢল আকারে নেমে আসা পানি সিলেটের নদীগুলো দিয়ে আসে। বরাক নদীর বাধের কারণে সুরমা কুশিয়ারা নাব্যতা হারিয়েছে। হিমালয়ের নেমে আসা পানির স্রোত যখন তীব্র হয় তখন ওই পানি দ্রুত মেঘনা নদী হয়ে সাগরে চলে যায়। সিলেট অঞ্চলটি দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে উঁচু হওয়ায় ঐ অঞ্চলের মানুষের বন্যার অভিজ্ঞতা কম। যার কারণে সিলেটের অধিকাংশ মানুষ বলেছে তারা তাদের জীবনে এমন ভয়াবহ বন্যা দেখেনি।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নদীর নাব্যতা ঠিক রাখা, অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনের ইস্যুগুলো দ্বিপাক্ষিক অথবা আন্তর্জাতিক টেবিলে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা। হাওর অঞ্চলের সমস্যা সমাধান করা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ নির্মাণ করার পাশাপাশি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অবন্ধুসুলভ আচরণগুলো পরিহারের জন্য তাদের প্রতি চাপ সৃষ্টি করা।

এবারের আকস্মিক বন্যায় বন্যা দুর্গত মানুষের জীবন কতটা কঠিন হয়েছে তা প্রায় প্রতিনিয়ত গণমাধ্যম এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষ জানতে পেরেছে। আশ্রয় নেই, খাবার নেই, দোকান, বাজার ও রেস্তোরা সব বন্ধ। এমন কঠিন দিনে সরকারের যেভাবে এগিয়ে আসা দরকার ছিল সেভাবে সরকার কার্যকর ভূমিকা রেখেছে বলে কোনো তথ্য আমরা জানতে পারিনি। সরকার যতটুকু সাহায্য ঘোষণা করেছে তাতে বরং মানুষের কষ্ট এবং ভোগান্তি কয়েকগুণ বেড়েছে। এবারে দেশের বেশ কয়েকটি ইসলামী দল, সংস্থা এবং কয়েকজন ইসলামী ব্যক্তিত্বের ভূমিকা জনগণকে নতুনভাবে চিন্তার খোরাক দিয়েছে। যার কারণে অনেক সাধারণ মানুষও সামর্থ্যের যতটুকু আছে তাই নিয়ে মানবতার সেবায় ঝাপিয়ে পড়েছে। গণমাধ্যম অনেক সংবাদ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। ক্ষমতাশীন দলের ছাত্র সংগঠনের সামান্য কিছু ত্রাণ বিতরণ যেভাবে গণমাধ্যমে হাইলাইট হয়েছে সে তুলনায় আলেম এবং ইসলামী ব্যক্তিত্বদের বিশাল অবদান তুলে ধরা হয়নি। যদিও তাঁরা লোক দেখানো কাজ করেননি। একজন অতি বৃদ্ধ ইসলামী নেতা বৃষ্টিতে ভিজে দিনের পর দিন নিজে ত্রাণ তৎপরতায় শামিল থেকেছেন সিলেট, সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রামসহ বেশ কয়েকটি জেলায় যার সচিত্র প্রতিবেদন আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখেছি। একজন তরুণ আলেম তার নিজের বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে যে পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন তা সম্ভবত সরকারি সাহায্যের বেশি বৈ কম নয়। এগুলো দেখে আমরা নতুন করে আশাবাদী হই। অনেক তরুণকেও দেখেছি ব্যক্তিগত উদ্যোগে লাখ লাখ টাকা সংগ্রহ করে ত্রাণ তৎপরতা চালিয়েছে। আশার দিকগুলোর পাশাপাশি হতাশার দিকগুলোও সামনে চলে এসেছে। বিপদের দিনে মানুষের যেভাবে মানবিক হওয়া দরকার ছিল তা অনেকেই হয়নি। নৌকা পারাপারে ৫০ টাকার ভাড়া কেউ ৫০০ টাকা পর্যন্ত দাবি করেছে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। খালি বাসা বাড়িতে চুরি ডাকাতির সংবাদও এসেছে।

বড়ো বড়ো দুর্যোগ আর বিপদগুলো আসে আমাদেরকে সতর্ক করার জন্য। কাঙ্ক্ষিত মানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের আহ্বান জানায় এ দুর্যোগগুলো। আমাদের কর্মতৎপরতা সংশোধন করতে বলে। রাজনৈতিক আর সামাজিক ভুলগুলো শোধরানোর সতর্ক বার্তা পেশ করে। আর্থিক দুর্নীতি আর দূরাচারগুলো হতে দূরে থাকার আহ্বান জানায়। সিলেটের বন্যায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতাগুলো চিহ্নিত করে তার আলোকে আমাদের কর্মপন্থাগুলো নির্ধারণ করা উচিত। প্রতিটি দুর্যোগে কারণ চিহ্নিত হয়, কিছু দিন হৈ চৈ হয় এরপর আবার আগের মতো সব চলতে থাকে। এ নীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সিলেটের বন্যা আমাদেরকে মানবিক হওয়ার সতর্কবার্তা পেশ করেছে। এ কাজে আলেম এবং কয়েকটি ইসলামী দল সর্বাগ্রে ভূমিকা পালন করেছে। দেশের প্রতিটি নাগরিক এ থেকে শিক্ষা নিয়ে মানবিক হোক এটাই প্রত্যাশা।

লেখক: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ।

কুলুষমুক্ত সমাজ কুরবানির আসল উদ্দেশ্য

ফখরুল ইসলাম খান

পৃথিবীর বিজ্ঞান ভূ-খন্ডের বিভিন্ন পরিবেশে ইসলামী উম্মাহর অধিবাস হওয়ার ফলে স্বভাবতই তাদেরকে অনুকূল-প্রতিকূল বিভিন্ন সমস্যা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। কখনো তাদের জীবনে আসে গতি, সজীবতা ও প্রাণচাঞ্চল্য। কখনো আবার নেমে আসে সীমাহীন নির্জীবতা,অবসাদ ও হীনম্মন্যতা। কখনো শিকার হয় সংঘাত সংঘর্ষের এবং নিপীড়ন-নির্যাতনের। কখনো বা মোকাবিলা করে তাহজীব-তমাদ্দুন ও সভ্যতা-সংস্কৃতির মতো গুরুতর সমস্যার কিংবা বৈষয়িক ও রাজনৈতিক প্ররোচনা প্রলোভনের। জীবন কখনও হয় সম্পদ প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ; আবার কখনো চরম দৈন্য ও দারিদ্র-পীড়িত। কখনো তাদের উপর চেপে বসে কোন স্বৈরাচারী ও জালিম শাসক। কখনো বা তাদের ভাগ্য নিয়ে পৈশাচিক খেলায় মেতে ওঠে রাজনীতির পাকা খেলোয়ার দল। এমনি ধরনের আরও অসংখ্য সমস্যা জটিলতাও প্রতিকূলতা আছে তাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে।

এ সকল সমস্যা, জটিলতা ও প্রতিকূলতার সকল মোকাবিলার জন্যই প্রয়োজন শক্ত ঈমানের। উহার প্রতিটি সদস্য ও শ্রেণিকে ত্যাগ ও কুরবানি এবং আনুগত্য ও সম্পর্কের চেতনায় উদ্ধুদ্ধ করা। মানুষ বুদ্ধি সর্বস্ব কোন জীব নয়, নয় প্রাণহীন কোন যন্ত্র। বরং বুদ্ধি, হৃদয়ের বিশ্বাস ও অনুভূতি এবং আনুগত্য ও প্রেমের সমন্বয়েই মানুষের পূর্ণতা। উপরিউক্ত সমস্ত গুনাবলী পূর্ণতা লাভ করেছেন হযরত ইব্রাহিম (আ.) একজন পূর্ণ মানব বা ইনসানে কামেল। হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর গোটা জীবনই হচ্ছে ইশক ও মহব্বত এবং প্রেম ও সম্পর্কের এক অত্যুজ্জল আদর্শ। হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর তাওহীদবাদী জীবন স্বর্ণোজ্জল এক নতুন অধ্যায় যেখানে এসে মানবসভ্যতা ও ইতিহাস এক নতুন বাঁকে মোড় নিয়েছে। হযরত ইব্রাহিম (আ.) কে আল্লাহ তায়া'লা এক শ্বাশ্বত বিধান, চিরন্তন নেতৃত্বে ও ইমামতের সম্মান দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগের কথা। আল্লাহর প্রিয় নবী ইব্রাহিম (আ.) স্বপ্ন দেখেন কুরবানি করতে। তিনি পশু কুরবানি করলেন একটির পর একটি। কিন্তু সে কুরবানি আল্লাহর নিকট গৃহীত হলো না, হযরত ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহর নিকট থেকে নির্দেশ পেলেন এমন বস্তু কুরবানি করতে যা তিনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। কি সেই জিনিস ? হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু তো তাঁর স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)। তবুও কি তাঁর প্রতিপালক ইব্রাহিম ও হাজেরার পরম আদরের দুলাল ইসমাঈলের কুরবানিই চান ? আল্লাহর নির্দেশ ছিল অতি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। সন্দেহের ও কোন অবকাশ ছিল না তাতে। হযরত ইব্রাহিম (আ.) বিচলিত না হয়ে আল্লাহর নিদের্শের কথা শিশু পুত্র ইসমাঈলকে জানালেন। পুত্র ইসমাঈল উত্তরে বললেন-হে আমার সম্মানিত পিতা! আপনি যা স্বপ্নে দেখেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা পালন করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে অবশ্যই পাবেন। হযরত ইব্রাহিম (আ.) স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, তেমনি পুত্র ইসমাঈল (আ.) নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য সংকল্প ব্যক্ত করলেন। একেই বলে বাপ কা বেঠা। মা হাজেরাও স্বেচ্ছায় আদরের সন্তানকে সাজিয়ে দিলেন। পিতা-মাতা, পুত্রের আল্লাহর পথের কুরবানির এ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই প্রথম। অবশ্য হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর কুরবানির জন্য তাঁর বংশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা সম্পন্ন বংশে পরিণত হয়েছিলেন। যে বংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নবি।

বালক ইসমাঈলকে হযরত ইব্রাহিম (আ.) নিয়ে গেলেন মিনায় যেখানে বর্তমানে হাজীদের জন্য নির্দিষ্ট করা কুরবানির স্থান। প্রাণপ্রিয় পুত্রকে কুরবানি করতে মনোবল ভেঙে যেতে পারে এমন আশংকায় ইব্রাহিম (আ.) তাঁর চক্ষুদ্বয় আবৃত্ত করলেন। যখন পুত্রকে কুরবানি করতে উদ্যত হলেন সাথে সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলা'মীন প্রিয় নবিদ্বয়ের আনুগত্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের কুরবানি কবুল করলেন। আনুগত্য ও কর্তব্য পরায়নতার পুরস্কার স্বরূপ একটি মোটা তাজা পশু (দুম্বা) পাঠিয়ে পুত্রের পরিবর্তে জবাই করার হুকুম প্রদান করলেন। সেই ঘটনাকে সমগ্র ইমানদার লোকদের স্মরণ রাখার উদ্দেশ্যে সামর্থ্যবান ও মুসলমানদের উপর আল্লাহ কুরবানিকে ওয়াজিব করে দেন। সেই থেকে সারা বিশ্বে ঈদুল আযহা বা কুরবানির ঈদ উদযাপিত হয়ে আসছে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে ঈদুল আজহা এক ঐতিহ্যময় স্থান দখল করে আছে। ত্যাগ ও কুরবানির মাঝে যে এত আনন্দ, এত খুশী তা ঈদুল আযহায় আমরা দেখতে পাই। অন্য কোন উৎসব বা আনন্দ অনুষ্ঠানে উৎসর্গের ভাব-গাম্ভীর্যের এতটা খুশির

ঝলক দেখা যায় না। এজন্য ঈদুল আজহাকে উৎসর্গের আনন্দ উৎসব বলা হয়।

ঈদকে সত্যিকার অর্থেই আমরা একটা উৎসব বলতে পারি। দু'টি ঈদই মুসলমানদের বিশেষ উৎসব, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মদিনা আসার পরপরই আমাদের মহানবি (সা.) ঈদকে কেন প্রতিষ্ঠা করলেন সেটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং আমাদের ছোট ও বড়ো সকলেরই ভেবে দেখার বিষয়। মানুষের জীবনে আনন্দের একটা প্রয়োজন আছে; একটা দিক আছে। হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস থেকে জানা যায় যে, রসুলুল্লাহ (সা.) হিজরত করে মদিনায় এসে দেখতে পান যে মদীনাবাসীরা (যাদের অনেকেই হিজরতের আগে ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়েছিল) দু'টি জাতীয় উৎসব পালন করে থাকে। পারসিক প্রভাবে শরতের পূর্ণিমায় 'নওরোজ' এবং বসন্তের পূর্ণিমায় 'মিহিরজান' নামে জাতীয় উৎসব দু'টি তারা বিভিন্ন ধরনের আনন্দ আহলাদ, খেলাধুলা ও কুরুচিপূর্ণ রঙ-তামাশার মাধ্যমে উদযাপন করতো। এ দু'টি উৎসবের মূল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য কী তা জানতে চাইলে তারা রসুল (সা.) কে জানায় ইসলামের আগে জাহেলিয়াতের যুগে তারা এ উৎসব দু'টি এই ধরনের হাসি-মশকরা ও আনন্দ-উল্লাসের মাধ্যমেই উদযাপন করতো বিধায় একই প্রথা তাদের মধ্যে তখনো চালু রয়েছে। উল্লেখিত উৎসব দু'টির রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণরূপে ইসলাম পরিপন্থী। শ্রেনি-বৈষম্য, ধনি ও দরিদ্রের মধ্যে কৃত্রিম পার্থক্য, ঐশ্বর্য, অহমিকা ও অশালীনতার পূর্ণ প্রকাশে অযাচিতরূপে দীপ্ত ছিল এ দু'টি উৎসব। ঐ সব উৎসবের সব দিনগুলো সেই রকমভাবে ঐতিহাসিকও নয়। তাৎপর্যময়ও নয়। অতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। অনুষ্ঠান গুলোও নৈতিক মানদণ্ডে ততটা উত্তীর্ণ নয়। আবার শালীনও নয়। শ্রেণি বৈষম্য, অহমিকা ও অশালীন কর্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ এই উৎসব উদযাপন প্রক্রিয়ায় শিউরে উঠলেন নবি (সা.)। ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না এরূপ আপত্তিকর, অসামাজিক কর্মকলাপ। ইসলামের দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনি-দরিদ্র, সাদা-কালোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য রয়েছে শুধু বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে, সৎ ও অসত্যের মধ্যে। তা ছাড়া আল্লাহ তায়া'লা মনোনীত একমাত্র দ্বীন, মহান ইসলাম ধর্মে অনুসারীদের অশ্লীল, রুচিহীন কোনো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার কোনো অধিকারও নেই। ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন রসুল (সা.) এরশাদ করলেন, আল্লাহ তায়া'লা তোমাদের জন্য এ দু'টি দিবস অপেক্ষা শ্রেয়তর ও মহিমাময় দু'টি দিবস নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর সে পূণ্যময় দিবস দু'টি হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। অতএব আগের উৎসব দুটি বন্ধ করে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পালন কর। চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল আরববাসী তথা মুসলমানদের 'নওরোজ' ও 'মিহিরজান' উৎসব উদযাপন। ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত আরববাসী শুরু করলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা উৎসব উদযাপন। শ্রেণি বৈষম্য বিবর্জিত, পঙ্কিলতা ও অশালীনতামুক্ত সুনির্মল আনন্দ উপভোগ শুরু হলো ঈদুল ফিতরের পূণ্যময় দিবসে। জন্ম নিল একটি সুস্নিগ্ধ, প্রীতিঘন মিলন উৎসব। সেইসব দিক থেকেই তিনি ঐ গুলির পরিবর্তে এই দুই ঈদ চালু করলেন। এতে এটা প্রমাণ করে যে, ইসলাম উৎসবের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে। যার ফলেই এই ঈদ উৎসব হয়েছে। একজন মুসলমানের জীবনে প্রতি বছর শুধু দুটি ধর্ম উৎসবই আসে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা।

বর্তমানে আমাদের সমাজে কুরবানির আধ্যাত্মিক দিকটা অনেকাংশে কমে গেছে। এটা যেন একটা প্রথাগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কে কত বড়ো পশু কুরবানি দিচ্ছেন, কত টাকা মূল্য দিয়ে কিনেছেন সেটি, ইত্যাদি গুঞ্জন সমাজের ঘরে ঘরে, হাটে-বাজারে, অফিস-আদালতে সর্বত্রই শোনা যায়।

কিন্তু এই কুরবানির আসল উদ্দেশ্য কি একথা আমরা বেমালুম ভুলে যাই। শুধু বড়ো বড়ো পশু জবাই করলেই কুরবানির হক আদায় হলো এমনটা ভাবার কোন অবকাশ নেই। যেহেতু কুরবানির উদ্দেশ্য মূলত বড়ো বড়ো পশু জবাই করা নয়। কুরবানির আসল উদ্দেশ্য আত্মার অন্তরালে বিরাজমান লোভের পশুকে জবাই করা। মনের কুমন্ত্রণা হিংসা-বিদ্বেষ, অহমিকা ইত্যাদি পশুত্বকে বধ করে মনোজগতকে পবিত্র করা এবং নিজেকে মুত্তাকী বা খোদাভীরু হিসেবে গড়ে তোলাই কুরবানির আসল উদ্দেশ্য। মানব ইতিহাসের সূচনা লগ্নে থেকেই সত্য পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য অবিরাম চেষ্টা করে আসছে ইবলিস শয়তান। মানুষের ভিতরে সু ও কু দুটি প্রবৃত্তি বর্তমান। ইবলিস সর্বদা চেষ্টা করে চলছে কু প্রবৃত্তি উসকে দিয়ে মানুষকে সত্য পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে নবি-রসুল পথ পরিহার করে চলতে। ফলে মানুষকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয় ইবলিস শয়তানের চ্যালেঞ্জ এর সাথে। শয়তানের এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় জয়ী হতে হলে মানুষকে ত্যাগ ও কুরবানির চরম পরাকাষ্টা প্রদর্শন করতে হবে। ঈদুল আজহা উদযাপনের মধ্য দিয়েই আমরা এই আত্মত্যাগ তথা কুরবানির শিক্ষা লাভ করি।

ইসলামী কৃষ্টি কালচার এবং আমাদের সংস্কৃতি সভ্যতাকে ঐতিহ্যময় ও অর্থবহ করে ঈদ। ঈদ সমাজের সার্বিক মানবতাবোধের উন্নতি ও জনকল্যানকে নিশ্চিত করে। আত্মোৎসর্গের আনন্দঘন আবহে ঈদ আমাদের সমাজকে সৌন্দর্য্যময় করে তোলে। ঈদুল আজহার এই খুশির দিনে আমরা ইসলামী সংস্কৃতির যুগান্তকারী সৌন্দর্যকে অবলোকন করি। একে অপরের প্রতি সহমর্মী হয়ে উঠি। আমাদের সাংস্কৃতিক সৌন্দর্যবোধকে আরও সার্থক হিসেবে দেখতে পাই। ত্যাগ ও কুরবানির এই অনুষ্ঠানকে সার্থক ও তাৎপর্যময় করে তোলার জন্য সমান ভাবে সকল মুসলমানকে প্রত্যয়ী হওয়া প্রয়োজন। বর্ষ পরিক্রমায় ঈদুল আজহা বার বার ঘুরে আসে ত্যাগের মহান বার্তা নিয়ে হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর অনুসৃত পন্থায় বিশ্বের কোটি কোটি ঈমানদার মুসলমান মহান আল্লাহর পথে সাধ্যানুযায়ী কুরবানির নজরানা পেশ করেন। নিয়্যাত যদি বিশুদ্ধ হয় তাহলে কুরবানি কবুল হবেই। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

পবিত্র ঈদের সুন্দর ও সুখকর আনন্দের আবহে আমাদের সমাজ থেকে দূরীভূত হোক হিংসা-বিদ্বেষ এবং সকল প্রকার কলুষতা মুক্ত হোক সমাজের প্রতিটি মানুষ। মহান আল্লাহ পাক আমাদেরকে হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর আত্মত্যাগের ও কুরবানির মহান দৃষ্টান্ত অনুসরণ ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পথ চলার তাওফিক দিন।

লেখক: সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, সিলেট জেলা দক্ষিণ।

ইসলাম ও কর্মনীতি

আলী আহমাদ মাবরুর

কর্মনীতি হলো একগুচ্ছ চিন্তাধারা ও আর দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়। একজন মানুষ কেন কাজ করতে চায় কিংবা তার জীবনে কাজ করার প্রয়োজনীয়তাই বা কী তাও কাজের নীতিমালার সাথে সম্পৃক্ত। কিংবা কাজটি করে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারছেন কিনা এবং যে কাজে তিনি নিয়োগ পেয়েছেন সেই বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন; কতটা সক্রিয়ভাবে ও সম্পৃক্ত হয়ে তিনি কাজটি করছেন; আর্থিক এবং অন্যান্য সুবিধাদি পাওয়ার বিষয়ে তার আগ্রহ কেমন; ক্যারিয়ারকে তিনি কীভাবে এগিয়ে নিতে চান, এই সবকিছু মিলিয়েই কর্মনীতি প্রনীত হয়।

কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবাদের জীবনাচরণ থেকেই ইসলামের শ্রমনীতি বা কর্মনীতি সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়। আল কুরআনে কর্মনীতি প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন, “একজন মানুষ যা করে সেই আলোকেই প্রতিদান পায়। (সুরা আন নাজম: ৩৯)। আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলেন, “তিনি পৃথিবীতে উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং তাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন যারা রিজিকের সন্ধান করে এবং সেই অনুযায়ী পরিশ্রম করে।” (সুরা হামিম আস সাজদাহ: ১০)

আল্লাহ পাক আরও বলেন, “তোমরা আমল করে যাও, পরবর্তীতে আল্লাহ তোমাদের কাজ দেখবেন।” (সুরা তাওবাহ: ১০৫) মানুষের রিজিকের অনুসন্ধান এবং এই জন্য পরিশ্রম এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহ পাক কুরআনের একই আয়াতে জিহাদকারী ও রিজিকের তালাশকারী ব্যক্তির প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন। তিনি বলেন, “তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত হবে।” (সুরা মুযামমিল: ২০)

রসুল (সা.) জোর দিয়ে বলেছেন, “উদ্বিগ্নতা ও মানসিক চাপ সহ্য করেও কেউ যদি কঠোর পরিশ্রম করে এবং পরিবারকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে উপার্জন করে তাহলে তার পাপের কাফফারা আদায় হয়ে যায়।” (মাজমাউজ জাওয়াইদ: ৬২৩৯) মিকদাম বিন মা’দীকারিব (রা.) থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মানুষের নিজ হাতে উপার্জিত আয়-রোজগারের চেয়ে উত্তম আয়-রোজগার আর কিছুই নাই। কোনো ব্যক্তি তার নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, সন্তানের জন্য এবং তার কর্মচারীর জন্য যা ব্যয় করে তা দান-খয়রাত হিসেবে গন্য হয়। (ইবনে মাজাহ: ২১৩৮) আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবিজি (সা.) কে বলা হলো, সর্বোত্তম আমল কি ? তিনি বলেন, ‘আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর পথে জিহাদ।’ বলা হলো, আজাদ করার জন্য সর্বোত্তম গোলাম কে ? তিনি বলেন, যার মূল্য সর্বাধিক এবং যে নিজ মনিব পরিবারের কাছে অধিক প্রিয়। প্রশ্নকারী বললো, আপনার কি মত, আমি যদি এই কাজটি করতে না পারি ? তিনি বলেন, তাহলে কোনো কারিগরের কাজে সাহায্য করো অথবা অনভিজ্ঞ লোকের কাজ করে দাও। সে বললো, ‘যদি আমি তাও করতে না পারি ? নবিজি (সা.) বলেন, “তোমার অনিষ্ট থেকে লোকজনকে নিরাপদ থাকতে দাও। কেননা তুমি নিজের জন্য যা করতে পারো তাও এক ধরনের সাদাকা।” (আদাবুল মুফরাদ: ২২৫)

হযরত উমর (রা.) বলেছেন, “আল্লাহ খাবার দিবেন এই ভরসায় কোনো মুসলিমেরই নিজস্ব খাবার ও উপার্জনের জন্য পরিশ্রম না করে

অলস বসে থাকা উচিত নয়।" তিনি আরও বলেন, "আল্লাহর নেয়ামত লাভের উদ্দেশ্যে নিজের রিজিকের অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকতে গিয়ে কেউ যদি ইন্তেকাল করেন তাহলে তা জিহাদের ময়দানে শহীদ হওয়ার চেয়েও উত্তম।"{ আল শায়বানিঃ আল আশকার ও উইলসন (২০০৬-১০৭) থেকে উদ্ধৃত } মুমিনের জন্য অন্য সব ফরজ ইবাদত পালন করার মতোই হালাল উপার্জনের সন্ধান করাও একইভাবে জরুরি। (ফায়দুল কাদিরঃ ৫২৭১)। রসুল (সা.) আরও বলেছেন, হালাল রিজিক উপার্জন করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ওয়াজিব। (মাজমাউজ জাওয়াইদঃ ১০ম খন্ড)

যদিও রিজিক উপার্জন করা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়, তারপরও এই কাজটি করা সকলের জন্যই জরুরি। তাছাড়া হালাল উপার্জন করা একটি ইবাদত হিসেবেও স্বীকৃত। ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। সারাদিন প্রয়োজনীয় ও পেশাগত সব কাজ বাদ দিয়েও কেবল ইবাদত করারও যৌক্তিকতা নেই। রসুল (সা.) একবার মসজিদে নববিতে এক ব্যক্তিকে সারাদিন ইবাদত করতে দেখলেন। নবিজি (সা.) জানতে চাইলেন, এই ব্যক্তির জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ কে দিচ্ছে ? তখন লোকজন জানালো, তারা কয়েকজন মিলে এই আবেদকে (ইবাদতকারী) সাহায্য করছেন। নবিজি (সা.) তখন বললেন, যারা পরিশ্রম করে আর্থিক উপার্জন করছেন এবং সংশ্লিষ্ট আবেদকে সহায়তা করছেন তারা ঐ আমলকারী ব্যক্তির চেয়েও উত্তম। (মুসনাদে আহমাদ) রিজিক সংস্থানের কাজটি জিহাদ হিসেবেও পরিগণিত হয়। নবিজি (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি তার সন্তান, পরিবারের সদস্যবৃন্দ, বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করে সে আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমমর্যাদা লাভ করবে। (তাবারানি, মুজাম উল কাবিরঃ ২৮২, বায়হাকিঃ ৪৮৫৩)

পরনির্ভরশীলতাকে ইসলামী সাহিত্য ও বয়ানে খুবই নেতিবাচকভাবে বিবেচনা করা হয়। ইসলাম মানুষকে অকাতরে দান-সাদাকা করার আহ্বান জানায়। আবার একইসঙ্গে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করার জন্যও উৎসাহিত করে। রসুল (সা.) বলেছেন, "এটি একজন ব্যক্তির জন্য উত্তম যে সে আল্লাহ প্রদত্ত সম্মানটুকু লালন করবে এবং মানুষের কাছ থেকে ভিক্ষা নেওয়ার চেয়ে বরং পিঠে এক বান্ডিল কাঠ দড়ি নিয়ে বেঁধে বিক্রি করতে বাজারে যেতে স্বস্তি বোধ করবে। (রিয়াদুস সালিহিনঃ ৫৩৯) রসুল (সা.) আরও বলেছেন, "সচ্ছল ও সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য জাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়। (ইবনে মাজাহঃ ১৮৩৯)

যদি নিজ লোকালয়ে কোনো ব্যক্তি রিজিক সংস্থানের কাজ জোগাড় করতে না পারেন, তাহলে তার জন্য অন্যত্র গিয়েও কাজ সন্ধান করার সুযোগ আছে। রসুলের (সা.) হাদিস থেকেই এ বিষয়টি অনুমোদিত হয়েছে। অন্যদিকে আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা পাবে। যে কেউ আল্লাহ ও রাসুলের পথে হিজরত করার উদ্দেশ্যে নিজ গৃহ থেকে বের হয়, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।" (সুরা নিসাঃ ১০০)

পরনির্ভরশীলতাকে ইসলামী সাহিত্য ও বয়ানে খুবই নেতিবাচকভাবে বিবেচনা করা হয়। ইসলাম মানুষকে অকাতরে দান-সাদাকা করার আহ্বান জানায়। আবার একইসঙ্গে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করার জন্যও উৎসাহিত করে। রসুল (সা.) বলেছেন, "এটি একজন ব্যক্তির জন্য উত্তম যে সে আল্লাহ প্রদত্ত সম্মানটুকু লালন করবে এবং মানুষের কাছ থেকে ভিক্ষা নেওয়ার চেয়ে বরং পিঠে এক বান্ডিল কাঠ দড়ি নিয়ে বেঁধে বিক্রি করতে বাজারে যেতে স্বস্তি বোধ করবে। (রিয়াদুস সালিহিনঃ ৫৩৯) রসুল (সা.) আরও বলেছেন, "সচ্ছল ও সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য জাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়। (ইবনে মাজাহঃ ১৮৩৯)

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, ব্যক্তি যদি কিছু প্রতিকূলতা সাপেক্ষে নিজের কল্যাণের জন্য দেশ ছেড়ে অন্যত্র গমন করে তাহলে আল্লাহও এই যাত্রাটি অনুমোদন করবেন। ইসলামে কাজ করার ওপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কারণ কাজের মাধ্যমেই একজন মানুষ স্বয়ংসম্পন্ন ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে। যদি কারো বেতন কমও হয়, তারপরও পরিশ্রম করে এই স্বল্প উপার্জনকে ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে। রসুল (সা.) বলেছেন, "নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহর নবি দাউদও (আ.) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।" (বুখারিঃ ২০৭২) হযরত জাকারিয়াও (আ.) কাঠমিস্ত্রি হিসেবে আয় রোজগার করেছেন। (মুসলিমঃ ২৩৭৯) রসুল (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোনো নবি প্রেরণ করেননি, যিনি মেষ না চরিয়েছেন। তখন তার সাহাবিগণ বলেন, আপনিও ? তিনি বলেন, হ্যাঁ; আমি কয়েক কীরাতের (মুদ্রা) বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম।" (বুখারিঃ ২২৬২)

আবদা ইবনে হুযন (র.) থেকে বর্ণিত। উট পালের মালিক ও বকরীর পালের মালিকগণ পরস্পর গর্ব প্রকাশ করছিল। নবিজি (সা.) বলেন, মুসা মেষপাল চরানো অবস্থায় নবুয়াত লাভ করেন। দাউদ মেষপাল চরানো অবস্থায় নবুয়াত লাভ করেন। আমিও আজয়াদ নামক স্থানে আমার পরিবারের মেষপাল চরানো অবস্থায় নবুয়াত লাভ করি। (আদাবুল মুফরাদঃ ৫৭৭)

পরিশ্রম করার ওপর এত গুরুত্বারোপ করার পরও ইসলাম বরাবরই পরকালের বিষয়েই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। ঈমানদারদের চেতনা ও বিশ্বাস এমন হওয়া উচিত যে, তার সকল কার্যক্রমের প্রকৃত পুরস্কার দেওয়া হবে পরকালে। সাময়িক মেয়াদের এই পৃথিবীতে যাবতীয় মূল্যায়ন পাওয়া যাবে না। ইসলাম বরং যে কোনো কাজের ফলাফলের চেয়ে বরং নিয়ত ও পরিশ্রমের বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। রসুল (সা.) বলেছেন, "প্রতিটি কাজকে তার নিয়তের আলোকেই মূল্যায়ন করা হবে। পুরস্কার বা শাস্তি সবটাই নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিয়তের ওপর। (বুখারিঃ ১)

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন শ্রমিকের সাথে দুর্ব্যবহারের প্রকৃত শাস্তি পেতে হবে পরকালেই। তবে, দুনিয়ার এই জীবনে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো এমন কিছু আইন প্রণয়ন করা যাতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। একইসাথে ইসলামে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুরআন মজিদে আল্লাহ পাক আরও জানিয়েছেন, কাউকে কাউকে তিনি বেশি সম্পদ দান করেন যাতে তারা অপরের জন্য কাজ করার সুযোগ তৈরি করতে পারে। আল্লাহ বলেন, "তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমত বণ্টন করে ? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের ওপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে কর্মী হিসেবে গ্রহণ করে। তারা যা সঞ্চয় করে, আপনার পালনকর্তার রহমত তা থেকে উত্তম।" (সুরা যখরুফ: ৩২)

কর্মঘণ্টা ও কাজের শর্তসমূহ:

ইসলাম মনে করে কোনো শ্রমিককেই মাত্রাতিরিক্ত কাজ দিয়ে আবদ্ধ করে রাখা উচিত নয়। যদি কোনো শ্রমিককে তার ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি সময় কাজ করতে বলা হয়, তাহলে নিয়োগকারীর দায়িত্ব হলো শ্রমিককে বাড়তি কিছু সহযোগিতা ও প্রণোদনা প্রদান করা। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেন না।" (সুরা বাকারাঃ ২৮৬)। হযরত মুসা (আ.) যখন হযরত শুয়াইব (আ.) এর অধীনে কাজ করতে রাজি হন তখন শুয়াইব (আ.) তাকে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাইলে তুমি আমাকে সৎকর্মপরায়ণ পাবে।" (সুরা কাসাস: ২৭)

আল কুরআনের উপরিউক্ত এ দুটো আয়াত পর্যালোচনা করলে এটি পরিষ্কার হয়ে যায়, ইসলামের মৌলিক একটি নির্দেশনা হলো কারও ওপর বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। আল্লাহ তাআলা যিনি মানুষসহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, যিনি বিশ্বজগতের অধিপতি, তিনিই যখন কারো সাধ্যের অতিরিক্ত চাপিয়ে দেন না, সেখানে মানুষ কীভাবে অপর মানুষের ঘাড়ে সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব বা কাজ চাপিয়ে দিতে পারে ? বরঞ্চ যারা মালিকপক্ষ আছেন, আল্লাহপ্রিয় হওয়ার জন্য তাদের উচিত হবে সকল অধীনস্ত শ্রমিকের বা স্টাফের সাথে সদারচরণ করা, দরদ প্রদর্শন করা।

হাদিসেও একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। রসুল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের অধীনে যারা কাজ করবে তারা প্রকারান্তরে তোমাদেরই ভাই যাদেরকে আল্লাহ সাময়িকভাবে তোমাদের আওতাধীন করে দিয়েছেন। তাই তোমাদের মধ্যে যাদের অধীনে তারা আছে, তাদের দায়িত্ব হলো, সে যা খায় তাই অধীনস্তকে খাওয়াতে হবে, নিজে যা পরিধান করে তাই তাকে পরিধান করাবে এবং তার সাধ্য/ সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু অধীনস্ত ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেবে না। কিন্তু যদি অতিরিক্ত কোনো কাজ বা সামর্থ্যের বাইরে বোঝা চাপিয়ে দাও, তাহলে তাদেরকে সাহায্য করবে।" (মুসলিমঃ ১৬৬১)

'সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা বা দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া যাবে না'- এ কথাটির ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত ইসলামিক স্কলার মানাজির আহসান গিলানী বলেন, "এ কথাটি কর্মঘণ্টা ও কাজের ধরন নির্ধারনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উপরিউক্ত হাদিস থেকে বোঝা যায়, একজন শ্রমিককে স্বাভাবিক কর্মঘণ্টার চেয়ে বেশি সময়ের জন্য নিয়োজিত করা যাবে না। যদি কোনো কাজ সম্পন্ন করতে ওভারটাইমের প্রয়োজন হয়, তাহলে বাড়তি সময় কাজ করার জন্য শ্রমিককে অবশ্যই বাড়তি পারিশ্রমিক দিতে হবে। (হাদিসে যে সাহায্যের কথা বলা হয়েছে, মূলত ওভারটাইম বিলটিই উক্ত সাহায্য হিসেবে বিবেচিত হবে)। তবে অতিরিক্ত ওভারটাইম বা নিয়মিতভাবে বেশি কাজ করা শ্রমিকের স্বাস্থ্যের জন্য মোটেও ভালো নয়। আর সামর্থ্যের অতিরিক্ত কিছু করতে দিলে অধিকাংশক্ষেত্রেই তা ফলপ্রসূ হয় না। বেশি কাজ করালে কাজের মানও ভালো হয় না। যেসব মালিকেরা শ্রমিকদের বা অধীনস্ত ব্যক্তিদের হালকা পরিমাণে কাজ দেন হাশরের দিনে তারা পুরস্কৃত হবেন বলেও জানানো হয়েছে। (তথ্যসূত্রঃ মাজমা উজ জাওয়াইদ)

শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত, নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়ে আমরা কুরআন ও হাদিস উভয় উৎসেই স্পষ্ট নির্দেশনা পাই। আল্লাহ পাক বলেছেন, "নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না।

আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালবাসেন।" (সুরা বাকারা: ১৯৫) এই আয়াতের নির্দেশনার আলোকে কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই কর্মস্থলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। হাদিসে এসেছে, রসুল (সা.) বলেছেন, "নিয়োগকারীদের দায়িত্ব হলো অধীনস্তদের শুধুমাত্র সেই ধরনের কাজ দেওয়া যেগুলো তারা সহজেই করতে পারবে। এমন কোনো কাজ দেওয়া উচিত নয়, যা তারা বহন করতে পারবে না এবং তাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, সহিহ মুসলিম)

আল কুরআনে বিশ্রাম ও অবসরকেও মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "তিনিই নিজস্ব রহমতে তোমাদের জন্যে রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (সুরা কাসাস: ৭৩)। অন্যদিকে রসুল (সা.) একটি হাদিসে বলেন, "তোমার শরীরেরও তোমার ওপর হক আছে; তোমার চোখেরও তোমার উপর হক আছে এবং তোমার স্ত্রীরও তোমার ওপর হক আছে।" (বুখারি: ৫১৯৯)

উপরিউক্ত তথ্যসূত্র থেকে এটি অনেকটাই পরিষ্কার যে, ইসলাম অবসর ও বিশ্রামকে শ্রমিকদের মৌলিক ও অপরিহার্য অধিকার হিসেবেই গণ্য করে। এই সময়গুলোতে একজন শ্রমিক তার মতো করে আনন্দ বিনোদন করতেই পারে। তাছাড়া হালাল বিনোদন উপভোগ করার ক্ষেত্রে ইসলামের কোনো নিষেধাজ্ঞাও নেই। বর্তমানে সার্বিকভাবে কর্মঘণ্টা যেভাবে নির্ধারিত হচ্ছে তার আলোকে বলা যায়, প্রতিটি শ্রমিককে বছরে কমপক্ষে একবার, সম্ভব হলে দুবার বেতনসহ ছুটিতে পাঠানো প্রয়োজন। ইসলামের সোনালী যুগে যখন সেনারা ব্যারাকে থাকতেন, তখনও তাদেরকে বছরে একবার/দুবার পারিশ্রমিকসহ নিজ বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো। জানা যায়, কোনো সেনাই যাতে চারমাসের বেশি সময় পরিবার থেকে দূরে থাকতে না পারে, এরকম একটি নির্দেশনা দিয়ে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) এর সময়ে একটি প্রজ্ঞাপনও জারি করা হয়েছিল। (তথ্যসূত্র: ওমর দ্য গ্রেট: শিবলি নোমানী)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কর্মনীতি, কর্মঘণ্টা ও কর্মস্থলের শর্তসমূহ এবং এ সংক্রান্ত ইসলামী বিধানগুলো সর্বত্র বাস্তবায়ন ও অনুসরণ করার তাওফিক দিন। আমিন।

লেখক: সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

ইসলাম অবসর ও বিশ্রামকে শ্রমিকদের মৌলিক ও অপরিহার্য অধিকার হিসেবেই গণ্য করে। এই সময়গুলোতে একজন শ্রমিক তার মতো করে আনন্দ বিনোদন করতেই পারে। তাছাড়া হালাল বিনোদন উপভোগ করার ক্ষেত্রে ইসলামের কোনো নিষেধাজ্ঞাও নেই। বর্তমানে সার্বিকভাবে কর্মঘণ্টা যেভাবে নির্ধারিত হচ্ছে তার আলোকে বলা যায়, প্রতিটি শ্রমিককে বছরে কমপক্ষে একবার, সম্ভব হলে দুবার বেতনসহ ছুটিতে পাঠানো প্রয়োজন। ইসলামের সোনালী যুগে যখন সেনারা ব্যারাকে থাকতেন, তখনও তাদেরকে বছরে একবার/দুবার পারিশ্রমিকসহ নিজ বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো। জানা যায়, কোনো সেনাই যাতে চারমাসের বেশি সময় পরিবার থেকে দূরে থাকতে না পারে, এরকম একটি নির্দেশনা দিয়ে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) এর সময়ে একটি প্রজ্ঞাপনও জারি করা হয়েছিল। (তথ্যসূত্র: ওমর দ্য গ্রেট: শিবলি নোমানী)

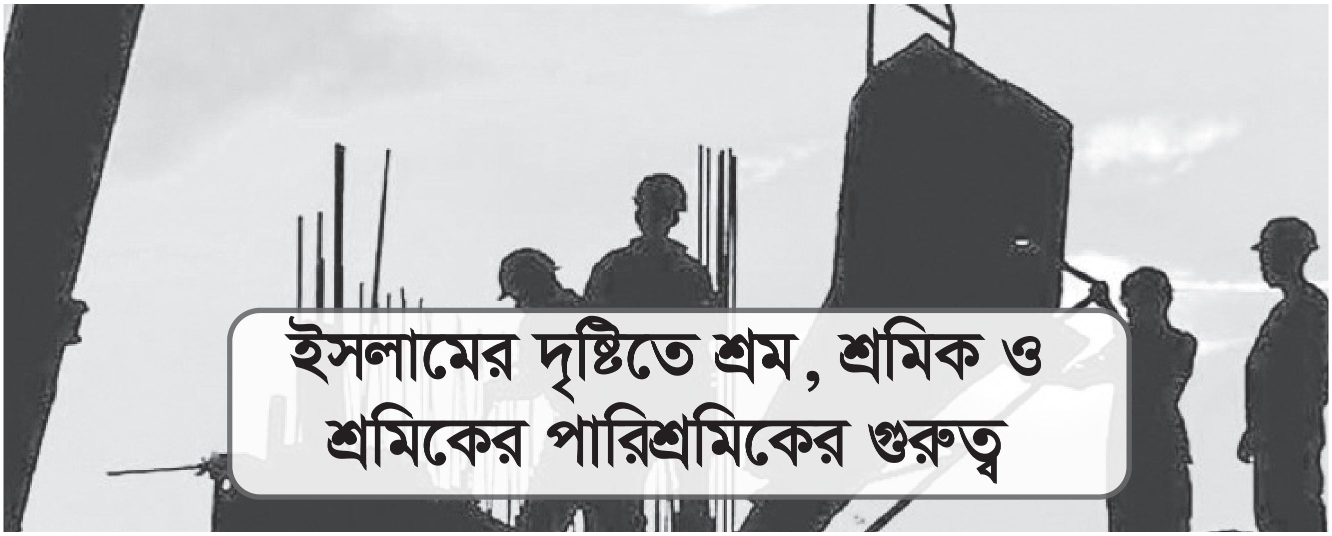

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম, শ্রমিক ও শ্রমিকের পারিশ্রমিকের গুরুত্ব

কাজী আবুল বাসার

সভ্যতা, ক্ষয়িষ্ণুতা যেমন তার ইতিহাস, তেমনি এর উত্থান-পতনও দৃশ্যমান। আজকের এ সুন্দর বসুধা, মানবসভ্যতা, দেশ-বিদেশের আকাশচুম্বী অট্টালিকা, পরিপাটি পরিবেশ-সবগুলোর পেছনে কারো না কারো দৃশ্য-অদৃশ্য হাত আছেই। শ্রমনির্ভর এসব কর্মযজ্ঞ যাঁদের সুনিপুণ হাতের ছোঁয়ায় মার্জিত ও শিষ্ট, তাঁদের অবদান ঐতিহ্যের স্মারক লিপিবদ্ধ। তাঁরাই সভ্যতার কারিগর। এ সুন্দর শ্যামল পৃথিবী বসবাসযোগ্যকারী। তাঁদের আছে ইসলামে বিরাট অবস্থান। তাঁদের প্রতি সম্মান, প্রাপ্য আদায়সহ তাঁদের অবদান স্বীকৃতিতে ইসলাম কখনো কার্পণ্য দেখায়নি।

শ্রম দিয়ে, মেহনত করে, মাথার ঘাম ফেলে খেটে যারা জীবিকা জোগাড় করে তাদের বলা হয় শ্রমিক বা মেহনতি মানুষ। ইসলাম এদের মর্যাদা প্রাথমিককাল থেকেই দিয়ে আসছে। শ্রম দ্বারা যে মানুষ হালাল জীবিকা উপার্জন করে প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভূষিত করেছেন আল্লাহর বন্ধু উপাধিতে। যে কোনো পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি শ্রম প্রদান করে শ্রমিক। তাই ইসলাম শ্রমিকদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের কাজের গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম।

আল্লাহ তা'আলা কাজের জন্য মানুষকে নামাজের পর বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "অতঃপর তোমরা নামাজ শেষ করে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়। আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করো এবং বেশি পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করো, যাতে সফলকাম হতে পারো।" (সুরা জুমু'আ : ১০)

শ্রমিকই হলো সকল উন্নয়ন ও উৎপাদনের চাবিকাঠি। যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী সে জাতি তত বেশি উন্নত।

শ্রম আল্লাহ প্রদত্ত মানব জাতির জন্য এক অমূল্য শক্তি ও সম্পদ। এ সম্পর্কে আল কুরআনের বাণী, "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি।" (সুরা বালাদ : ৪)

প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, কাজ ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে শ্রম ও শ্রমিকদের প্রশংসা করেন। শ্রমকে ভালোবাসতেন স্বয়ং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও। নিজ হাতে জুতা মুবারক মেরামত করেছেন, কাপড়ে তালি লাগিয়েছেন, মাঠে মেষ পালন করেছেন। পরিচালনা করেছেন ব্যবসাও। খন্দকের যুদ্ধে নিজ হাতে পরিখা খনন করেছেন। বাড়িতে আগত মুসাফির কর্তৃক বিছানায় ত্যাগকৃত মলযুক্ত কাপড় ধৌত করে মানবতা ও শ্রমের মর্যাদা সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। সায়্যিদুনা হযরত মিকদাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "কোনো ব্যক্তি তা থেকে উত্তম আহার করেনি, যা সে নিজ হাতে উপার্জন করে খেয়েছে। আল্লাহর নবি দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।" (সহিহ বুখারি : ২০২৫)

নবিজির (সা.) অন্যতম সাহাবি হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কামারের কাজ করতেন, হাতুড়ি দিয়ে কাজ করতে করতে তাঁর হাত দুটি বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। একদিন নবি (সা.) এর সাথে করমর্দন করার সময় সা'দকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, হাতুড়ি দিয়ে কাজ করতে গিয়ে এ অবস্থা হয়েছে। নবি করিম (সা.) তাঁর হাত চুম্বন করে বললেন, "এ হাতকে কখনো আগুন স্পর্শ করবে না।" (সহিহুল বুখারি)

পৃথিবীর সবচেয়ে নির্যাতিত শ্রেণি হলো শ্রমিক শ্রেণি। মহানবি (সা.) এর আগমন পূর্ব যুগের সভ্য সমাজগুলোতে শ্রমিক যেমন মালিক শ্রেণির হাতে নির্যাতিত হতো, আজো তেমনি তারা চরমভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিদের হাতে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে শ্রমজীবীদের সব সমস্যার সঠিক ও ন্যায়ানুগ সমাধান দিয়েছে। মহানবি (সা.) এমন একটি সমাজব্যবস্থা কায়েমের ধারণা দিয়েছেন, যেখানে থাকবে না জুলুম-শোষণ, থাকবে না দুর্বলকে নিষ্পেষিত করার মতো ঘৃণ্য প্রবণতা। মহানবি শিখিয়েছেন শ্রমিকও মানুষ, এদেরও বাঁচার অধিকার আছে। এরা তোমাদের ভাই। মালিক পক্ষের উচিত মহান আল্লাহ তাদের প্রতি যেভাবে অনুগ্রহ করেছেন, তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ শ্রমিকদের যথার্থ পাওনা পরিশোধ করা।

মহানবি (সা.) বলেছেন, 'সাবধান! মজুরের শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি মিটিয়ে দাও।' (তিরমিজি)।

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম ও শ্রমিক :

শ্রম ও শ্রমিক পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শ্রম হলো, শারীরিক ও মানসিক কসরতের মাধ্যমে কোনো কাজ আঞ্জাম দেওয়া। যিনি কাজটি

পৃথিবীর সবচেয়ে নির্যাতিত শ্রেণি হলো শ্রমিক শ্রেণি। মহানবি (সা.) এর আগমন পূর্ব যুগের সভ্য সমাজগুলোতে শ্রমিক যেমন মালিক শ্রেণির হাতে নির্যাতিত হতো, আজো তেমনি তারা চরমভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিদের হাতে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে শ্রমজীবীদের সব সমস্যার সঠিক ও ন্যায়ানুগ সমাধান দিয়েছে। মহানবি (সা.) এমন একটি সমাজব্যবস্থা কায়েমের ধারণা দিয়েছেন, যেখানে থাকবে না জুলুম-শোষণ, থাকবে না দুর্বলকে নিষ্পেষিত করার মতো ঘৃণ্য প্রবণতা। মহানবি শিখিয়েছেন শ্রমিকও মানুষ, এদেরও বাঁচার অধিকার আছে। এরা তোমাদের ভাই। মালিক পক্ষের উচিত মহান আল্লাহ তাদের প্রতি যেভাবে অনুগ্রহ করেছেন, তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ শ্রমিকদের যথার্থ পাওনা পরিশোধ করা।

আঞ্জাম দেন তিনি শ্রমিক এবং যে কাজটি সম্পন্ন করা হয় তা হলো উৎপাদন। পুঁজি, শ্রম ও এদের সংগঠনের মাধ্যমে মালিক যা আহরণ করে তা হলো উৎপন্ন দ্রব্য। সাধারণত পুঁজিহীন মানুষ, যারা তাদের পুঁজি বিনিয়োগের উপায় না থাকায় নিজেদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে পেট চালান, তাদের শ্রমিক ও তাদের কাজকে শ্রম বলা হয়। শ্রমিক পুঁজিহীন, দরিদ্র শ্রেণির লোক বলে তাদের মধ্যে কোনোরূপ লজ্জাকর অনুভূতি ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল কাজে ও হালাল পথে শ্রম বিনিয়োগ কিছুমাত্রও লজ্জার ব্যাপার নয়; বরং এ হচ্ছে নবি-রসুলগণের সুন্নত। প্রত্যেক নবি-রসুল-ই দৈহিক পরিশ্রম করে উপার্জন করেছেন বলে হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। উপার্জনের প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে স্বয়ং মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন তোমাদের সালাত শেষ হয়ে যাবে, তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো আর আল্লাহর অনুগ্রহ (রিজিক) অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়ে যাও।' (সুরা জুমা : ১০)।

ইসলাম সৎ উপার্জনের দিকে যেমন উৎসাহিত করেছে, তেমনি উৎসাহিত করেছে শ্রমের প্রতি। পক্ষান্তরে শ্রম না দিয়ে অলস ও বেকার বসে থাকা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, 'কাউকে বেকার বসে থাকতে দেখলে আমার অসহ্য লাগে। জাগতিক কোনো কাজও করে না, অপর দিকে পরকালের মুক্তির জন্যও কোনো চেষ্টা চালায় না।'

এখানে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, আধুনিক অর্থনৈতিক মতাদর্শ শ্রমকে কেবল মানুষের পার্থিব জীবন ও তার উপায়-উপকরণের তুলাদণ্ডে বিচার করেছে। তারা শ্রম দ্বারা মানুষের সেই মেধাগত ও শারীরিক অনুসন্ধানকেই কেবল উদ্দেশ্য করেছে, যার বিনিময়ে সে শুধু পয়সাই পায়।

কিন্তু মহানবি (সা.)-এর অর্থনৈতিক মতাদর্শের আলোকে শ্রম হলো, পার্থিব জীবনে মেহনত করে পরকালীন জীবনকেও এর দ্বারা নির্মাণ করা। সুতরাং একজন মুসলমান শারীরিক বা মেধাগত যেকোনো বৃত্তেই শ্রম ব্যয় করুক, সে এর প্রতিদান দুনিয়াতে পয়সার বিনিময়ে এবং আখেরাতে সওয়াব ও জান্নাতের বিনিময়ে পাবে। তাই মহানবি (সা.)-এর আদর্শের আলোকে নির্দেশিত অর্থনীতির ভিত্তিতে শ্রমের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যায়, 'শ্রম ওই মেধাগত ও শারীরিক কর্মবৃত্তির নাম, যার বিনিময়ে এই পার্থিব জীবনে এমন বস্তুগত প্রতিদান অর্জিত হয়, যার দ্বারা মানুষ তার নিজের, তার নিকটজনের এবং সমাজের অভাবী লোকদের প্রয়োজনাদি পূর্ণ করতে পারে এবং জীবিকা ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত হয় অথবা এর বিনিময়ে পুণ্য অর্জিত হয়, যা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের জন্যই সফলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের মাধ্যম হয়।

শ্রমিকের গুণাবলি : শ্রমিকের এমন কিছু গুণাবলি থাকা প্রয়োজন, যা শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক অটুট রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ইসলাম মালিকদের ওপর অনেক দায়িত্ব যেমন অর্পণ করেছে, তদ্রুপ শ্রমিকের ওপরও আরোপ করেছে কিছু আবশ্যক ন্যায়নীতি। যেমন-

১. আমানতদারিতা : শ্রমিকের ওপর অর্পিত দায়িত্ব অবশ্যই আমানতদারিতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। অন্যথায় তাকে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'সর্বোত্তম শ্রমিক সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী ও আমানতদার (দায়িত্বশীল) হয়।' (সুরা কাসাস : ২৬)।

২. সংশ্লিষ্ট কাজের দক্ষতা ও যোগ্যতা : দায়িত্বপ্রাপ্ত কাজের জ্ঞান, যোগ্যতা ও দক্ষতা তার থাকতে হবে। শারীরিক ও জ্ঞানগত উভয় দিক থেকেই তাকে কর্মক্ষম হতে হবে।

৩. কাজে গাফিলতি না করা : ইসলাম কাজে গাফিলতিকে কোনো মতেই সমর্থন করে না। আল্লাহ বলেন, 'দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে, আর যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।' (সুরা মোতাফফিফিন : ১-৩)। আয়াতের অর্থ হলো, নিজে নেওয়ার সময় কড়ায়গণ্ডায় আদায় করে নেয়। কিন্তু অন্যকে মেপে দিতে গেলে কম দেয়। ফকিহদের মতে, এখানে তাওফিফ বা মাপে কম- বেশি করার অর্থ হলো, পারিশ্রমিক পুরোপুরি আদায় করে নিয়েও কাজে গাফিলতি করা। অর্থাৎ আয়াতে ওই সব শ্রমিকও শামিল

যারা মজুরি নিতে কমতি না করলেও কাজে গাফিলতি করে; কাজে ফাঁকি দিয়ে ওই সময় অন্য কাজে লিপ্ত হয় বা সময়টা অলস কাটিয়ে দেয়। তাদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে।

৪. নিজের কাজ হিসেবে করা : কাজে নিয়োগ পাওয়ার পর শ্রমিক কাজকে নিজের মনে করে সম্পন্ন করবে। অর্থাৎ পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজটি সম্পাদন করে দেওয়া তার দায়িত্ব হয়ে যায়।

৫. আখেরাতের সফলতার জন্য কাজ করা : একজন শ্রমিক তার শ্রমের মাধ্যমে যে অর্থ উপার্জন করবে, তা যেন হালাল হয় এবং এর বিনিময়ে পরকালীন সফলতা লাভে ধন্য হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। সেবার মানসিকতা নিয়ে পরম আগ্রহ ও আনন্দের সাথে কাজটি সম্পন্ন করাই হবে শ্রমিকের নৈতিক দায়িত্ব।

শ্রমিকদের মর্যাদা : ইসলাম শ্রমিকদের যে মর্যাদা দেয় পৃথিবীর যেকোনো ইতিহাসের যেকোনো অধ্যায়ের সমাজ ব্যবস্থায় তা নজিরবিহীন। মহানবি (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'অধীনস্থদের সাথে অসদাচরণকারী বেহেশতে যেতে পারবে না।' (তিরমিজি)।

মহানবি (সা.) শ্রমজীবীদের সম্পর্কে বলেছেন, 'আপন সন্তানসন্ততির মতো তাদের মানসম্মানের সাথে তত্ত্বাবধান করো আর তাদের খেতে দেবে, যা তোমরা নিজেরা খেয়ে থাকো।' (মিশকাত)

শ্রমজীবী মানুষ এবং অধীনস্ত কর্মচারীর মর্যাদা ঘোষণায় ইসলাম দিয়েছে অনন্যতার পরিচয়।

আল্লাহ তা'আলা শ্রমকে নিয়ামতের সাথে তুলনা করে বলেন, "যাতে তারা তার ফল আহার করে এবং তাদের হাত যা কাজ করে তা হতে; তারা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না ?" (সুরা ইয়াসিন : ৩৫) শ্রমিকদের যেন মানুষ ঘৃণা না করে বরং তাদের সম্মানের চোখে দেখে সে ব্যবস্থা করেছে ইসলাম। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো পেশাই ঘৃণিত নয়। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেটে খাওয়া মানুষের মর্যাদা বর্ণনা করে ঘোষণা করেন, আল-কাসিবু হাবীবুল্লাহ অর্থাৎ, শ্রমিক আল্লাহর বন্ধু (কানযুল উম্মাল, খ. ৪র্থ, পৃ. ১২৭)।

ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তির চেয়ে শ্রমিকদের মর্যাদা অধিক হিসেবে বর্ণনা করেছে।

রসুল (সা.) ঘোষণা করেন, "ঐ সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমাদের কারও পক্ষে একগাছা রশি নিয়ে বের হওয়া এবং কাষ্ঠ সংগ্রহ করে পিঠে বোঝাই করে বয়ে এনে কোনো লোকের কাছে গিয়ে ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে উত্তম। অথচ সে ব্যক্তি তাকে দান করতেও পারে অথবা তাকে বিমুখও করতে পারে।" (সহিহুল বুখারি, খ. ১, পৃ. ১৯৯, হাদিস নং-১৪৪৯, ১৪৫০, ১৪৫৮।)

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা যেমন দেওয়া হয়েছে তেমনি শ্রমিকেরও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম নিজে কৃষি কাজ করে জমিতে ফল-ফসল উৎপাদন করে সংসার নির্বাহ করতেন, জীবিকা সংগ্রহ করতেন। তিনি এবং মানবজাতির আদি মাতা হযরত হাওয়া আলাইহাস সালাম কাপড় বুনন, সেলাই, কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি প্রভৃতি নিজেদের শ্রমের দ্বারাই করতেন। কুরআন মজিদে বেশ কয়েকজন নবির কায়িক শ্রমের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহর নবি হযরত নূহ আলাইহিস সালাম মহাপ্লাবনের পূর্বে আল্লাহর নির্দেশে এক বিশাল কিস্তি নিজ শ্রমের মাধ্যমে নির্মাণ করেছিলেন। কাঠ দিয়ে গড়া এই বিশাল কিস্তি নির্মাণে তিনি যে কাঠ ব্যবহার করেছিলেন সেই কাঠ ছিল তাঁর নিজ হাতে লাগানো গাছের। তিনতলা ও বহু কক্ষবিশিষ্ট এই কিস্তি যখন তিনি কাঠ কেটে, হাতুড়ি পিটিয়ে নির্মাণকার্যে ব্যস্ত ছিলেন তখন তা দেখে তাঁর লোকজন তাঁকে সূত্রধর বলে দারুণ ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিল এবং গালিগালাজও করেছিল। মহান রাব্বুল আলামিনের ঘোষণা- তিনি (নুহ আলাইহিস সালাম) কিস্তি নির্মাণ করতে লাগলেন এবং তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানেরা তাঁর নিকট দিয়ে যাত্রাকালে তাঁকে উপহাস করতো, তিনি বলতেন, তোমরা যদি আমাকে উপহাস করো তবে আমরাও তোমাদেরকে উপহাস করবো, যেমন উপহাস তোমরা করছো। (সুরা হূদ : ৩৮।)

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ হাতে লোহা দ্বারা বর্ম তৈরি করতেন এবং তা বিক্রি করে যা আয় করতেন তা দিয়ে সংসার চালাতেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'এবং আমি তাঁর (দাউদ আলাইহিস সালাম) জন্য লৌহকে নমনীয় করে দিয়ে ছিলাম।' (সুরা সাবা : ১০।) এর দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত দাউদ আলায়হিস সালাম একজন দক্ষ কর্মকার ছিলেন। এই হযরত দাউদ 'আলায়হিস সালামের নিকটই নাজিল হয়েছিল আসমানি কিতাব যবুর। তিনি এক বিশাল রাজ্যের বাদশাহী লাভ করেছিলেন এবং তাঁরই পুত্র ছিলেন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম। ইসলামে আ'মালুস সালেহ বা সৎকর্ম বলতে যে সমস্ত কাজের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে হালাল রুজির জন্য পরিশ্রম করাটাও রয়েছে। ইসলাম আল্লাহর দেওয়া প্রগতিশীল পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামে যেমন পার্থিব জীবনের সত্যিকার কল্যাণের দিকনির্দেশনা রয়েছে তেমনি রয়েছে আখিরাতে কল্যাণ লাভের নির্দেশনাও।

কেউ যদি শ্রমিকের মজুরি না দেয় অথবা দিতে গড়িমসি করে, তার বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি ইরশাদ করেছেন, 'কিয়ামতের দিন যে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ থাকবে, তাদের একজন হলো, এমন লোক যে কাউকে শ্রমিক নিয়োগ করে কাজ পুরোপুরি আদায় করে নিলো অথচ মজুরি দিলো না।' (বুখারি শরিফ)।

মজুরি না দেওয়ার অর্থ কেবল মজুরি না দিয়ে তা মেরে খাওয়া নয়; বরং যে পরিমাণ মজুরি প্রাপ্য, তা ষোলোআনায় না দেওয়া আর তার সরলতার সুযোগে কাজ করিয়ে নিয়ে সামান্য মজুরি দেওয়া।

ইসলাম শ্রমিকদের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে, এ জন্য ইসলাম সুনির্দিষ্ট কাঠামো নির্ধারণ করেছে, যার সাহায্যে আমরা অতি সহজেই একটি ন্যায়নুগ শ্রমনীতি নির্ধারণ করতে পারি। শ্রমিকের শ্রমের ন্যায্য ও সম্মানজনক মজুরি দেওয়ার নির্দেশও ইসলামে রয়েছে। শ্রমিকের মজুরি এমনভাবে নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে যাতে সে মালিকের মতো পরিবার-পরিজন নিয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারে। খেয়েপড়ে সুন্দরভাবে বসবাস করতে পারে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা-সমানভাবে পেতে পারে। 'কেউ খাবে আর কেউ খাবে না' এই অসমনীতি ইসলাম সমর্থন করে না। শ্রমিকেরা কঠিন পরিশ্রম করে, দেহের ঘাম ঝরিয়ে উৎপাদন করবে আর সেই উৎপাদন থেকে যে আয় হবে তা দিয়ে মালিক বিলাসবহুল জীবনযাপন করবে, এটা ইসলাম চায় না। প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার ন্যায্য মজুরি দিয়ে দাও'। (সুনানু ইবন মাযাহ পৃ. ২৫৯।)

আজকের এ সমাজে ইসলাম শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে নির্দেশনামা প্রদান করেছে, যদি আমরা সেদিকে দৃষ্টি প্রদান করি তাহলে সত্যিকারে একজন শ্রমিক সমাজে যুগান্তকারী সফলতা লাভ করবে এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সুসমৃদ্ধ হবে আমাদের জীবনযাত্রার অগ্রগতিও। হযরত মিকদাম ইবন মাযদি কুরায়ব আয-যুবাইদি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবি কারিম (সা.) থেকে

মহানবি (সা.) নিজেই ভৃত্য, কর্মচারীদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখতেন এবং রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করতেন। মহানবির আদর্শ হলো শ্রমিককে দিয়ে এমন কিছু করানো যাবে না, যার ফলে তার স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং তার লোকসান হয়। ইসলামের শ্রম আইনের দৃষ্টিতে বৃদ্ধ, পঙ্গু, অসুস্থ, অসহায়, এতিম, বিধবা এবং দুর্বলদের ভরণ-পোষণ ও তাদের যাবতীয় দায়িত্বভার রাষ্ট্রের। সরকার রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় কোষাগার থেকে তাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণে ভাতা নির্ধারণ করবে। মহানবি (সা.) এর শাসনামলে এর চরম নিদর্শন দেখা যায়। আধুনিক রাষ্ট্রে শ্রমিকের নিজের ও তার পরিবারের শিক্ষার দিকে নজর দেওয়া হয় না। অথচ মহানবি (সা.) এর নীতি হলো শিক্ষা হবে অবৈতনিক। যার ফলে সকল ব্যয়ভার রাষ্ট্রই বহন করবে।

বর্ণনা করেন। নবিজি (সা.) ইরশাদ করেন, "মানুষের নিকট তার চেয়ে কোনো উত্তম উপার্জন নেই, যা সে নিজের হাতে উপার্জন করে খায়। সে যা কিছু নিজের জন্য, পরিবার-পরিজনের জন্য ও ঘরের ভৃত্যদের জন্য খরচ করে তা সবই সদকা।" (সহিহুল বুখারি, খ.১, পৃ. ১৯২।)

মহানবি (সা.) নিজেই ভৃত্য, কর্মচারীদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখতেন এবং রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করতেন। মহানবির আদর্শ হলো শ্রমিককে দিয়ে এমন কিছু করানো যাবে না, যার ফলে তার স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং তার লোকসান হয়। ইসলামের শ্রম আইনের দৃষ্টিতে বৃদ্ধ, পঙ্গু, অসুস্থ, অসহায়, এতিম, বিধবা এবং দুর্বলদের ভরণ-পোষণ ও তাদের যাবতীয় দায়িত্বভার রাষ্ট্রের। সরকার রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় কোষাগার থেকে তাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণে ভাতা নির্ধারণ করবে। মহানবি (সা.) এর শাসনামলে এর চরম নিদর্শন দেখা যায়। আধুনিক রাষ্ট্রে শ্রমিকের নিজের ও তার পরিবারের শিক্ষার দিকে নজর দেওয়া হয় না। অথচ মহানবি (সা.) এর নীতি হলো শিক্ষা হবে অবৈতনিক। যার ফলে সকল ব্যয়ভার রাষ্ট্রই বহন করবে।

ইসলামে জ্ঞান অর্জন করা নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে ফরজ। হযরত ওজলী ইবনে আতা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা মতে, "মদিনায় তিনজন শিক্ষিত মুসলমান ছিলেন, তাঁরা মদিনার শিশুদেরকে শিক্ষা দিতেন। আর হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁদেরকে রাষ্ট্রীয় তহবিল (বায়তুল মাল) থেকে মাসোহারা (বেতন) দিতেন।" শ্রমিকদের অধিকার মালিকরা ঠিকমত আদায় করছে কিনা সেদিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নজর রাখার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে অর্ধজাহানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী খলিফা হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

উপসংহার : বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী মহানবি হজরত মুহাম্মদ (সা.) শ্রমজীবী মানুষ ও খেটে খাওয়া অসহায় ক্ষুধার্থ শ্রেণিপ্রতি কেমন সংযত দৃষ্টি রাখতেন, তাঁর ভালোবাসার আধার হৃদয়জুড়ে এই দুর্বল সহায়হীন শ্রেণিরস্থান কতটুকু ছিল, কতটুকু মমতা তিনি তাদের জন্য লালন করতেন উপরিউক্ত আলোচনা থেকে তা খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করা যায়। জাহেলি যুগের অমানবিক শ্রমিক নির্যাতন ও বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে তাকে মালিক শ্রেণির সমকক্ষ মর্যাদা ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছেন মহানবি (সা.)। তিনি মালিক ও শ্রমিককে পরস্পর ভাই ভাই হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি যখন এই পার্থিব জীবনের সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে যাত্রা করেছিলেন, সেই অন্তিম মুহূর্তে তার পবিত্র মুখে যে শেষ শব্দটি ধ্বনিত হয়েছিল, সেটাও ছিল এই শ্রমিক শ্রেণির প্রতি তাঁর সংযত দৃষ্টি ও সহমর্মিতার সৌহার্দ্যপূর্ণ আশ্বাস। তিনি তখন বলেছিলেন, 'তোমরা সব সময় তোমাদের নামাজ ও তোমাদের অধীনস্থদের প্রতি সহমর্মিতা ও দায়িত্বপূর্ণ দৃষ্টি রাখবে।

খেটে খায় বলে শ্রমিককে অবমূল্যায়ন, তাঁদের প্রতি অন্যায় এবং যথাসময় প্রাপ্য আদায়ে গড়িমসি ইসলাম কোনকালেও সমর্থন করে না। এমনকি শ্রমিকের শ্রমসিক্ত ঘর্মাক্ত শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই তাঁর পারিশ্রমিক প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। আজকের এ সমাজে ইসলাম শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে নির্দেশনামা প্রদান করেছে, যদি আমরা সেদিকে দৃষ্টি প্রদান করি তাহলে সত্যিকারে একজন শ্রমিক সমাজে যুগান্তকারী সফলতা লাভ করবে এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সুসমৃদ্ধ হবে আমাদের জীবনযাত্রার অগ্রগতিও।

লেখক: কেন্দ্রীয় কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

মুহাররাম ও আশুরাঃ বিভ্রান্তি এবং বাস্তবতা

মাহমুদুর রহমান দিলাওয়ার

হিজরি সনের প্রথম মাস মুহাররাম। আল্লাহ তায়ালা এই মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ, অন্যায়-অবিচার, নির্যাতন-নিপীড়ন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সুরা আত-তাওবার ৩৬ নং আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট নিশ্চয়ই মাস সমূহের সংখ্যা হল বারো। এর মধ্যে চারটি মাস হলো নিষিদ্ধ (পবিত্র)। এটাই সরল বিধান। অতএব তোমরা এ মাসগুলোতে নিজেদের প্রতি যুলুম করো না। আর অংশীবাদীদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যেমন তারা তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ সাবধানীদের সাথে রয়েছেন।

মুহাররাম মাসের অনেক ফযীলত রয়েছে। সহীহ হাদিস দ্বারা তা প্রমাণিত। এ মাসকে সহীহ হাদিসে 'আল্লাহর মাস' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এ মাসের নফল সিয়াম সর্বোত্তম নফল সিয়াম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদিসে রসুলুল্লাহ (সা.) বলেন: "রামাদানের পরে সর্বোত্তম সিয়াম হলো আল্লাহর মাস মুহাররাম মাস।" (মুসলিম, আস-সহীহ ২:৮২১)। এ মাসের ১০ তারিখ 'আশুরা'র দিনে সিয়াম পালনের বিশেষ ফযীলত রয়েছে। আশুরার সিয়াম সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সা.) বলেন: "এ দিনের সিয়াম গত এক বছরের পাপ মার্জনা করে।" (মুসলিম, আস-সহীহ ২:৮১৯)। এ দিনে রসুলুল্লাহ (সা.) নিজে সিয়াম পালন করতেন, তাঁর উম্মাতকে সিয়াম পালনে উৎসাহ দিয়েছেন এবং ১০ তারিখের সাথে সাথে ৯ বা ১১ তারিখেও সিয়াম পালন করতে উৎসাহ দিয়েছেন। । সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এ দিনে মহান আল্লাহ তাঁর রসুল মূসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গী বনী ইসরাঈলকে ফিরাউনের হাত থেকে উদ্ধার করেন এবং ফিরাউন ও তার সঙ্গীদেরকে ডুবিয়ে মারেন। (বুখারী, আস-সহীহ ২/৭০৪, ৩/১২৪৪; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭৯৬)।

মুহাররাম ও আশুরা সম্পর্কে অনেক বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যা খুবই দুঃখজনক। এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ ধারণা ও জ্ঞান থাকা উচিত। মরহুম ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)-এর লিখনিতে ফুটে উঠেছে; আশুরায় অতীত ও ভবিষ্যত ঘটনাবলির বানোয়াট ফিরিস্তি মিথ্যাবাদীরা রসুলুল্লাহ (সা.) এর নামে জালিয়াতি করে বলেছে, আশুরার দিনে আল্লাহ আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন। এ দিনে তিনি পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন। এ দিনে তিনি কলম সৃষ্টি করেছেন। এ দিনে তিনি লাওহে মাহফুজ সৃষ্টি করেছেন। এ দিনে তিনি আরশ সৃষ্টি করেছেন। এ দিনে তিনি আরশের উপরে সমাসীন হয়েছেন। এ দিনে তিনি কুরসী সৃষ্টি করেছেন। এ দিনে তিনি জান্নাত সৃষ্টি করেছেন। এ দিনে তিনি জিবরাঈলকে (আ.) সৃষ্টি করেছেন। এ দিনে তিনি ফিরিশতাগণকে সৃষ্টি করেছেন। এ দিনে তিনি আদমকে (আ.) সৃষ্টি করেছেন। এ দিনে তিনি আদমকে (আ.) জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। এ দিনে তিনি ইদরীসকে (আ.) আসমানে উঠিয়ে নেন। এ দিনে তিনি নূহ (আঃ)-কে নৌকা থেকে বের করেন। এ দিনে তিনি দাউদের (আ.) তাওবা কবুল করেছেন। এ দিনে তিনি সুলাইমান (আ.)-কে রাজত্ব প্রদান করেছেন। এ দিনে তিনি আইউব (আ)-এর বিপদ-মসিবত দূর করেন। এ দিনে তিনি তাওরাত নাযিল করেন। এ দিনে ইবরাহীম (আ.) জন্মগ্রহণ করেন এবং খলীল উপাধি লাভ করেন। এ দিনে ইবরাহীম (আ.) নমরূদের অগ্নিকুন্ড থেকে রক্ষা পান। এ দিনে ইসমাঈল (আ.) কে কুরবানি করা হয়েছিল। এ দিনে ইউনুস (আ.) মাছের পেট থেকে বাহির হন। এ দিনে আল্লাহ ইউসুফকে (আ.) জেলখানা থেকে বের করেন। এ দিনে ইয়াকুব (আ.) দৃষ্টি শক্তি ফিরে পান। এ দিনে ইয়াকুব (আ.) ইউসুফের (আ.) সাথে মিলিত হন। এ দিনে মুহাম্মাদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেছেন। এ দিনে কেয়ামত সংঘঠিত হবে। কেউ কেউ বানিয়েছে, মুহাররামের ২ তারিখে নূহ (আ.) প্লাবন হতে মুক্তি পেয়েছেন, ৩ তারিখে ইদরীসকে (আ.) আসমানে উঠানো হয়েছে, ৪ তারিখে ইবরাহীমকে (আ.) অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এরূপ অগণিত ঘটনা এ মাসে বা এ দিনে ঘটেছে এবং ঘটবে বলে উল্লেখ করেছে জালিয়াতরা তাদের এ সকল কল্প কাহিনিতে। মোট কথা হলো, আশুরার দিনে মুসা (আ.) ও তাঁর সাথীদের মুক্তি পাওয়া ছাড়া আর কোনো ঘটনা সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। আদমের (আ.) এর তাওবা কবুল, নূহ (আ.) এর নৌকা জুদি পর্বতের উপর থামা ও ঈসা (আ.) জন্মগ্রহণ করার

কথা অনির্ভরযোগ্য সূত্রে কোনো কোনো সাহাবী-তাবিয়ী থেকে বর্ণিত। আশুরা বা মুহাররাম সম্পর্কে আর যা কিছু বলা হয় সবই মিথ্যা ও বাতিল কথা। দুঃখজনক হলো, আমাদের সমাজে মুহাররাম বা আশুরা বিষয়ক বই পুস্তকে, আলোচনা ও ওয়াজে এ সমস্ত ভিত্তিহীন কথাবার্তা উল্লেখ করা হয়।

আশুরার ইতিহাস ও ঐতিহ্য বলতে কারো কারো ধারণা যে, রসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাত ও রসুল পরিবারের কয়েকজন সম্মানিত সদস্যের শাহাদাতের রক্তে রঞ্জিত কারবালার ইতিহাসকেই অনুভব করেন। তাদের আবেগ দেখে বুঝা যায় যে, কারবালার ইতিহাসকে ঘিরেই আশুরার সব ঐতিহ্য। আসলে বাস্তবতা কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত। বরং আশুরার ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই। ইমাম হুসাইন (রা.)-এর মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনার অনেক আগ থেকেই আশুরা অনেক তাৎপর্যমণ্ডি। কারণ কারবালার যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৬১ হিজরির ১০ মুহাররাম। আর আশুরার রোযার প্রচলন ঘটেছে বহুকাল আগে থেকেই। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে আবহমানকাল থেকে আশুরার দিনে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি হিজরি ৬১ সনে আশুরার দিন কারবালার ময়দানের দুঃখজনক ঘটনাও মুসলিম জাতির জন্য অতিশয় হৃদয়বিদারক ও বেদনাদায়ক।

ইমাম হুসাইন (রা.)-এর উচ্চ মর্যাদার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কারো দ্বিমত নেই। তিনি জ্ঞানী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অন্যতম। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে তিনি মুসলিমদের নেতা। জান্নাতি যুবকদের নেতা। ইবাদত-বন্দেগী, সাহসিকতা-বীরত্ব, বদান্যতায় তিনি খ্যাত। সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের সর্বকনিষ্ঠা আদরের দুলালী মা ফাতেমা (রা.)-এর সন্তান। তাঁর মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনায় বিশ্বের সকল মুসলিম চরমভাবে ব্যথিত ও মর্মাহত। ইমাম হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাত ও এ জাতীয় মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণের সময় আমাদের কর্তব্য হবে ধৈর্য ধারণ করা, আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। বান্দার জন্য যা কল্যাণকর আল্লাহ তা সংঘটিত করে থাকেন। যারা তাঁর দ্বীনের জন্য কুরবানি পেশ করেন, তাদের তিনি এর উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

ইমাম হুসাইন (রা.)-এর জন্য শোক প্রকাশ করতে যেয়ে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা যা করেন যেমন: মাতম করা, উচ্চস্বরে আহাজারী করা, শরীর রক্তাক্ত করা; এ সমস্ত কাজগুলো ইসলাম সম্মত নয়। প্রকৃত সত্য হলো, এগুলো জাহেলী যুগের আচরণ। এ সমস্ত কাজ সম্পর্কে হাদিসে এসেছে,

হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি করীম (সা.) বলেছেন: যারা শোকে গণ্ডে চপেটাঘাত করে, জামার বক্ষ ছিন্ন করে ও জাহিলী যুগের মত চিৎকার দেয়, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। (সহীহ বুখারী: ১২৯৭)

এ ব্যাপারে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহ.)-এর বক্তব্য: প্রতি বছর মহররমের সময় শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে কোটি কোটি মুসলমান হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের ঘটনায় আন্তরিক দুঃখ ও বেদনা প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, যে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে ইমাম শুধু তাঁর প্রাণ উৎসর্গ করেই ক্ষান্ত হননি, ছোট ছোট কোলের শিশুদেরকেও কোরবান করেছিলেন, এই সব ব্যথা পীড়িতদের মধ্যে খুব কম লোকই সেদিকে দৃষ্টিপাত করে থাকে। মজলুমের শাহাদাত প্রাপ্তির পর তাঁর পরিজনবর্গ এবং তাঁদের সাথে প্রেম ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ প্রত্যেক ব্যক্তিই দুঃখ প্রকাশ করবেন, এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। এ দুঃখ ও বেদনা দুনিয়ার প্রতিটি গোত্র-বংশ এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক যুক্ত ব্যক্তিমাত্রই প্রকাশ করে থাকে। এর নৈতিক মূল্য খুবই সীমিত। কেননা এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে যে, এটি শাহাদাত লাভকারীর ব্যক্তিত্বের সাথে তাঁর গোত্র-বংশ এবং আত্মীয় স্বজনের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার একটা স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই যে, ইমাম হোসাইনের এমন কি বিশেষত্ব ছিল যার কারণে ১৩৪৫ বছর অতিবাহিত হবার পরও প্রতি বছর তাঁর জন্যে মুসলমানদের হৃদয় দুঃখভারা-ক্রান্ত হয়ে ওঠে ? তাঁর শাহাদাতের পেছনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না বলে যদি ধরেই নেওয়া হয়, তাহলে কেবল ব্যক্তিগত মহাব্বত ও সম্পর্কের ভিত্তিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁর জন্য দুঃখ প্রকাশ করার কোনো কারণ বা অর্থ থাকতে পারে না। এবং স্বয়ং ইমামের দৃষ্টিতেও এই নিছক ব্যক্তিগত প্রীতির কতটুকুই বা মূল্য হতে পারে ? তাঁর উদ্দেশ্যের চাইতে ব্যক্তিত্বকে যদি তিনি বড়ো মনে করতেন, তাহলে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন কেন ? তাঁর জীবন কোরবানি তো একথা প্রমাণ করে যে, উদ্দেশ্যেকে তিনি ব্যক্তিত্বের উপর স্থান দিয়েছিলেন। তাহলে তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যখন আমরা কিছু করলাম না, বরং তার বিপরীত কাজই করে যেতে থাকলাম, তখন নিছক তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্যে শোক প্রকাশ এবং তাঁর হত্যাকারীদেরকে গালিগালাজ করে কিয়ামতের দিন আমরা ইমামের নিকট থেকে কোনো বাহবা লাভের ও আশা রাখতে পারি না। উপরন্তু আমরা এও আশা করতে পারি না যে, তাঁর আল্লাহ্ও আমাদের এ কাজের কোনো মূল্য দিবেন।

শাহাদাত লাভের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, তাহলে এখন সেই উদ্দেশ্য অনুসন্ধানে আমাদের প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ইমাম হোসাইন (রা.) কি রাজ্য ও সিংহাসনের দাবীদার ছিলেন এবং এজন্যেই কি তিনি জান কোরবান করে গেছেন ? ইমাম হোসাইনের বংশের উন্নত নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে যে ব্যক্তি কিছু মাত্র অবগত আছেন, তিনি কখনো এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে পারেন না যে, তাঁর মতো লোক ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব অর্জনের জন্যে কখনো মুসলমানদের মধ্যে খুনখারাবী করতে পারেন। যারা মনে করে যে, তাঁর বংশ মুসলমানদের উপর রাজত্ব ও কর্তৃত্বের দাবিদার ছিল, কিছুক্ষণের জন্যে তাদের মতবাদ নির্ভুল বলে মেনে নিলেও হযরত আবু বকর (রা.) থেকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করবে যে, কর্তৃত্ব লাভের জন্যে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং রক্তপাত ঘটনা কখনো তাঁদের নীতি ছিল না। কাজেই একথা মেনে নিতেই হবে যে, তৎকালে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর দৃষ্টি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি, প্রাণশক্তি এবং ব্যবস্থার মধ্যে কোনো বিরাট পরিবর্তনের পূর্বাভাস লক্ষ্য করছিল এবং এর গতিরোধের জন্যে সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া তাঁর নিকট অত্যধিক প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। এমন কি এজন্যে প্রয়োজনবোধে সশস্ত্র জিহাদে অবতীর্ণ হওয়াকেও তিনি শুধু বৈধই নয়, অবশ্য করণীয় বা ফরজ বলে মনে করতেন এটিই মুহাররামের মূল শিক্ষা।

লেখক: সহকারী জেনারেল সেক্রেটারি, বাংলাদেশ মাজলিসুল মুফাসসিরীন

প্রশ্নোত্তরে শ্রম আইন

বিষয়: ক্ষতিপূরণ

১.প্রশ্ন: শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ কি মালিক দিতে বাধ্য ? শ্রম আইনের কোন ধারায় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য মালিককে বাধ্য করা হয়েছে ?

উত্তর: কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ দিতে মালিক বাধ্য। বাংলাদেশ শ্রম আইনের ১৫০ ধারা অনুযায়ী মালিকের কারখানা বা শিল্পে কর্মরত থাকা অবস্থায় সেখান থেকে উদ্ভুত দুর্ঘটনার ফলে যদি কোন শ্রমিক আহত হয় তাহলে মালিক তাকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। তবে এমন কতিপয় ক্ষেত্র আছে, যেক্ষেত্রে মালিক শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকে না এবং উক্ত ক্ষেত্রসমূহ আইনে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য হবে।

২.প্রশ্ন: একজন শ্রমিক চাকরি করা অবস্থায় স্বাভাবিক মৃত্যু হলে কোন ক্ষতিপূরণ পাবে কি না ?

উত্তর: অবশ্যই ক্ষতিপূরণ পাবে। শ্রম আইনের ১৯ ধারা অনুযায়ী কোন শ্রমিক কোন মালিকের অধীনে বা বিচ্ছিন্নভাবে কমপক্ষে ২ বছরের অধিককাল চাকুরীতে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে উক্ত শ্রমিকের মৃত্যুজনিত সুবিধা তার মনোনীত ব্যক্তি বা পোষ্য মালিকের নিকট থেকে পাওয়ার অধিকারী হবেন। এক্ষেত্রে উক্ত মৃত শ্রমিক তার প্রতি ১ বছর বা ৬ মাসের সময়ের চাকুরীর জন্য ৩০ দিন হারে মজুরি ক্ষতিপূরণ হিসেবে অথবা গ্র্যাচুইটি যা বেশি হবে তা পাবেন এবং সাথে উক্ত মৃত শ্রমিক চাকুরী থেকে অবসর নিলে যে সুবিধা পেতেন সেই সুবিধাও পাবে। তবে উক্ত মৃত শ্রমিকের প্রতিষ্ঠানে গ্রুপ ইন্সুরেন্স এর ব্যবস্থা চালু থাকে বা দুর্ঘটনার কারণে কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে যা অধিক হয় তাহাই মৃত শ্রমিককে মৃত্যুজনিত সুবিধা হিসেবে প্রদান করা হবে।

৩. প্রশ্ন: একজন শ্রমিক কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় নিহত হলে কি ধরনের ক্ষতিপূরণ পাবে ?

উত্তর: কোন শ্রমিক তার কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে তার ক্ষতিপূরণ হবে তা শ্রম আইনে পঞ্চম তফসিলে ২য় কলামে এবং শ্রম আইনের ১৫১ ধারায়। উক্ত ধারায় শ্রমিক দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যুবরণ করলে পূর্বের আইনে ছিল ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা। ২০১৮ সালে শ্রম আইন সংশোধন করে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা।

৪. প্রশ্ন: একজন শ্রমিক কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় স্থায়ী অক্ষমতার কারণে কি ক্ষতিপূরণ পাবে ?

উত্তর: কোন শ্রমিক তার কর্মস্থলে জখমের ফলে স্থায়ী অক্ষমতার কারণে কি ক্ষতিপূরণ পাবে তা শ্রম আইনের পঞ্চম তফশীলে ৩য় কলামে এবং বাংলাদেশ শ্রম আইনের ১৫১ ধারায় বর্ণিত হয়েছে। উক্ত ধারায় শ্রমিক স্থায়ী সম্পূর্ণ অক্ষমতার কারণে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পূর্বের আইনে ছিল ১,২৫,০০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা। ২০১৮ সালে শ্রম আইন সংশোধন করে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা।

৫. প্রশ্ন: একজন শ্রমিক কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় অস্থায়ী অক্ষমতার কারণে কি ক্ষতিপূরণ পাবে ?

উত্তর: শ্রম আইনের পঞ্চম তফসিলে চতুর্থ কলামে একজন শ্রমিক কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় অস্থায়ী অক্ষমতার কারণে কি ক্ষতিপূরণ পাবে তা পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে। উক্ত তফসিলের কলামে উল্লেখ আছে যে, অক্ষমতার মেয়াদকালের সময়কাল সর্বোচ্চ ১ বছর পর্যন্ত হবে। উক্তরূপ ক্ষতিপূরণ প্রথম দুই মাসের জন্য সম্পূর্ণ মাসিক মজুরি পরবর্তী দুই মাসের জন্য মাসিক মজুরির দুই-তৃতীয়াংশ এবং পরবর্তী মাসগুলোর জন্য মাসিক মজুরির অর্ধেক হারে প্রদান করা হবে।

৬.প্রশ্ন: একজন শ্রমিক চাকরি করা অবস্থায় স্থায়ী পেশাগত ব্যধির ক্ষেত্রে অক্ষমতার জন্য কি ধরনের ক্ষতিপূরণ পাবে ?

উত্তর: শ্রম আইনের পঞ্চম তফসিলে চতুর্থ কলামে বলা হয়েছে, কোন শ্রমিক কর্মস্থলে চাকরী করা অবস্থায় দীর্ঘকাল স্থায়ী পেশাগত ব্যধির ক্ষেত্রে অক্ষমতার জন্য ক্ষতিপূরণ মাসিক মজুরির অর্ধেক হারে অক্ষমতার মেয়াদকালে প্রদান করা হবে, তবে এই মেয়াদ দুই বছরের অধিক হবে না।

৭. প্রশ্ন: একজন শ্রমিককে ছাটাই করলে সেই শ্রমিক কি ধরনের ক্ষতিপূরণ পাবে ?

উত্তর: কোন শ্রমিককে প্রয়োজন অতিরিক্ততার কারণে কোন প্রতিষ্ঠান হইতে ছাঁটাই করা যাইবে। ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে শ্রমিকের চাকুরীর অবসান করা হলে যে দিন শ্রমিকের চাকুরীর অবসান করা হয়েছে তার পরবর্তী ত্রিশ কর্মদিবসের মধ্যে নিম্নোক্ত পাওনা পরিশোধ করতে হবে; যদি কোন শ্রমিক কোন মালিকের অধীনে অবিচ্ছিন্নভাবে অনূন্য ১ বৎসর চাকুরিতে নিয়োজিত থাকেন, তাহা হইলে তাহার ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে মালিককে-

* ১ মাসের লিখিত নোটিশ অথবা নোটিশ মেয়াদের জন্য নোটিশের পরিবর্তে মজুরী প্রদান করিতে হইবে।
* প্রত্যেক বৎসর চাকুরীর জন্য ৩০ (ত্রিশ) দিনের মজুরী বা গ্র্যাচুইটি যদি প্রদেয় হয়, যাহা অধিক হইবে, প্রদান করিতে হইবে।

৮। প্রশ্ন: কোন শ্রমিক মারাত্বক ব্যধিকে আক্রান্ত হলে বা দুর্ঘটনায় আহত হলে বা কোন শ্রমিকের ছেলে মেয়ে কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করলে সরকারী কোন ফান্ড থেকে কোন সহযোগীতা পাবে কি না ?

উত্তর: অবশ্যই পাবে। শ্রমিকদের সুবিধার জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০০৬ সালে একটি আইন পাস করান তা হচ্ছে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন'২০০৬। উক্ত আইনের যে মহৎ উদ্দেশ্য বা কার্যক্রম তা কিছু অসাধু লোকের জন্য ব্যহত হচ্ছে। প্রকৃতি ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিক বা তার পরিবার সেই সুবিধা পায় না। যদিও কিছু শ্রমিক বা তাদের পরিবার এই সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে তা খুবই অপ্রতুল। মূলত তৃতীয় মাধ্যম বা দেন দরবার ছাড়া সহজে সুবিধা খুবই কম লোকেই পেয়েছে। তারপরেও একটি নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করা যেতে পারে। নিম্নে এই আইনের ৫ ধারায় যে কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে তুলে ধরা হলো:

(ক) শ্রমিক ও তাহার পরিবারের কল্যাণ সাধন;

(খ) শ্রমিক ও তাহার পরিবারের কল্যাণার্থে, বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প গ্রহণ ও উহা বাস্তবায়ন;

(গ) শ্রমিকদের বিশেষত, অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান;

(ঘ) অসুস্থ শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বা আর্থিক সাহায্য প্রদান;
(ঙ) দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটিলে তাহার পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদান;
(চ) শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা স্টাইপেন্ড প্রদান;
(ছ) শ্রমিকদের জীবন বীমাকরণের জন্য যৌথ বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং এই লক্ষ্যে তহবিল হইতে সংশ্লিষ্ট বীমা প্রতিষ্ঠানকে প্রিমিয়াম পরিশোধ করা;
(জ) তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা; এবং
(ঝ) উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

সম্পাদনায়: এডভোকেট আলমগীর হোসাইন
কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

শ্রম আইন ও ইসলামী বইয়ের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
৩০%
কমিশনে পাওয়া যাচ্ছে

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কি ও কেন	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/-
২	গঠনতন্ত্র	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১০/-
৩	ইসলাম ও শ্রমিক আন্দোলন	ড. জামাল আল বান্না	১৩০/-
৪	দারসুল কুরআন	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৭০/-
৫	ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	২০/-
৬	ইসলামী শ্রমনীতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৫০/-
৭	বিশ্বনবীর ঘোষিত শ্রমনীতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১২/-
৮	শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান	অধ্যাপক গোলাম আযম	১৫/-
৯	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬	প্রকাশক-মোঃ আবুল হাসেম	১৩০/-
১০	ট্রেড ইউনিয়ন গাইড লাইন	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	৪০/-
১১	ইসলামী শ্রমনীতির সুফল	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১৫/-
১২	ট্রেড ইউনিয়ন ও কাজের পদ্ধতি	কবির আহমদ মজুমদার	২০/-
১৩	আল কুরআনের পাতায় শ্রম শ্রমিক ও শিল্প	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
১৭	মহিলা শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১২/-
১৫	শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
১৬	শিশু অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/-
১৭	ইসলামী সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা	রোকেয়া আনছার	৬০/-

কল্যাণ প্রকাশনী
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
যোগাযোগ: ০১৮৩৬-০৮৬৯৮৪, ০১৮২২-০৯৩০৫২

প্রশ্নোত্তরে কুরবানি

১.কুরবানি শব্দটির অর্থ কি ? ইসলামে এর গুরুত্ব কতটুকু ?

উত্তর : আরবি কুরবান শব্দটি ফারসি বা উর্দুতে কুরবানি রূপে পরিচিত, যার অর্থ নৈকট্য। ইসলামি পরিভাষায় কুরবানি বা কুরবাতুন শব্দটির অর্থ নৈকট্য লাভ করা বা হাসিল করা। ইসলামের পরিভাষায় কুরবানি ঐ মাধ্যমকে বলা হয় যার দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নৈকট্য অর্জন ও তার ইবাদাতের জন্য পশু জবেহ করা হয়। আরবিতে কুরবান শব্দটি আল কুরআনে তিন যায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে: সুরা ইমরানের ১৮৩ নং আয়াতে, সুরা মায়েদার ২৭ নং আয়াতে, সুরা আহক্বাফের ২৮ নং আয়াতে। আবার আরবীতে উদ্বহিয়্যাহও বলা হয়। ইহার গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

(হে রসুল) তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ কর ও পশু কুরবানি কর (সুরা কাওছার: ০২)

অন্য জায়গায় তিনি বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

বলো আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্য জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য (সুরা আনআম: ১৬২)

রসুল (সা.) বলেন, যে ঈদের সালাতের পর কুরবানির পশু জবেহ করল তার কুরবানি পরিপূর্ণ হলো ও সে মুসলিমদের আদর্শ সঠিকভাবে পালন করল (সহীহুল বুখারী: ৫৫৪৫, সহীহ মুসলিম: ১৯৬১)

২.রাসুল (সা.) এর কুরবানি কেমন ছিল ?

উত্তর : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রসুল (সা.) নিজ হাতে দুটি সাদা কালো বর্ণের দুম্বা কুরবানি করেছেন। তিনি বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলেছেন। তিনি পা দিয়ে দুটো কাঁধের পাশ চেপে রাখেন (বুখারী: ৫৫৬৫, মুসলিম: ১৯৬৬)। রসুল (সা.) কোনো বছর কুরবানি ত্যাগ করতেন না (যাদুল মা'আদ: ২-৩১৭)। ইবনু উমর (রা.) বলেন, নবি (সা.) দশ বছর মদীনায় অবস্থান কালে কুরবানি করেছেন (মুসনাদে আহমাদ)

৩. কুরবানির উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর: পশু জবেহ করা হবে শুধু মাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। কারণ তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধু মাত্র তার ইবাদাতের জন্য। তিনি বলেন,অর্থাৎ আমি জিন ও মানুষকে শুধু মাত্র আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি। (সুরা আয যারিয়াত: ৫৬)

ইবাদাত বলা হয়: যে সকল কথা ও কাজ আল্লাহ পছন্দ করেন তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক। (ফাতহুল মজিদ ১৭) অন্যভাবে বলা হয়, আল্লাহর সকল আদেশ নিষেধ মেনে চলার নামই ইবাদাত। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য ও রসুলের সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণই ইবাদাত।

তার অসংখ্য ইবাদাতের মাঝে অন্যতম হলো তার নামে পশু জবেহ করা এবং তার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য তার নির্দেশ পালন করা। আর মুসলিমরা কুরবানি করার মাধ্যমে সকল মুশরিকদেরকে জানিয়ে দেয় যে আমরা শুধু মাত্র সারা বিশ্বজগতের মালিকের নামে পশু কুরবানি করি। আর তোমরা তোমাদের দেব-দেবীদের নামে কুরবানি দাও। সুতরাং কুরবানি হবে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে। আলী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুল (সা.) আমাকে ৪টি কথা বলেছেন তা হলো; ১. যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে অভিশাপ দেয় আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন।

২. যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে পশু জবেহ করে আল্লাহ তার উপর লানত করেন।

৩. আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর লানত করেন যে বিদআতীকে প্রশ্রয় দেয়।

৪. যে ব্যক্তি জমির সীমানা পরিবর্তন করে আল্লাহ তাকে লানত করেন। (সহীহ মুসলিম)।

৪. কুরবানির বিধান কি ?

উত্তর : কুরবানি জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম ও ফকিহরা একমত। তবে ওয়াজিব বা সুন্নাত এ বিষয়ে ইমাম ও ফকীহদের মাঝে দুটো মত রয়েছে। প্রথমত, কুরবানি ওয়াজিব। এ মতের প্রবক্তা ইমাম আওযায়ী, ইমাম লাইস, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) প্রমুখ। দ্বিতীয়ত, কুরবানি সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। এটা অধিকাংশ উলামাদের মত। এ মতের প্রবক্তারা হলেন ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী। এসকল আলেমদের মতে সামর্থ্য থাকার পরে কুরবানি পরিত্যাগ করা মাকরুহ।

কারো সামর্থ্য থাকার পরও যদি কুরবানি না করে তবে তাদের বিরুদ্ধে ইসলামী রাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। কারণ ইহা হলো ইসলামের নিদর্শন।

৫. কুরবানি কয় প্রকার ?

উত্তর: কুরবানি তিন প্রকার। মহান আল্লাহর নামে ৩ ভাবে কুরবানি দেওয়া হয়।

১. হাদী ২. কুরবানি ৩. আকিকা

১.কুরবানি : ঈদুল আজহার দিনগুলোতে নির্ধারিত পশু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জবেহ করাকে কুরবানি বলা হয়।

২.আকিকা : সন্তান জন্ম গ্রহণ করার ৭ম দিন নাম রাখা ও সুন্নাহ পদ্ধতিতে ছেলেদের জন্য ২টি বকরি ও মেয়ের জন্য ১টি বকরি কুরবানি করা।
৩. হাজীগণের কুরবানির উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পশুকেই মূলত হাদী বলে। হজের কার্য সমাধার পর যে কুরবানি তাকে হাদী বলে।

৬. কুরবানির ফজিলত কি ?

উত্তর : কুরবানির অনেক ফজিলত রয়েছে এর মাঝে অন্যতম হলো :
১. এর মাধ্যমে আমাদের জাতির পিতা ইব্রাহিম (আ.) এর সুন্নাত ও রসুলের আদর্শ বাস্তবায়ন হয়।
২. কুরবানির মাধ্যমে কুরবানি দাতা মহান আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করেন। যেমনটি তিনি বলেন,

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ

অর্থ: আল্লাহর নিকট কুরবানির পশুর রক্ত ও গোশত পৌঁছায় না বরং পৌঁছায় শুধু তাকওয়া (সুরা হাজ : ৩৭)
৩. পরিবার পরিজন ও অভাবীদের মাঝে আনন্দ ভাগাভাগি করার এক সুযোগ।

৭.কুরবানি কবুল হওয়ার জন্য কি করণীয় ?

উত্তর : কুরবানি বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত হলো :
১. ইখলাস : শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য কুরবানি করা। যেমন আল্লাহ বলেন,

قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

আল্লাহ তো শুধুমাত্র মুত্তাকিদের কুরবানিই কবুল করে থাকেন (সুরা মায়েদা : ২৭)।
২. কুরবানি হতে হবে আল্লাহ নির্দেশিত পথে ও রসুল (সা.) এর সুন্নাহ সম্মতভাবে। শুধুমাত্র গোশত খাওয়া ও লোক দেখানোর জন্য কুরবানি দেওয়া এবং সম্মান মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কুরবানি দিলে তা পরিত্যাজ্য বলে গণ্য হতে পারে সন্দেহ নেই।
৩. নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে থেকে কুরবানি দেওয়া। যেমন কুরবানির পশু হিসেবে উট, গরু, দুম্বা, মহিষ, বকরী, ভেড়া ইত্যাদি। এই পশুগুলো নির্দিষ্ট বয়সে উপনিত হলে তাদেরকে দিয়ে কুরবানি দেওয়া জায়েজ। উট, গরু-মহিষে সাত জন ব্যক্তি শরীক হতে পারে (মুসলিম: ১৩১৮)।
উটের বয়স ৫ বছর, গরু মহিষের ২ বছর আর দুম্বা, ভেড়া ও বকরীর জন্য ১ বছর হওয়া বাঞ্চনীয় (মুসলিম: ১৯৬৩)।
৪. কুরবানির পশু অবশ্যই সুস্থ সবল হতে হবে; কোনো রকম অঙ্গহানী থাকতে পারবে না। যদি থাকে তবে মাকরুহ হবে।
৫. কুরবানির পশু নিজের মালিকানায় থাকা।
৬. কুরবানির পশু দিয়ে কোনো উপকার হাসিল করা যাবে না।
৭. কুরবানির পশু শুধুমাত্র কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট করা।
৮. পশু হারিয়ে গেলে পুনরায় নতুন করে ক্রয় করে কুরবানি দেওয়া ওয়াজিব।
৯. পশুর কোনো অংশ বিক্রি করা যাবে না।
১০. কুরবানির পশু নির্দিষ্ট সময়ে কুরবানি করতে হবে।

৮. কতটুকু সম্পদের মালিক হলে কুরবানি ওয়াজিব ?

উত্তর : কুরবানির সময় সাংসারিক খরচ মিটানোর পর যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে তবে তার উপর কুরবানি ওয়াজিব অথবা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। নিসাব পরিমাণ সম্পদ বলতে বুঝায় সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে ৫২ তোলা রুপার সমপরিমাণ সম্পদ। (আল মুহিতুল বুরহানী: ৮-৪৫৫, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া: ১৭-৪০৫)

৯.ঋণ করে কুরবানি করা যাবে কি ?

উত্তর: ঋণ করে কুরবানি দেওয়া জায়েজ যদি ঋণ পরিশোধের মতো সম্পদ থাকে। ঋণ করে ভালো কাজ করা জায়েজ এ শর্তে ঋণ করে কুরবানির দেওয়ার পর যদি সে ঋণ পরিশোধ করতে কষ্ট না হয়। (শায়খ আহমাদুল্লাহ, পরিচালক আসসুন্নাহ ফাউন্ডেশন)

১০. কুরবানির সময় কসাইকে পারিশ্রমিক বাবদ চামড়া, রশি ও গোশত দেওয়া যাবে কি না ?

উত্তর: কুরবানির পশুর চামড়া, চর্বি ও গোশত ইত্যাদি বিক্রি করে মূল্য ভক্ষণ করা জায়েজ নয়। যদি কোন প্রয়োজনে তা বিক্রি করতে হয় তবে তা গরিবদের সম্পদ। আর কসাই বা অন্য কাউকে তার পারিশ্রমিক হিসেবে কুরবানির গোশত, চামড়া, চর্বি ইত্যাদি দেওয়া জায়েজ নয়। রসুল (সা.) বলেছেন, "তার প্রস্তুত করণে তার হতে কিছু দেওয়া হবে না।" (বুখারী ১৭১৬, মুসলিম ১৩১৭) তবে পারিশ্রমিকের বাইরে দান বা উপহার হিসেবে কিছু দিলে জায়েয।

১১.কুরবানির গোশত বণ্টন কিভাবে করব ? সম্পূর্ণ গোশত চাইলে কি কুরবানি দাতা খেতে পারবে ?

উত্তর: মহান আল্লাহ বলেন,

لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا
رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

তোমার কাছে আসবে, যাতে এখানে তাদের জন্য যে কল্যাণ রাখা হয়েছে তা তারা দেখতে পায় এবং তিনি তাদেরকে যেসব পশু দান করেছেন তার উপর কয়েকটি নির্ধারিত দিনে আলাহর নাম নেয় নিজেরাও খাও এবং দুর্দশাগ্রস্ত অভাবীকেও খাওয়াও। (সূরা: হজ্ব-২৮) এখানে আল্লাহ তায়ালা কুরবানির পশুর গোশত খাওয়া ও গরিব অসহায়দের দান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রসুল (সা.) বলেছেন "তোমরা খাও, অন্যকে আহার করাও এবং সংরক্ষণ কর (বুখারী : ৫৫৬৯, মুসলিম: ১৯৭১)। উলামা কিরামদের মতে, গোশত তিন ভাগ করবে একভাগ নিজেদের খাওয়ার জন্য, এক ভাগ গরিব অসহায়দের জন্য, আর একভাগ আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে দান করা উত্তম। কুরবানির গোশত যতদিন ইচ্ছা ততোদিন সংরক্ষণ করা যাবে তবে অধিকাংশ মানুষ অভাব অনটনের মধ্যে থাকলে বা দুর্ভিক্ষ থাকলে ৩দিনের বেশি সংরক্ষণ করা যাবে না। (ফতহুল বারী ১০-২৮)। অথবা কেউ ইচ্ছা করলে সম্পূর্ণ গোশত নিজেরাই খেতে পারবে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হলে বা আত্মীয় স্বজন বেড়াতে আসলে এ কাজ করা যেতে পারে। (আল্লাহই সর্বজ্ঞ)
(সকল কিছুর ঠিক জ্ঞান আল্লাহর নিকট) মহান আল্লাহ আমাদেরকে ঠিক ভাবে জেনে আমল করার তৌফিক দান করুন। (আমিন)

সংকলনে : অধ্যক্ষ মাওলানা আলাউদ্দিন।
তালিমুল মিল্লাত ইসলামিয়া মাদ্রাসা , ঢাকা।

চামড়া শিল্পঃ সংকটে আবর্তিত সম্ভাবনা

আশীষ মাহমুদ

অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের মূল শক্তি বিপুল পরিমাণ শ্রমশক্তি। যারা দেশে পোশাক শিল্পে এবং প্রবাসে শ্রমশক্তি হিসেবে নিয়োজিত থেকে অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছে। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক কিংবা খনিজ সম্পদে ভরপুর নয়। আবার যতটুকু ছোটখাটো সম্ভাবনা রয়েছে সেই সম্ভাবনা কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দুর্বলতার কারণে মাঠেই মারা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশকে যে সব খাত সামনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে পোশাক শিল্প। পোশাক শিল্পের পরপরই ছিল চামড়া শিল্প। কিন্তু গত ২০১৩ সালের পর থেকে চামড়া শিল্প প্রতিনিয়ত সংকটে আবর্তিত হচ্ছে। বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বেই দিন দিন চামড়াজাত পণ্যের চাহিদা বেড়ে চলছে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের চামড়া শিল্প সংকটে আবর্তিত হতে পারে এটি কল্পনার অতীত। কেননা বিশ্ব বিখ্যাত ফরাসিদের 'ফেঞ্চ কাফের' চামড়ার পর মানের দিক থেকে বাংলাদেশের চামড়ার অবস্থান। পোশাক শিল্প এখন যেমন একটু গুছানো পরিকল্পনা নেওয়ার কারণে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্রান্ডে পরিণত হয়েছে। ঠিক তেমনি চামড়া শিল্প নিয়ে সুষ্ঠু ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা গেলে এই শিল্প আগামী দিনে পোশাক শিল্পকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপিতে চামড়া খাতের অবদান অপরিসীম। এই শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৯ লাখ মানুষ জড়িত। দেশে প্রায় ২৩০ টি ট্যানারি রয়েছে।[1] চামড়া শিল্পে প্রচুর শ্রমশক্তির প্রয়োজন পড়ে। বাংলাদেশে শ্রমশক্তির সংকট নেই। এটি আশার দিক। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দেশের বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী গুরুত্বপূর্ণ খাত। দেশের মোট রফতানির মধ্যে চামড়া খাতের অবদান ৪%। যা দেশের মোট জিডিপির ০.৫%। বিশ্বব্যাপী চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাত খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। ২০১০ সালে সারাবিশ্বে পাদুকার উৎপাদন ছিল ১৭.৯ বিলিয়ন যা ২০১৬ সালে ২১ বিলিয়নে পৌঁছায়। ২০১৭ সালে এ খাতের মোট বৈশ্বিক বাজারের আকার ছিল ১৩৯.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। [2] ২০১৬ সালে পাদুকা উৎপাদনে ছিল অষ্টম। বাংলাদেশের ট্যানারি থেকে প্রক্রিয়াজাত চামড়ার ৭৬% রফতানি করা হয়। এই রফতানি আরও বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের সংকট শুরু ২০১৩ সালে। এই সময় থেকে চামড়া শিল্প ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে যাচ্ছে। যেখানে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য থেকে আয় ছিল ১২৫৮.৮২ মিলিয়ন ডলার সেখানে ক্রমান্বয়ে কমতে শুরু করে বার্ষিক আয়। ২০১৮-১৯ এ খাতের আয় ছিল ১০১৯.৭৮ মিলিয়ন ডলার এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে তা আরও কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৭৯৭.৬১ মিলিয়ন ডলারে। মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে ট্যানারি কারখানা ঢাকার হাজারীবাগ থেকে সরিয়ে রাজধানীর সাভারের সন্নিকটে হেমায়েতপুরে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে নতুন কারখানা নির্মাণ শুরু করতে যথেষ্ঠ কালক্ষেপণ করা হয়। ফলে নতুন জায়গায় এই সম্ভাবনাময় শিল্পটি পুনরায় উঠে দাঁড়াতে একটি দীর্ঘ সময় নিয়ে ফেলে। এই সময়ের মধ্যে বিশ্ব বাজারের ক্রেতার চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় এই দেশের ট্যানারি গুলো। নিজেদের ব্যবসা চলমান রাখতে বিদেশি ক্রেতারা নতুন নতুন মার্কেট খুঁজে নেয়। ফলে হাতছাড়া এই দেশের বহুসংখ্যক বিদেশি ক্রেতা। এই সংকট কাটিয়ে উঠতে না পারার জন্য ২০১৭ সাল থেকে দেশের চামড়া ব্যবসায়ীদের নিয়মিত লোকসান গুনতে হচ্ছে। যে গরুর চামড়া ২০১৩ সালে ছিল প্রতি বর্গফুট ৮৫-৯০ টাকা। সে চামড়ার দর পতন হতে হতে গিয়ে ২০২১ সালে গিয়ে ঠেকেছে প্রতি বর্গফুট ৩০-৩৫ টাকায়। বাংলাদেশে কাচা চামড়ার বৃহৎ যোগান আসে ঈদুল আজহা তথা কুরবানির ঈদ থেকে। গত বছর সরকার প্রতি বর্গফুট চামড়ার দাম ৪৫ টাকা বেঁধে দিলেও ক্রেতার সন্ধান পাওয়া

বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের সংকট শুরু ২০১৩ সালে। এই সময় থেকে চামড়া শিল্প ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে যাচ্ছে। যেখানে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য থেকে আয় ছিল ১২৫৮.৮২ মিলিয়ন ডলার সেখানে ক্রমান্বয়ে কমতে শুরু করে বার্ষিক আয়। ২০১৮-১৯ এ খাতের আয় ছিল ১০১৯.৭৮ মিলিয়ন ডলার এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে তা আরও কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৭৯৭.৬১ মিলিয়ন ডলারে। মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে ট্যানারি কারখানা ঢাকার হাজারীবাগ থেকে সরিয়ে রাজধানীর সাভারের সন্নিকটে হেমায়েতপুরে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে নতুন কারখানা নির্মাণ শুরু করতে যথেষ্ঠ কালক্ষেপণ করা হয়। ফলে নতুন জায়গায় এই সম্ভাবনাময় শিল্পটি পুনরায় উঠে দাঁড়াতে একটি দীর্ঘ সময় নিয়ে ফেলে। এই সময়ের মধ্যে বিশ্ব বাজারের ক্রেতার চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় এই দেশের ট্যানারি গুলো। নিজেদের ব্যবসা চলমান রাখতে বিদেশি ক্রেতারা নতুন নতুন মার্কেট খুঁজে নেয়। ফলে হাতছাড়া এই দেশের বহুসংখ্যক বিদেশি ক্রেতা।

যায়নি। দেশের অনেক জায়গায় সাধারণ মানুষ এই মূল্যবান চামড়াটি মাটিতে পুঁতে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন।

বাংলাদেশ শিল্প সংকট মোকাবিলায় পারদর্শী না। নিকট অতীতে এই দেশ থেকে এক সময়ের সোনালী আশ পাট শিল্প নিঃস্ব হয়ে গেছে। ২০২০ সালে সরকার লোকসানের অজুহাতে ২৬টি রাষ্ট্রীয় পাটকল ও একই বছরে ৬টি চিনি কল বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ দেশে ও বিদেশে পাট শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিনিয়ত আমাদেরকে চিনি আমদানি করতে হচ্ছে। একটু সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও কাঙ্ক্ষিত পরিকল্পনাই পারতো এই দুটি শিল্পকে রক্ষা করতে। আজকে যদি চামড়া শিল্পের ক্ষেত্রে সরকার একই দুর্বলতার পরিচয় দেয় তাহলে আরও একটি সম্ভাবনাময় শিল্পের মৃত্যু ঘটবে।

মোটা দাগে চামড়া শিল্পের ক্রমাবনতির ছয়টি কারণ বিশেষজ্ঞরা চিহ্নিত করেছেন;

১. ২০১৭ সালের ৮ এপ্রিল হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি শিল্প অবকাঠামোগতভাবে অপ্রস্তুত সাভারের ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে স্থানান্তর শুরু হলে স্থানান্তরিত শিল্প-কারখানাগুলো পুনরায় পুরোদমে উৎপাদনে যেতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। এই উৎপাদন দীর্ঘসূত্রতায় অনেক বিদেশি ক্রেতা হারানোর পাশাপাশি দেশীয় চাহিদা পূরণে আমদানি নির্ভরতাও বেড়ে যায়।

২. চামড়ার মান রক্ষা না করা, ঠিক পদ্ধতিতে চামড়া না ছাড়ানো, অনুপযুক্ত উপায়ে পরিবহন ও সংরক্ষণ এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন ধাপে সমস্যা থাকায় দেশীয় চামড়া রফতানিযোগ্য মান অর্জন করতে পারছে না।

৩. ঈদুল আজহায় এক শ্রেণির ব্যবসায়ী চামড়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করে নিজেদের কাছে অতিরিক্ত সময় রাখার ফলে চামড়ার গুণগত মান নষ্ট করে ফেলে ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে রফতানি মান হ্রাস পায়।

চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত কেমিক্যালের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় চামড়ার প্রক্রিয়াজাতকরণ খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়ার মূল্য হ্রাস এবং দেশীয় চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের খরচ তুলনামূলক বেশি হওয়ায় বিশ্ববাজারে চামড়া শিল্পের রফতানি আয় হ্রাস পাচ্ছে।

৪. বাংলাদেশের প্রক্রিয়াজাত করা চামড়ার অন্যতম আমদানিকারক দেশ চীন। লেদার পণ্যের পাশাপাশি সিনথেটিক এবং ফেব্রিক পণ্য উৎপাদনে বিশ্বের একক বৃহত্তম দেশ চীন বর্তমানে আগের মতো বাংলাদেশ থেকে চামড়া আমদানি করছে না। পাশাপাশি তুলনামূলক কম দামে ও সুরুচিসম্মত হওয়ায় সিনথেটিক এবং ফেব্রিক দ্বারা উৎপাদিত জুতা, ব্যাগ, মানিব্যাগ, বেল্ট, জ্যাকেট ইত্যাদি পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে চামড়াজাত ওই পণ্যের চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে।

৫. দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী গুরুত্বপূর্ণ খাত হওয়া সত্ত্বেও চামড়া শিল্প পোশাক শিল্পের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ায় এই খাত থেকে কাঙ্ক্ষিত রফতানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না।[৩]

চামড়া শিল্প এই দেশে অবহেলিত। অথচ সম্ভাবনাময় এই শিল্পটি অধিক গুরুত্বের দাবিদার। দেশে পোশাক শিল্পকে যেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় ঠিক একই ভাবে চামড়া শিল্পকে গুরুত্ব দিলে পোশাক

শিল্পের থেকে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হতো। তবে এই মুহূর্তে সংকটে থাকা চামড়া শিল্প বাঁচাতে ও এর সম্ভাবনা বিকাশের জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ যেমন জরুরি ঠিক অনুরূপভাবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠিত শিল্প মালিকদের এগিয়ে আসতে হবে। চামড়া শিল্পকে এগিয়ে নিতে শুধুমাত্র ঈদুল আজহার আগে পরে কথা বললে হবে না। সরকার এই শিল্পকে বিকাশের জন্য 'চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন নীতিমালা ২০১৯' প্রণয়ন করেছে। চামড়া শিল্প ছড়িয়ে দিতে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে চামড়া শিল্পনগরী স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। শুধু উদ্যোগ নিলে হবে না। উদ্যোগ দ্রুত কার্যকর করতে হবে। চামড়া শিল্পের বিকাশের জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। বিশেষত ব্যবসায়ীদের আর্থিক সহযোগিতা, চামড়া শিল্পনগরীর অবকাঠামোর দ্রুত আধুনিকায়ন, প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরির জন্য আরও লেদার টেকনোলজি ইনস্টিটিউট স্থাপনসহ দেশে চামড়া শিল্পের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

চামড়া শিল্পের প্রধান ও একমাত্র মৌসুম হচ্ছে ঈদুল আজহার সময়। এই সময়ে তৃণমূল পর্যায় হতে চামড়া সংগ্রহের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিনা সুদে ঋণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জরুরি। যেন প্রতিটি চামড়া ব্যবসায়ী পর্যাপ্ত মূলধন হাতে নিয়ে সহজে চামড়া সংগ্রহ করতে পারে। চামড়া সংগ্রহের পর প্রধান কাজ হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে কাচা চামড়া সংরক্ষণ করা। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত লবণের যোগান নিশ্চিত করা হবে। চামড়া শিল্পের কেমিক্যালের মূল্য স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখতে হবে। দেশের উপজেলা পর্যায়ে কাচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য মিনি সংরক্ষণাগার তৈরি করতে হবে। এই দেশের চামড়া যেন সীমান্ত পাড়ি দিয়ে পাচার হতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

বিশ্ববাজারে নতুন নতুন ক্রেতা তৈরির জন্য বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তার আগে দেশের উৎপাদিত চামড়ার মান বিশ্ব মানের করার জন্য সরকার, ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে মনিটরিং টিম গঠন করতে হবে। ট্যানারি কারখানাগুলো যেন গ্রাহক দেশ সমূহের পরিবেশ নীতিমালা মেনে কারখানা পরিচালনা করে এই ব্যাপারে জোর দিতে হবে। চামড়ার মান নিশ্চিত করা গেলে হারানো গ্রাহক ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে। অন্যান্য রফতানি শিল্পের আরেকটি বড়ো সমস্যা হচ্ছে রফতানির বিপরীতে পাওনা টাকা অনেক সময় পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে সরকারকে উদ্যোগী হয়ে সমস্যার সমাধান করতে হবে।

শুধু চামড়া রফতানি করে কাঙ্ক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব না। তাই দেশীয় বড়ো বড়ো চামড়া শিল্পের মালিকদের চামড়াজাত পণ্য তৈরির দিকে মনোযোগ দিতে হবে। চামড়াজাত পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী চামড়ার ব্রান্ড ইমেজ তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে পরিকল্পিত মার্কেটিং এর বিকল্প নেই।

দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার বিকাশে প্রতিটি শিল্প সমান গুরুত্বের দাবিদার। তবে যেখানে আমাদের দেশে শিল্প খাত অত্যন্ত সীমিত সেখানে এই প্রত্যেকটি খাতকে টিকিয়ে রাখতে হলে সরকার, ব্যবসায়ী ও শিল্পের সাথে জড়িত অংশীজনদের সম্পৃক্ত রাখা জরুরি। আরও মনে রাখা জরুরি বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে রকেটের গতিতে আমাদের এখন আর মান্দাতার আমলের চিন্তা নিয়ে পড়ে থাকলে হবে না। এগিয়ে যেতে হবে বুদ্ধিভিত্তিক চিন্তা ও কর্ম নিয়ে।

সম্ভাবনাময় চামড়া খাতের উন্নয়নে বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ তুলে ধরা হলো:

১. সাভারের হেমায়েতপুরে স্থাপিত বিসিক ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ককে বিসিকের অধীনে না রেখে এটিকে আন্তর্জাতিক মানের ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিবিড় অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা এবং একটি পৃথক কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালনা করা।

২. চামড়ার মান রক্ষা করতে চামড়া ছাড়ানো, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উপর নির্মিত তথ্যবহুল বিজ্ঞাপন গণমাধ্যমে প্রচার করে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৩. ঈদুল আজহার সময় যথাযথভাবে চামড়া সংরক্ষণের জন্য উপজেলা পর্যায়ে চামড়া সংরক্ষণাগারের ব্যবস্থা করা।

৪. চামড়া জাতীয় পণ্যের বিকল্প পণ্যগুলোর আমদানি সীমিত করতে বাড়তি শুল্ক আরোপ করা।

৫. চামড়া শিল্পে ব্যবহৃত কেমিক্যালের (ক্রোমিয়াম, লেড) ব্যবহার হ্রাস করার জন্য বিকল্প পরিবেশবান্ধব উপায় বের করা এবং এই শিল্পে ব্যবহৃত কেমিকেল আমদানি না করে দেশীয় কারখানায় উৎপাদনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৬. রফতানিমুখী চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী কারখানাগুলোকে প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়া সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেশীয় ট্যানারি থেকে সংগ্রহের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা।

৭. বিদেশি ক্রেতা ফিরিয়ে আনতে বাড়তি সুবিধা ঘোষণা করা এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বাণিজ্য মেলা আয়োজন করা।

৮. হাজারীবাগের মতো সাভারে ট্যানারির সলিড ওয়েস্ট ব্যবহার করে উপজাত পণ্য উপযোগী ছোট ছোট শিল্প স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৯. ঈদুল আজহার সময় চামড়া ব্যবসায়ীদের ঋণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন ও তাদেরকে নতুনভাবে ঋণ সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১০. বহির্বিশ্বে চামড়ার নতুন নতুন বাজার সৃষ্টিতে পররাষ্ট্র, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও সমন্বয় সাধন করা।

১১. ঈদুল আজহার সময় চামড়া পাচার রোধ করা, চামড়া সংগ্রহে প্রকৃত ব্যবসায়ীদের বাধা এবং চামড়া নিয়ে সকল গুজব প্রতিহত করা।[৪]

তথ্যসূত্র

১. 'চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য নীতিমালা ২০১৯', শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গেজেট।

২. 'ছয় কারণে চামড়া শিল্প সংকটে', জোনায়েদ মানসুর, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, ২৬ জুলাই ২০২১।

৩. 'সংকটে চামড়া শিল্প', সাঈদ শিপন, জেষ্ঠ প্রতিবেদক, জাগো নিউজ, ২০ জুলাই ২০২১

৪. বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও অংশীজনদের সাক্ষাৎকার এবং বিভিন্ন দেশীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিষ্ট

ফেডারেশন সংবাদ

জেলা ও মহানগরীর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিয়ে দিনব্যাপী শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

ইসলামী আদর্শ ছাড়া শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি সম্ভব নয় - ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, শ্রমজীবী মানুষদের সমস্যা সমাধানের কথা বলে এক শ্রেণির তথাকথিত আদর্শের নেতারা প্রতিনিয়ত ভুল পথে পরিচালিত করছে। মালিক শ্রমিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে শ্রেণি সংগ্রামের নামে শ্রেণি সংঘাত তৈরি করেছে। ভুল পথে আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে অসংখ্য শ্রমিক আজ নিঃস্ব হয়ে গেছে। মূলত ইসলামী আদর্শ ছাড়া শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি অসম্ভব। শ্রমিকদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি ও কল্যাণ কেবল ইসলামী আদর্শে নিহিত রয়েছে।

তিনি গত ১৭ জুন শুক্রবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে জেলা ও মহানগরী কমিটির সদস্যদের নিয়ে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী শিক্ষা শিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, সাবেক এমপি এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ, এইচ এম আব্দুল হালিম, মাওলানা মুহাম্মদ শাহাজাহান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, বীরমুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, লস্কর মোহাম্মদ তসলিম, কবির আহমেদ, মাস্টার শফিকুল আলম, মুজিবুর রহমান ভূইয়া, মনসুর রহমান প্রমুখ।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, আমাদের দেশের শ্রমিকরা হাড় ভাঙা পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তাদের সাথে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের মত আচরণ করা হয়। অথচ তাদের রক্ত ঘামের ফসলে দেশ ও অর্থনীতির চাকা সচল থাকে। ইসলাম সকল শ্রেণির সকল পেশার মানুষের সমান অধিকার সম্মান নিশ্চিত করেছে। ইসলাম বলে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। মানুষের কর্মের দিকে তাকিয়ে নয় বরং তার কাজের প্রতি সম্মান রেখে তার মর্যাদা নিশ্চিত করেছে। আমাদের শ্রমিকরা বছরের পর বছর কষ্ট পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয় না। সারা বছর পরিবার পরিজন নিয়ে অর্থ ও খাবার কষ্টে অতিবাহিত করছে। ইসলাম শ্রমনীতি প্রচলিত ধারার শ্রমনীতি সমর্থন করে না। বরং ইসলাম বলে একজন শ্রমিকের পরিবার পরিজন নিয়ে ভালো ভাবে চলার মত পারিশ্রমিক দিতে নির্দেশ দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ইসলামের প্রতিটি নবি শ্রমিক ছিলেন। নবি রসুলগণ ভেড়া মেষ ও ছাগল চড়িয়েছেন। আমাদের প্রিয় বাল্যকালে মক্কার মানুষদের ছাগল চড়িয়েছেন। তিনি সততা ও আমানতদারীতার সাথে মালিকের কাজ করেছেন। আল্লাহর রসুল (সা.) সকল মানুষদের জন্য আদর্শস্বরূপ। শ্রমিকদের কাছেও তিনি আদর্শ। রসুল (সা.) শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি ও সম্মান নিশ্চিত করেছেন। তিনি মালিকদের বলেছেন, শ্রমিকদের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে মজুরি পরিশোধ করতে। এই রকম অনুপম ও শ্রমিক বান্ধব নীতি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আমি শ্রমিক ভাইদের আহ্বান করছি আল্লাহর রসুল (সা.) এর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। তার দেখানো পথে নিজেদের জীবন পরিচালিত করতে। শ্রমিক ও মালিকরা যদি রসুলের দেখানো পথ অনুসরণ করে তাহলে এই অঙ্গনে কোন ধরনের অসন্তোষ-ক্ষোভ থাকবে না।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেন, বাংলাদেশের শ্রমিকদের মুখে হাসি নাই। শ্রমিকদের মুখে হাসি ফোটাতে হলে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। এজন্য সর্বপ্রথম ইসলামী শ্রমনীতির পক্ষে সারাদেশে জোয়ার সৃষ্টি করতে হবে। সকল শ্রমিকরা যখন ইসলামী শ্রমনীতির পক্ষে নিজেদের কণ্ঠ সুউচ্চ করবে সেদিন এই দেশে শ্রমিকদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি মিলবে।

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষের কর্মঘণ্টা হ্রাস ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের দাম মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের আহ্বান

তাকওয়া ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য রমজানকে যথাযথ মর্যাদায় পালন করতে হবে : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান গত ২ এপ্রিল শনিবার এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, বছর ঘুরে পবিত্র মাহে রমজান আমাদের মাঝে সমাগত হয়েছে। পবিত্র রমজান মাস আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে বান্দাহ্‌র জন্য এক বিশেষ নিয়ামত। এই মাসে পবিত্র কুরআনুল কারীম নাজিল হয়েছে। কুরআন পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য এসেছে। কুরআন মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকিম তথা সত্য ও সুন্দরের পথ দেখায়। আজকের পৃথিবীর সকল অশান্তির মূলে রয়েছে মানুষের কুরআনের প্রতি বিমুখতা। পবিত্র মাহে রমজান মানুষকে কুরআনের পথে ফিরে আসার বার্তা নিয়ে আসে। মানুষকে তাকওয়া অর্জনে ভূমিকা রাখে। তাকওয়া বিহীন সমাজে কখনো শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকতে পারে না। তাই তাকওয়া ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য রমজানকে যথাযথ মর্যাদায় পালন করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, রমজান মাস ইবাদতের জন্য শ্রেষ্ঠ মাস। এই মাসে পৃথিবীর সকল মুসলমানরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত বন্দেগীতে নিজেদের সমর্পণ করে। আমাদের দেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অধিকাংশ শ্রমিক কায়িক পরিশ্রমে নিয়োজিত। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের রমজান মাসে স্বাভাবিক সময়ের মতন পরিশ্রম করতে হয়। যার কারণে এই সকল মেহনতি শ্রমিকরা পবিত্র মাহে রমজান যথাযথ ভাবে পালন করতে পারে না। আমরা সরকার ও মালিকপক্ষসহ সকলের কাছে শ্রমিক ভাই বোনদের পবিত্র মাহে রমজান যথাযথ পালনের জন্য তাদের কর্মঘণ্টা হ্রাস করে দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশে দ্রব্যমূল্যের চরম ঊর্ধ্বগতি চলছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক দামের কারণে নিম্নআয়ের শ্রমজীবী মানুষদের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। তারা আজ সামান্য আয় দিয়ে বাজার করতে পারছে না। ঠিক এই সময়ে রমজান মাস চলে এসেছে। পবিত্র রমজান মাসে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ইফতার ও সাহ্‌রী করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। করোনা মহামারীর কারণে অসংখ্য শ্রমিক আজও বেকার। অনেক শ্রমিক কোন মতে দিন এনে দিন খেয়ে বেঁচে আছে। আমরা সরকারের কাছে স্পষ্ট ভাষায় দাবি জানাচ্ছি কর্মহীন শ্রমিকদের জন্য বিশেষ রেশনিং চালু করতে হবে। তাদের ঘরে সরকারের তরফ থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তথা চাল, ডাল, তেল, ছোলা-বুটসহ ইফতার সামগ্রী পৌঁছে দিতে হবে। অন্যান্য শ্রমিকরা যেন তাদের সামান্য আয় দিয়ে রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য ক্রয় করতে পারে সেজন্য সকল জিনিসপত্রের দাম শ্রমজীবী মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনতে হবে।

পরিশেষে নেতৃবৃন্দ বলেন, একটি আদর্শিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন ছাড়া শ্রমজীবী মানুষের জীবনে মুক্তি আনয়ন সম্ভব না। তাই আদর্শিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত একদল সৎ ও খোদাভীরু নেতৃত্বের হাতে দেশের ক্ষমতা ন্যাস্ত করা। তাই আমরা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সকল নেতাকর্মী ও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি সৎ ও খোদাভীরু নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য পবিত্র রমজান মাসকে প্রশিক্ষণের মাস হিসেবে গ্রহণ করুন। সমাজের সকল মানুষের নিকট আল কুরআনের বাণী ছড়িয়ে দিতে এই মাসকে বিশেষ ভাবে কাজে লাগানোর আহ্বান জানাচ্ছি। একই সাথে সরকারের কাছে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি মজলুম শ্রমিক নেতা আ ন ম শামসুল ইসলামকে মুক্তি দিতে দাবি জানাচ্ছি।

অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সম্মানে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে : অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, স্বাধীনতার পর থেকে অসংখ্য শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করা সত্ত্বেও শ্রমিকের কাঙ্ক্ষিত অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। মূলত শ্রমিক সংগঠনগুলোর আদর্শিক বিরোধের কারণে অনেক সময় শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সম্ভব হয়নি। যার ফলে মেহনতি শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আমরা শ্রমিক সংগঠন করি শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। তাই শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাহলে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সমস্যা দূরীকরণ হবে।

তিনি গত ২২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সম্মানে ইফতার মাহফিলে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন-এর সঞ্চালনায় এতে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি কবির আহমদ, জাতীয় শ্রমিক ফোরামের সভাপতি এম জাহাঙ্গীর আলম, জাগো বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি বাহরানে সুলতান বাহার, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সভাপতি মাহতাব উদ্দিন সহিদ, শ্রমিক মজলিসের সভাপতি মো: নুর হোসেন, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মো: শফিকুল ইসলাম, জাতীয় শ্রমিক কর্মচারী জোটের সাধারণ সম্পাদক গোলাম রব্বানী জামিল, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ এম ফয়েজ হোসেন, বাংলাদেশ ট্রাস্ট গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এইচ এম বিল্লাল, ন্যাশনাল ওয়াকার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, রিকশা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মহিব্বুল্লাহ, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিনসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও জাতীয় ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ।

হারুনুর রশিদ খান বলেন, করোনা মহামারীতে শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কর্মহীন পড়েছে অসংখ্য শ্রমিক। এই দুর্দিনে দিনের পর দিন তাদেরকে পরিবার-পরিজন নিয়ে উপোষ থাকতে হয়েছে। এই সময়ে আমরা দেখেছি শ্রমিক সংগঠনগুলো শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সরকার বিভিন্ন সেক্টরে প্রণোদনা দিলেও মালিকরা শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দেইনি। এক্ষেত্রে সকল শ্রমিক সংগঠনের উচিত ছিল সরকার ও মালিকপক্ষের সাথে বসে শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিশ্চিত করা। কিন্তু তা করা সম্ভব হয়নি। মালিকরা চায় শ্রমিক সংগঠনগুলোর মধ্যে অনৈক্যের বিভেদ ছড়িয়ে দিতে। যেন অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে তারা শ্রমিকদের অধিকারকে বঞ্চিত করতে পারে।

তিনি আরও বলেন, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বপ্রথম শ্রমিক সংগঠন গুলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের প্রতিটি সংগঠনের নীতি আদর্শ স্ব স্ব সংগঠনে চর্চা হবে। নীতি আদর্শ নিয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হলে আমাদেরকে এক মঞ্চে এসে দাঁড়াতে হবে। সকল মতভেদ ভুলে হাতে হাত রেখে রাজপথে শ্রমিকের পক্ষে কণ্ঠ সুউচ্চ করতে হবে। শ্রমিক ন্যায্য অধিকার আদায় না পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ও পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শুভেচ্ছা

শ্রমিক দিবস ও পবিত্র ঈদুল ফিতর শ্রমজীবী মানুষের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান গত ২৭ এপ্রিল এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস বিশ্বের প্রতিটি মেহনতি মানুষের কাছে প্রেরণাময় একটি দিন। শোষকের শৃঙ্খল ভেঙে অধিকার আদায়ের দিন। ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে হে মার্কেটের সামনে আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে শোষিত শ্রমিকদের সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। আজকের এই দিনে আমরা তাদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। একই সাথে সারাবিশ্বের মেহনতি শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, মে দিবসের চেতনা আমাদের আন্দোলিত করে। শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আরও বেশি অনুপ্রাণিত করে। আমরা যখন দেখি এই সময়ে এসেও বাংলাদেশে শ্রমিকরা ভালো নেই। তারা প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার জন্য রীতিমত সংগ্রাম করছে। তখন আমাদের মনে হয় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রতিদিনই মে দিবস পালিত হওয়া উচিত। এই দেশের শ্রমিকদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দুবেলা দুমুঠো ভাত যোগাড় করতে হিমশিম খেতে হয়। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য নাগরিক অধিকার তারা সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত। অথচ তাদের শ্রমে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল থাকে। একশ্রেণির মানুষ দিনের পর দিন তাদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে নিজেদের ভালো রাখে। আমরা চাই এই ধারা থেকে বাংলাদেশ বেরিয়ে আসুক। একটি সুখি-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে শ্রমিক মালিক ভাই ভাইয়ে পরিণত হোক।

নেতৃবৃন্দ বলেন, রমজান মাস প্রায় শেষ পর্যায়ে। ঈদুল ফিতর আমাদের মাঝে সমাগত। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমরা শ্রমজীবী মানুষসহ দেশবাসীকে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ঈদুল ফিতর মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। এই উৎসব তখনই স্বার্থকতা পাবে যখন এই দেশের সকল মানুষ নিজেদেরকে ঈদের উৎসবে শামিল করতে পারবে। যখন দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ শ্রমজীবী তখন স্বাভাবিকভাবে শংকা জাগে এই সকল শ্রমজীবী মানুষের ঘরে ঈদের আনন্দ পৌঁছাবে কি না ? এই শংকা দূর করতে মালিক ভাইদের এগিয়ে আসতে হবে। সকল শ্রমিকদের বেতন ভাতা বোনাসসহ ঈদের পূর্বে পরিশোধ করতে হবে। প্রয়োজনের তাগিদে নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষের জন্য ঈদ সামগ্রী ও তাদের সন্তানদের জন্য ঈদের নতুন পোশাকের ব্যবস্থা করতে হবে। মনে রাখতে হবে ঈদ সকলের জন্য। কেউ ঈদের আনন্দ করবে আবার সমাজের একটি বৃহৎ অংশ ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকবে এটি কোনভাবে কাম্য হতে পারে না।

পরিশেষে নেতৃবৃন্দ বলেন, পবিত্র ঈদুল ফিতর ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মেহনতি মানুষের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি। মানুষে মানুষে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বময় পরিবেশে সৃষ্টির মাধ্যমে এক নতুন পৃথিবী যাত্রা শুরু হোক। আজকের দিনে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এই দোয়া করছি।

সীতাকুণ্ডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বিপুল পরিমাণ হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান গত ৫ জুন এক যৌথ বিবৃতিতে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএম কনটেইনার ডিপোতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ও ব্যাপক জান-মালের ক্ষতিসহ ৪৯ জন নিহতের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ ডিপোতে কর্মরত শ্রমিক, বিভিন্ন লরী-ট্রাকের চালক-হেল্পার, ফায়ার সার্ভিসের কর্মীসহ যারা নিহত হয়েছেন তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সকল নিহতদের জন্য বিশেষ ভাবে মুনাজাত করেন ও তাদেরকে শহীদ হিসেবে কবুল করে জান্নাতুল ফেরদৌস ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, গতকাল শনিবার রাত ১০ টার দিকে যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংগঠিত হয়েছে তা দফায় দফায় বিস্ফোরনের মাধ্যমে ডিপোর বাকি অংশে ছড়িয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় ফায়ার সার্ভিসের বিভিন্ন ইউনিট, সেনাবাহিনীসহ রাষ্ট্রীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনি আগুন নিভানের চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাদের সাথে স্থানীয় অধিবাসীরা যোগ দিয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম মহানগর ও চট্টগ্রাম জেলা উত্তরের বিভিন্ন উপজেলা, ট্রেড ইউনিয়নের সকল নেতাকর্মীদের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য উদ্ধার তৎপরতা চালানোর নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। একই সাথে অগ্নিকাণ্ডে আহতদের ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সীতাকুণ্ডের অগ্নিকাণ্ড স্মরণ কালের সবচেয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত হবে। এই দুর্ঘটনা সারাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের জীবন নিরাপত্তা কতটা দুর্বল তা দেখিয়ে দিলো। আমরা অতীতে বারবার বলেছি মালিক সরকার মিলে শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু সরকার অতীতের বড়ো বড়ো দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা না নেওয়ার ফলে আমাদেরকে একের পর এক দুর্ঘটনার শিকার হতে হচ্ছে। অসংখ্য শ্রমিককে কিছুদিন পরপর জীবন দিতে হচ্ছে। আহত-পঙ্গুত্ববরণ করে লাখো লাখো শ্রমিক ও তার পরিবারকে পথে বসে যেতে হচ্ছে। তবুও সরকারের টনক নড়ছে না। আমরা সরকারের কাছে আবারও স্পষ্টভাষায় দাবি করছি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করুন। তদন্ত রিপোর্টের আলোকে যাদের গাফিলতি ও অবহেলার কারণে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তাদের শাস্তি নিশ্চিত করুন। দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করণীয় ঠিক করুন এবং দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে যেনো দ্রুততম সময়ের মধ্যে উদ্ধার তৎপরতা চালানো যায় সেজন্য ফায়ার সার্ভিসকে আধুনিকায়ন করুন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সীতাকুণ্ডে ভয়াবহ বিস্ফোরন ও অগ্নিকাণ্ডে যারা নিহত হয়েছেন তাদেরকে আইএলও নীতিমালা অনুযায়ী উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যারা আহত ও পঙ্গুত্ববরণ করেছেন তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। পঙ্গুত্ববরণকারী শ্রমিক পরিবারের জীবিকা নির্বাহের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সীতাকুণ্ডের বিএম কনটেইনার ডিপোতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের জীবন নিরাপত্তা নিয়ে মালিকরা এখনো উদাসিন : অধ্যাপক হারুনুর রশিদ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, দেশের শ্রম আইনে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের জীবন নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও মালিকরা এ আইন বাস্তবায়নে অনগ্রহী। তারা শুধু ব্যবসা বোঝে। শ্রম আইন ফাঁকি দিয়ে কিভাবে শ্রমিক ঠকিয়ে নিজেদের আখের গোছানো যায় তাই নিয়ে তারা ব্যস্ত আছে। কল-কারখানায় শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে তারা মোটেও চিন্তিত নয়। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের জীবন নিরাপত্তা নিয়ে মালিকরা এখনো উদাসিন।

তিনি গত ৬ জুন সোমবার বিকালে রাজধানীর একটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে 'সীতাকুণ্ডের বিএম কনটেইনার ডিপোতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিলে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন, আব্দুস সালাম, কোষাধ্যক্ষ আযহারুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন প্রমুখ।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ বলেন, সীতাকুণ্ডের অগ্নিকাণ্ড বাংলাদেশে প্রথম কোন অগ্নিকাণ্ড নয়। এর আগে বহুবার বিভিন্ন কল-কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে বহু শ্রমিককে অকালে জীবন দিতে হয়েছে। সীতাকুণ্ডের অগ্নিকাণ্ডে ইতোমধ্যে ৪১ জনকে জীবন দিতে হয়েছে। হতাহতের সংখ্যা সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের দেশে সরকার কিংবা মালিকরা দুর্ঘটনার পর নামকাওয়াস্তে সাহায্য করে তাদের দায়িত্ব শেষ করে। তারা একটি বারের জন্য ভাবে না এই দেশকে যারা সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সেই শ্রমিকদের জীবন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তাদের দায়িত্ব। এ দেশে দুর্ঘটনা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। তা সত্ত্বেও সরকার ফায়ার সার্ভিসকে আধুনিকায়ন করছে না।

তিনি আরও বলেন, ডিপোর মালিকপক্ষ দুর্ঘটনার শুরু থেকে অবহেলা ও চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে। তারা ফায়ার সার্ভিসকে দুর্ঘটনার সংবাদটুকু পৌছানোর প্রয়োজনবোধ করেনি। আগুন নেভাতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের অন্তত ৯ জন কর্মীকে জীবন দিতে হয়েছে। তারা জানতো না ডিপোর কনটেইনারে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। এ দায় মালিকরা কোনভাবে এড়াতে পারে না। তারা ঘটনার ১৬ ঘণ্টার পরও জানায়নি ডিপোতে কি ধরনের রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। রাসায়নিক দুর্ঘটনা কোন সাধারণ দুর্ঘটনা নয়। এর সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে।

অধ্যাপক হারুন বলেন, এত বড়ো একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে শত শত শ্রমিকরা কাজ করে। সেখানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথ হওয়া দরকার ছিল। গণমাধ্যমে উঠে এসেছে এই প্রতিষ্ঠানের অগ্নিনিরাপত্তায় ব্যবস্থায় মারাত্মক গলদ ছিল। সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান ইতঃপূর্বে এই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক বিবেচনায় মারাত্মক ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও পুনরায় খুলে দেওয়া হয়েছে। এই ন্যাক্কারজনক কর্মের সাথে যারা জড়িত ছিল তাদের প্রত্যেককে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

পরিশেষে অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করা হয়। নিহতদের পরিবার-পরিজনকে ধৈর্য ধরার তৌফিক দান ও আহতদের পূর্ণ সুস্থতা কামনা করা হয়।

ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে শ্রমিকদের নিয়ে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

আদর্শিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সৎ ও খোদাভীরু নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে : অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, আমাদের সমাজ থেকে নীতি-নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকার হারিয়ে গিয়েছে। আজকের সমাজকে ঘুণে পোকা খেয়ে ফেলেছে। এই ঘুণে ধরা সমাজকে পরিবর্তনের জন্য আমাদেরকে কাজ করতে হবে। আদর্শিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য একদল সৎ ও খোদাভীরু নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে।

তিনি গত ২৩ এপ্রিল শনিবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে শ্রমিকদের নিয়ে ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। মহানগরী সভাপতি মুহাম্মদ মহিব্বুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে ও বাড্ডা পশ্চিম থানা সভাপতি রইসুল ইসলাম-এর সঞ্চালনায় এতে বিভিন্ন থানা ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

হারুনুর রশিদ খান বলেন, বাংলাদেশ শ্রমনির্ভর একটি দেশ। এই দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ শ্রমিক। তারা সারাদিন মেহনত করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেশের অর্থনীতি সচল রাখে। তার বিনিময়ে এই মেহনতি শ্রমিকদের খুব সামান্য মজুরি দেওয়া হয়। যা দিয়ে তাদের সংসার চলে না। সন্তান-সন্ততির মুখে তিন বেলা খাবার তুলে দিতে পারে না। এই হাহাকার নিয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠা ছাড়া শ্রমিকের এই দুঃখ-দুর্দশা দূর করা সম্ভব নয়। কেবল মাত্র ইসলামই পারে শ্রমিকের শ্রমের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান পৃথিবীর অশান্তির পেছনে রয়েছে অসৎ নেতৃত্বের কুফল। অসৎ নেতৃত্ব সমাজ রাষ্ট্রে সর্বত্র বিশৃঙ্খলার আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। খোদার দেওয়া বিধি বিধানকে ছুঁড়ে ফেলে নিজেদের মনগড়া নীতি দিয়ে সমাজ পরিচালনা করছে। ফলে এক শ্রেণির মানুষ আরাম আয়েশে জীবন অতিবাহিত করলেও অসংখ্য বনি আদমকে নিপীড়িত অবস্থায় জীবন কাটাতে হচ্ছে। আমরা যতদিন না এই অসৎ নেতৃত্ব উচ্ছেদ করতে পারবো ততদিন পর্যন্ত এই জুলুম আমাদের ওপর অধিষ্ঠত থাকবে। তাই আমাদের সকলের উচিত অসহায় মানুষদের জালিমের জুলুম থেকে মুক্ত করার জন্য সর্বপ্রথম সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করা।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের ইফতার মাহফিল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কদমতলী স্টীল ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি হাফিজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি আব্দুস সালাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান, শ্যামপুর জোন পরিচালক নজরুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা মাসুম বিল্লাহ, হামিদ হোসেন আজাদ প্রমুখ।

জাতীয় সংসদে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাবিত বাজেট ওপর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রতিক্রিয়া

ঋণ নির্ভর প্রস্তাবিত বাজেটে হতদরিদ্র ও নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাবে না- বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান গত ১১ জুন এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য মহান জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী প্রস্তাবিত বাজেট প্রত্যাখান করে বলেছেন, অর্থমন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল জাতীয় সংসদে ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকার ঋণ নির্ভর ঘাটতি বাজেট পেশ করেছেন। ইতোমধ্যে অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা এ বাজেটকে অবাস্তব বাজেট বলেছেন। কারণ বড়ো বাজেট পেশ করা হলেও এই বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। বাজেটটি মূলত অবাস্তব, উচ্চাবিলাসি ও ঋণনির্ভর। বলা যায়, অতীতের ন্যায় গতানুগতিক বাজেট। প্রস্তাবিত বাজেট ও প্রবৃদ্ধির হার বাস্তবতা বিবর্জিত ও কল্পনা নির্ভর। বাজেটে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে। চলতি বছর বাজেটের অনেকাংশেই সরকার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। বাজেটে প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে ৭.৫ শতাংশ, আর বাজেট ঘাটতি হচ্ছে জিডিপির ৫.৫ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি ধরা হয়েছে ৫.৬ শতাংশ। প্রস্তাবিত বাজেট ও প্রবৃদ্ধির হার বাস্তবতা বিবর্জিত ও কল্পনা নির্ভর। প্রস্তাবিত বাজেটে মোট এডিপি ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ৪ হাজার ৬৬ কোটি টাকা, রাজস্ব খাতে আয় ধরা হয়েছে (বৈদেশিক অনুদানসহ) ৪ লাখ ৩৬ হাজার ২৭১ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের শেষ তিন মাসে আয় করতে হবে ১ লাখ ২৬ হাজার কোটি টাকা। যা আদায় করা প্রায় অসম্ভব। দেশের ব্যাংকিং খাত সংকটে রয়েছে। বাজেটে ব্যাংক থেকে ১ লাখ ৬ হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলে ব্যাংকিং খাতকে আরও সঙ্কট আরও প্রকট হবে। এভাবে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবাস্তব ও সমস্যা সৃষ্টি করে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এবারও বাজেটে কৃষিখাতে অগ্রাধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানে বরাদ্দ অপ্রতুল। উৎপাদনের উপকরণের মূল্য হ্রাস, রাসায়নিক সারের মূল্য কমানো, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতসহ কৃষিখাতকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়নি। প্রকৃত উদ্যোক্তাদের দিকেও বাজেটে বিশেষ মনোযোগ নেই। শিল্প খাত অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পে প্রায় তিন কোটি মানুষ সম্পৃক্ত। একে একে রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্পগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বাজেটে রাষ্টায়ত্ব শিল্পখাতসহ শিল্পখাতকে পুরোপুরি অবহেলিত রাখা হয়েছে। প্রবাসীরা দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। করোনা ও রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে অনেকেই অর্থনৈতিক সংকটের কারণে অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করছেন। রেমিট্যান্স যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত এসকল মানুষের পুনর্বাসনের জন্য বাজেটে কোনো দিক নির্দেশনা নেই।

বহুল আলোচিত কালো টাকা, অনুপার্জিত অর্থ ও পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করার জন্য শক্ত ও কার্যকরি পদক্ষেপ আশা করেছিলো জনগণ। কিন্তু উল্টো পদক্ষেপের পরিবর্তে অনৈতিকভাবে এসব টাকা ফেরত আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে দুর্নীতি, লুটপাট ও দুর্বৃত্তায়নকে উৎসাহ যোগানো হয়েছে। মূলত স্বজনপ্রীতি ও স্বজন তোষণের জন্য এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। বাজেটে বিশেষ কিছু মানুষকে সুবিধা দেওয়া হয়েছে। বরাবরের মতই যে সকল হতদরিদ্র, দিন আনে দিন খায় ও অনানুষ্ঠানিক খাতে যারা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে সে সকল শ্রমিকরা বরাবরই উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী বাজেট থেকে কোন প্রকার লাভবান হচ্ছে না।

প্রস্তাবিত বাজেটের মেগা প্রকল্পসমূহের ধার মেটাতে ৮০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। দরিদ্র জনগণকে উপোস রেখে উন্নয়নের নামে এই সকল প্রকল্পে দুর্নীতির উৎসব চলছে। অথচ বেশ কিছু মেগা প্রকল্পই এখন অপ্রয়োজনীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। দুর্নীতি আর লুটপাটে দেশের স্বাস্থ্যখাত বিপর্যস্ত। দেশের সরকারি হাসপাতালগুলোতে মূলত দরিদ্র জনগোষ্ঠীরাই চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকে। সেই স্বাস্থ্যখাতেও সবচেয়ে কম বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছে।

যৌথ বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল, চিনিকল, বস্ত্রকলগুলো ধারাবাহিকভাবে বন্ধ করে দিয়ে অসংখ্য শ্রমিককে কর্মহীন করে রাখছে। এই সকল শ্রমিকদের শতশত কোটি টাকা বছরের পর বছর বকেয়া রয়ে গেছে। যা এই বাজেটেও পরিশোধের কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে যেকোন সময় শ্রমিকরা ধৈর্যহারা হয়ে আবারও বকেয়া আদায়ের জন্য রাজপথে নেমে আসতে পারে। দেশের অর্থনীতির সমৃদ্ধ করার জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরীর বিকল্প নেই। কিন্তু দক্ষ জনশক্তি তৈরী করার জন্য সরকার কোন বরাদ্ধ রাখেনি।

দেশের এক শ্রেণির মানুষের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে অসহায় দরিদ্র মানুষদের দিনের পর দিন ঠকিয়ে আসা হচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ এক শ্রেণীর মানুষের কুক্ষিগত হয়ে গিয়েছে। এই শ্রেণির কাছে আজ দেশ ও জনগণ জিম্মি হয়ে পড়েছে। অর্থমন্ত্রী এই শ্রেণিধারা ভাঙতে কোন উদ্যোগ নেননি। ফলে দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে গরিব থেকে আরও গরীব হচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে, দেশের তিন কোটির অধিক মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে চলে গেছে। এইভাবে একটি দেশের অর্থনীতি চলতে পারে না। এ মুহূর্তে দেশের নিম্ন আয়ের মানুষকে বাঁচাতে তাদের জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করতে হবে। কর্মহীন মানুষের জন্য কর্মসংস্থান করার পাশাপাশি কর্মহীনদের জন্য প্রণোদনা দিয়ে কর্মের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য বিশেষ বরাদ্ধ রাখতে হবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমিকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য হলেও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক সুরক্ষার জন্য বাজেটে কোনো বরাদ্দের কথা বলা হয়নি। দ্রব্যমূল্যের ভয়াবহ উর্ধ্বগতিতে বিপর্যস্ত বেশিরভাগ মানুষ। কিন্তু তাদের জন্য কোন স্বস্তির কোনো খবর নেই। উল্টো বিশাল ঋণ নির্ভর ঘাটতি বাজেটের দায় শেষ পর্যন্ত অসহায় জনগণকে

মেটাতে হবে। বাজেটে শ্রমজীবী মানুষের জন্যও স্বস্তির খবর নেই। বাজেটে ধনী-গরিবের বৈষম্য বহাল রাখা হয়েছে। ফলে এ বাজেটে আগের মতই ধনিরা আরও ধনি হবে আর গরিবরা আরও গরিব হবে। প্রস্তাবিত বাজেটে হতদরিদ্র ও নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাবে না। দেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষ ক্ষুদ্র শিল্পের সাথে জড়িত। এই সকল মানুষের জন্য বাজেটে নতুন কিছু রাখা হয়নি। অথচ করোনার এই মহামারী ও পরবর্তি সার্বিক একটি শ্রমিক বান্ধব বাজেট প্রত্যাশিত ছিলো। দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামাজিক নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলার কথা মুখে মুখে বলা হলেও তা বাস্তবায়নের কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা বা রূপরেখা তুলে ধরা হয়নি।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, বর্তমান সরকার দেশ পরিচালনায় করতে গিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকার প্রস্তাবিত এ বাজেটে ২ লাখ ৪৫ হাজার ৬৪ কোটি টাকার বিশাল অংকের ঘাটতি রয়েছে। এ ঘাটতি মেটাতে দেশ-বিদেশ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে হবে সরকারকে। বিশেষ করে দেশীয় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ১ লাখ ৪৬ হাজার ৩৬৫ কোটি টাকা সরকার ঋণ হিসেবে নিয়ে নিলে বেসরকারি ও ব্যক্তিগত খাতে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে। বিদেশ থেকে ঋণ নেওয়া হবে ৯৮ হাজার ৭২৯ কোটি টাকা। বাজেট ব্যয়ের বিশাল অংশ খরচ হবে ঋণের সুদ পরিশোধে। যা কোনভাবেই একটি সরকারের দায়িত্বশীলতার পরিচয় বহন করে না। আর বর্তমান সরকার জনগণের সরকার নয়। তাই জনগণের স্বার্থ বাদ দিয়ে এক শ্রেণির মানুষের তাবেদারী করে যাচ্ছে। জনগণের কাছে জবাবদিহির অনুভূতি না থাকায় ক্ষমতাসীনরা নিজেদের পকেট ভারীর করার কাজে বেশি মত্ত। আমরা বাংলাদেশের মেহনতি শ্রমিক সমাজের পক্ষ থেকে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট প্রত্যাখান করলাম।

নেতৃবৃন্দ সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, অবিলম্বে এই বাজেট জাতীয় সংসদ থেকে প্রত্যাহার করুন। পুনরায় দেশের মানুষ কথা চিন্তা, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করে শ্রমিক বান্ধব বাজেট পেশ করুন। দেশের শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন না হলে কোন উন্নয়ন দেশের কাজে আসবে না। দল-মত নির্বিশেষে বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের নিয়ে নতুন বাজেট প্রণয়ন করুন। অন্যথায় শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও জীবন জীবিকা রক্ষার জন্য আমরা শ্রমজীবী মানুষদের সাথে নিয়ে আগামী দিনে রাজপথে নেমে আসতে বাধ্য হবো।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ১০ দিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা

যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্ব সহকারে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন করুন : অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে হে মার্কেটের সামনে আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর র্নিবিচারে গুলি ও হামলা চালিয়ে ইতিহাসের করুণ অধ্যায় রচনা করেছিল। সরকার আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়ে শ্রমজীবী মানুষের দাবি-দাওয়া চিরতরে বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু শ্রমিকরা আত্মত্যাগের মাধ্যমে সরকারের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছিল। তাই আজকের শ্রমিক দিবস শুধু মাত্র একটি দিবসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি শ্রমজীবী মানুষের রক্তাক্ত ইতিহাসের দলিল। এই দিনকে যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্ব সহকারে পালন করতে হবে।

তিনি গত ২৭ এপ্রিল বুধবার রাজধানীর একটি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক গৃহীত ১০ দিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণাকালে এসব কথা বলেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মুহাম্মদ তসলিম, কবির আহমাদ, মনসুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন ও আইন আদালত সম্পাদক সোহেল রানা মিঠু প্রমুখ।

হারুনুর রশিদ খান বলেন, শ্রমজীবী মানুষরা যুগে যুগে নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হয়ে আসছে। বিভিন্ন সময়ে সরকার-মালিকপক্ষ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শ্রমিকদের ওপর নির্মম নিপীড়ন চালিয়েছে। শ্রমিকরা যখন তাদের ন্যায্য দাবিতে কণ্ঠ সুউচ্চ করেছে তখন বিভিন্ন অজুহাতে তারা শ্রমিকের পেটে লাথি মেরেছে। শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুত করে তাদের কণ্ঠ স্তব্দ করে দিতে চেয়েছে। আজকের এই সময় অতীতের থেকে ভিন্ন নয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে নির্যাতন-নিপীড়নের মাত্রা অতীতের সকল রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। মেহনতি শ্রমিকের মুক্তির জন্য আমাদেরকে এই দিন থেকে প্রেরণা নিতে হবে। দলমত ভুলে গিয়ে শ্রমিকের স্বার্থের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাহলে শ্রমিক দিবসের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

তিনি ২৮ এপ্রিল থেকে ৭ মে পর্যন্ত ১০ দিনব্যাপী নিম্মোক্ত কর্মসূচি পালনের জন্য সারাদেশের সকল জেলা-মহানগরী, জাতীয় ফেডারেশন, ক্রাফট ফেডারেশন ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতাকর্মীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

১. মহানগরী, জেলা, উপজেলা ও থানার উদ্যোগে আলোচনা সভা, র‌্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ।

২. জাতীয় ইউনিয়ন, ক্রাফ্ট ফেডারেশন ও ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও র‌্যালি।

৩. সাধারণ শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ।

৪. অস্বচ্ছল ও কর্ম-অক্ষম শ্রমিকদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৫. বেকার শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের জন্য সহায়তা প্রদান।

৬. শ্রমিক পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ।

৭. সুবিধা বঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করা।

৮. শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও উপহার প্রদান করা।

৯. বিভিন্ন পেশার শ্রমিকদেরকে নিয়ে ঈদ পরবর্তী সামষ্টিক ভোজ।

১ লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচি উদযাপন

ঢাকা মহানগরী উত্তরের বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে রাজধানী ঢাকার উত্তরাতে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী উত্তরের সভাপতি মোহাম্মদ মহিব্বুল্লাহর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মুহাম্মদ তসলিম। এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি শফিকুল ইসলাম, ফেডারেশনের মহানগরী উত্তরের সহ-সভাপতি মিজানুল হক, মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম, আব্দুল আলী বাশার, কার্যকরী কমিটির সদস্য আব্দুর রশিদ সহ বিভিন্ন জোন পরিচালক, থানা, ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে রাজধানী ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান সঞ্চালনায় উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমাদ। বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন। এইসময় উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মাসুম, মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা মিঠু, দফতর সম্পাদক মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

চট্টগ্রাম মহানগরীর আলোচনা সভা ও শ্রমিক সমাবেশ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর উদ্যোগে নগরীর একটি মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের মহানগর সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমানের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মহানগর ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ শাজাহান। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগর ফেডারেশনের সহ-সাধারন সম্পাদক মকবুল আহমদ, হোটেল শ্রমিক নেতা মুহাম্মদ নুরুন্নবী, অফিস সম্পাদক স ম শামীম, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, ইঞ্জি: সাইফুল ইসলাম, সিএনজি শ্রমিক নেতা কামাল উদ্দিন, বশির আহমদসহ বিভিন্ন পর্যায়ের থানা, ওয়ার্ড ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দগণ উপস্থিত ছিলেন।

সদর অঞ্চলের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরের সদর অঞ্চলের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অঞ্চল সভাপতি মকবুল আহমদ ভূইয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক হামিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারন সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরের সাধারন সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগরের দফতর সম্পাদক স.ম.শামীম, শ্রমিক নেতা আব্দুল ওয়াদুদ পাটোয়ারী, শহিদুল হাসান, আব্দুল হামিদ, মো: বেলাল, মো: শফিউল প্রমুখ।

ময়মনসিংহ মহানগরীর মশারি বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ময়মনসিংহ মহানগরীর উদ্যোগে রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যদের মশারি বিতরণ করা হয়েছে। রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আইন উল্লাহর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে শ্রমিকদের মাঝে মশারি বিতরণ করেন ফেডারেশনের ময়মনসিংহ মহানগরীর সহ-সভাপতি ফজলুর রহমান শফি। বিশেষ আতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগর কোষাধ্যক্ষ মেহেদী হাসান।

খুলনা মহানগরীর আলোচনা সভা ও শ্রমিক সমাবেশ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে নগরীর একটি মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের মহানগরীর সভাপতি মুহাম্মাদ আজিজুল ইসলাম ফারাজীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমানের পরিচালনায় আলোচনা সভা ও শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের মহানগরীর উপদেষ্টা আজিজুর রহমান, অধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর আলম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা মুহাইমিনুল ইসলাম, পরিবহন শ্রমিক নেতা মাসুম বিল্লাহ মজুমদার, কামাল হোসেন, আব্দুল বারেক, আসলাম শিকদার, কামরুল ইসলাম, সোহেল রানা মিঠুসহ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।

স্বল্প আয়ের শ্রমিকদের মাঝে ঈদ বস্ত্র উপহার প্রদান

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে স্বল্প আয়ের শ্রমিকদের মাঝে ঈদ বস্ত্র উপহার প্রদান করা হয়। ফেডারেশনের মহানগরীর সভাপতি মুহাম্মাদ আজিজুল ইসলাম ফারাজীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমানের পরিচালনায় ঈদ বস্ত্র উপহার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের খুলনা মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা বদরুর রশিদ মিন্টু, সাইদুর রহমান, আবুল হোসেন, মুহাইমিনুল ইসলাম, আলী হোসেন, বজলুর রহমান, শুকুর আলী, সোহাগ, হান্নান, কামরুল ইসলামসহ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।

আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দর্জি শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরের উদ্যোগে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দর্জি শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের মহানগরীর সভাপতি মুহাম্মাদ আজিজুল ইসলাম ফারাজীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমানের পরিচালনায় সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের খুলনা মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা বদরুর রশিদ মিন্টু, সাইদুর রহমান, আবুল হোসেন, মুহাইমিনুল ইসলাম, আলী হোসেন, বজলুর রহমান, শুকুর আলী, সোহাগ, হান্নান, কামরুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

গাজীপুর মহানগরীর আলোচনা সভা ও শ্রমিক সমাবেশ

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর মহানগরীর উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগর সহ-সভাপতি ফারদিন হাসান হাসিবের সভাপতিত্বে ও প্রকাশনা সম্পাদক গোলাম মাওলা সেলিমের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মনসুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের উপদেষ্টা হোসেন আলী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক নুরে আলম ভুঁইয়া, কোষাধ্যক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান ফকির, মহানগর দোকান ও ব্যাংক কর্মচারী ইউনিয়ন সভাপতি আশরাফ হোসেন রাজু, টংগী মডেল থানা সভাপতি আব্দুল্লাহ, টংগী পশ্চিম সভাপতি মিজানুর রহমান, টংগী পূর্ব থানা সভাপতি আব্দুল হান্নান, গাছা থানা সভাপতি খন্দকার আসাদুজ্জামান।

এছাড়াও টংগী পূর্ব থানা, গাছা থানা, টংগী থানা ও কোনাবাড়ি থানার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও খাদ্য বিতরণ কর্মসূচী পালিত হয়।

বরিশাল মহানগরীর ঈদ সামগ্রী বিতরণ

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। মহানগরী সভাপতি মাস্টার মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাফর ইকবালের সঞ্চালনায় এই সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা নুরুল ইসলাম নওশাদ, ইব্রাহিম খলিল মিরাজ ও ইমরান হাসান প্রমুখ।

নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর ঈদ সামগ্রী বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর উদ্যোগে অস্বচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী প্রদান করা হয়। ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি হাফেজ আব্দুল মোমিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সোলাইমান হোসেন মুন্নার পরিচালনায় ঈদ সামগ্রী প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের উপদেষ্টা আব্দুল জব্বার।

সিলেট মহানগরীর র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে সিলেটের জিন্দাবাজারে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমাদ রাজুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ রাসেলের পরিচালনায় র‍্যালিতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সোহেল আহমেদ। আরোও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সিলেট দক্ষিণ জেলা সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, উত্তর জেলা সাধারণ সম্পাদক জালাল আহমেদ প্রমুখ।

কুমিল্লা মহানগরীর র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা মহানগরীর উদ্যোগে ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কুমিল্লা মহানগরীর সহ-সভাপতি মো: ছফি উল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের পরিচালনায় র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরীর সাবেক সভাপতি মাষ্টার আমিনুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সদর দক্ষিন থানার উপদেষ্টা মোহাম্মদ হোসাইন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগর কোষাধ্যক্ষ মোঃ আব্দুল হাই শরীফ, দফতর সম্পাদক মো: মুহাম্মদ মাইন উদ্দিন সরকার, সদর দক্ষিণ থানার সভাপতি জিল্লুর রহমান, আদর্শ সদর দক্ষিণ থানার সভাপতি নিজাম উদ্দিন, আদর্শ সদর পূর্বের সভাপতি মোঃ কলিমুল্লা, আদর্শ সদর পশ্চিম থানার সভাপতি মাওলানা মীর হুসাইন, সদর উত্তর থানার সভাপতি আব্দুর রহিম, বিশ্ববিদ্যালয় থানা সভাপতি মতিউর রহমান প্রমুখ।

নোয়াখালী জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন নোয়াখালী জেলার মাইজদী শহরের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা জামে মসজিদ মোড়ে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি এডভোকেট জহিরুল আলম। র‍্যালিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সাবেক জেলা সহ-সভাপতি এডভোকেট তাজুল ইসলাম, শহর সভাপতি জিয়াউল ইসলাম ফয়সাল। এসময় উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট নোমান সিদ্দীকি, লোড আনলোডের সভাপতি এমরান হোসাইন, দর্জি শ্রমিক নেতা আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, রিকশা শ্রমিক নেতা হোসাইন আহম্মদ তুহিন, হোটেল শ্রমিক নেতা জোবায়ের হোসেন, দোকান কর্মচারী শ্রমিক নেতা শাহ ওবায়দুল হক প্রমুখ।

বগুড়া শহর শাখার র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বগুড়া শহর শাখার উদ্যোগে ১ লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিন করে মাটিডালি বাজারে মোড়ে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। ফেডারেশনের বগুড়া শহর শাখার সভাপতি আজগর আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলামের পরিচালনায় র‍্যালিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশরেনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল মতিন। অন্যান্যদের মধ্যে র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের বগুড়া শহর শাখার সহ-সভাপতি লুৎফর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের, মোরশেদুল ইসলাম , শাজাহান সাজু, এজাজ আহমেদ, মোখলেসুর রহমান, শ্রমিক নেতা নুর মোহাম্মদ মানিক, শফিকুল ইসলাম, আতিকুল ইসলাম, হারুন-অর-রশিদ, আব্দুর রহিম হোসাইন, আহমেদ আকাশ প্রমুখ।

লক্ষ্মীপুর জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলার উদ্যোগে ১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা সভাপতি মাষ্টার

মহিউদ্দিন হারুনের সভাপতিত্বে ও রায়পুর পৌরসভা সভাপতি আবুল খায়েরের পরিচালনায় উক্ত র‍্যালিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুর জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটোওয়ারী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের রায়পুর উপজেলা উপদেষ্টা আব্দুল আউয়াল রাসেল, জেলা সহ-সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার মিয়া প্রমুখ।

লক্ষ্মীপুর শহর শাখার উপহার সামগ্রী বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষ্মীপুর শহর শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও শ্রমিকদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের শহর সভাপতি মঞ্জুরুল আলম মিরনের সভাপতিত্বে ও লক্ষ্মীপুর শহর সহ-সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন নাসিরের পরিচালনায় আলোচনা সভা ও উপহার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা উপদেষ্টা এ আর হাফিজ উল্যাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের লক্ষ্মীপুর জেলা সভাপতি মমিন উল্যাহ পাটোয়ারী, ফেডারেশনের শহর শাখার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ আবুল ফারাহ নিশান, উপদেষ্টা মাওলানা ওমর ফারুক প্রমুখ।

জলা চন্দ্রগঞ্জ থানা কাপড় দোকান শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল ও রামগতি পৌরসভার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বাগেরহাট জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বাগেরহাট জেলার উদ্যোগে ১ লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মঞ্জুরুল হক রাহাদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও খুলনা অঞ্চলের পরিচালক মাষ্টার শফিকুল আলম । প্রধান বক্তা ছিলেন ফেডারেশনের বাগেরহাট জেলার প্রধান উপদেষ্টা এডভোকেট মাওলানা শেখ আব্দুল ওয়াদুদ। সভায় জেলা ও ট্রেড ইউনিয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

মৌলভীবাজার জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মৌলভীবাজার সদর উপজেলার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের সদর উপজেলা ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইউনুস সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে ও সহ-সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলামের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মৌলভীবাজার জেলা সভাপতি মোঃ আলাউদ্দিন শাহ। আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সহ-সভাপতি মাওলানা আহমদ ফারুক, সদর উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, একাটুনা ইউনিয়নের প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল মুহিত, আব্দুল করিম বক্স ও পরিবহন শ্রমিক নেতা আব্দুল বাসিদ।

কক্সবাজার জেলা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কক্সবাজার শহর শাখার উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ফেডারেশনের কক্সবাজার শহর সভাপতি আমিনুল ইসলাম হাসানের সভাপতিত্বে ও সহ-সভাপতি এম ইউ বাহাদুরের সঞ্চালনায় র‍্যালি পরবর্তী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কক্সবাজার জেলা উপদেষ্টা সাবেক ছাত্রনেতা জাহেদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ মহসিন, উপদেষ্টা রিয়াজ মুহাম্মাদ শাকিল। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন শহর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ শাহজাহান, দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি জসিম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন।

পিরোজপুর জেলা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন পিরোজপুর জেলার উদ্যোগে স্থানীয় অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা ও ঈদ সামগ্রী উপহার প্রদান করা হয়। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি অধ্যক্ষ জহিরুল হকের সভাপতিত্বে এবং জেলা সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ সিরাজুল ইসলামের পরিচালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের পিরোজপুর জেলার উপদেষ্টা আব্দুর রব। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পিরোজপুর পৌরসভার প্রধান উপদেষ্টা শেখ আব্দুর রাজ্জাক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা সভাপতি আলামিন ফকির, মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ, হাসান মাতুব্বর, সিরাজুল ইসলাম, মিরাজুল ইসলাম, মাহমুদুল হাসান প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে উপস্থিত শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী তুলে দেন আমন্ত্রিত মেহমান বৃন্দ।

নরসিংদী জেলা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নরসিংদী জেলার রায়পুরা পশ্চিম থানার টেক্সটাইল শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। থানা সভাপতি ডাক্তার ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সহ-সভাপতি আব্দুর রশীদ হাশেমী।

কিশোরগঞ্জ জেলা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কিশোরগঞ্জ জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কিশোরগঞ্জ জেলা সভাপতি খালেদ হাসান জুম্মানের সভাপতিত্বে ও সিরাজুল ইসলাম দুলালের সঞ্চালনায় জেলা নেতৃবৃন্দ ও ট্রেড ইউনিয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

সুনামগঞ্জ জেলা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভপুর উপজেলার উদ্যোগ

আলোচনা সভা ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উপজেলা সভাপতি মোঃ হেলাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ বোরহান উদ্দীনের পরিচালনায় আলোচনা সভা ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের উপদেষ্টা এডভোকেট আবুল বাশার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা মাওলানা বদরুল আমিন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা হাফেজ আব্দুর রাজ্জাক, আনোয়ার হোসেন, মোঃ জহিরুল ইসলাম, মোঃ উসমান গণি, মহিউদ্দিন, জিয়াউর রহমান, মোঃ আলী প্রমুখ।

ঠাকুরগাঁও জেলা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঠাকুরগাঁও সদর পূর্ব আয়োজিত নির্মাণ শ্রমিক, কুলি শ্রমিক এবং রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ভাইদের নিয়ে আলোচনা সভা ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। সদর পূর্ব থানার শ্রমিক নেতা সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও শ্রমিক নেতা আব্দুল খালেকের পরিচালনায় আলোচনা সভা ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সদর পূর্ব থানার সভাপতি মোঃ আল মামুন ইসলাম। এছাড়াও বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার উদ্যোগে দর্জি শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

মাদারীপুর জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মাদারীপুর সদর উপজেলার উদ্যোগে নতুন বাস টার্মিনালে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সদর উপজেলা সভাপতি মোঃ শাহাদাত হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক ইকবাল হোসেন সালেহীর পরিচালনায় আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক এস এম জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সদর উপজেলার সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান হামিদি। এছাড়াও জেলার উদ্যোগে শ্রমজীবী পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়।

চট্টগ্রাম জেলা উত্তর

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম উত্তর জেলার মদুনাঘাট সাংগঠনিক থানা শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের থানা সভাপতি মফিজুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি ইউসুফ বিন আবু বক্কর। বিশেষ মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা উপদেষ্টা মাওলানা জামাল হোসেন। আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের থানা উপদেষ্টা নেজাম উদ্দিন চৌধুরী, হাফেজ সাইফ উদ্দিন চৌধুরী, মোঃ ইউসুফ, শ্রমিক নেতা মোঃ আজিম উদ্দিন মাহমুদ, ওসমান গণি, আনিসুর আলী। এছাড়াও রাংগুনিয়া উত্তর শাখার উদ্যোগে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ঈদ উপহার প্রদান ও সীতাকুণ্ড উত্তর থানার উদ্যোগে স্থানীয় একটি হোটেলে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

রাঙ্গামাটি জেলা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন রাঙ্গামাটি জেলার সদর উপজেলার উদ্যোগে অসহায় শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের সদর উপজেলা সভাপতি মুহাম্মদ জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক জনাব আব্দুল আলীম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আবুল বারাকাত, সদর উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা আব্দুস সালাম।

ফরিদপুর জেলা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ফরিদপুর জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি জাহাঙ্গির হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ মোল্লার পরিচালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ফরিদপুর অঞ্চলের উপদেষ্টা মোঃ দেলোয়ার হুসাইন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ফরিদপুর অঞ্চলের সহকারী কাজী আবুল বাশার, ফরিদপুর জেলার সাবেক সভাপতি প্রফেসর আবদুত তাওয়াব, জেলা উপদেষ্টা মোঃ আবু হারিস মোল্লা। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সহ-সভাপতি মোঃ শামিম আতাহার, সহ-সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট মোঃ ফারুক হোসেন , জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য মোঃ মাসুদুর রহমানসহ বিভিন্ন উপজেলা সভাপতি ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।

বরিশাল পশ্চিম জেলা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল জেলা পশ্চিমের বানারীপাড়া উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিক সমাবেশ ও ঈদ পুর্নমিলনী অনুষ্ঠিত হয়। উপজলা সভাপতি আব্দুর রবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের বরিশাল অঞ্চল টিম সদস্য ও বরিশাল মহানগরী সভাপতি মাস্টার মিজানুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বরিশাল জেলা পশ্চিমের সভাপতি অধ্যাপক মোঃ সাইফুল ইসলাম , বানারীপাড়া উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক শাহাদাত হোসাইন।

চাঁদপুর জেলা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন হাজীগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের হাজীগঞ্জ পৌরসভার সভাপতি মাওলানা রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মাওলানা জসিম উদ্দিনের পরিচালনায় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের চাঁদপুর জেলা সভাপতি অধ্যাপক রুহুল আমিন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলার সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক মোঃ ইয়াহিয়া, ফেডারেশনের পৌরসভার উপদেষ্টা হাফেজ কবির হোসেন, মাওলানা সফিকুল ইসলাম। এছাড়াও শাহরাস্তি উপজেলার আয়োজনে আলোচনা করা হয়।

ফেনী জেলা

১ লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ফেনী শহর শাখার উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ফেনী শহর সভাপতি সালাহ উদ্দীন ভূঁইয়া কিরণের সভাপতিত্বে র‍্যালি পরবর্তি শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ফেনী জেলা সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমদ ভূঁইয়া। এসময় উপস্থিত ছিলেন শহর সহ-সভাপতি মুহাম্মদ জাকের হোসেন, হিউম্যান হলার শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সহিদ উল্যাহ ও সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন রুবেল। র‍্যালিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অতিক্রম করে মহিপাল ফ্লাইওভারের নিচে গিয়ে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

ঢাকা জেলা দক্ষিণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা জেলা দক্ষিণের উদ্যোগে কেরাণীগঞ্জে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি ডা. আব্দুল্লাহ হীরা ও সঞ্চালনা করেন জেলা সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান। এতে বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

রাজশাহী জেলা পূর্ব

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রাজশাহী জেলা পূর্ব দুর্গাপুর উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা সভাপতি আমজাদ হোসেনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মাওলানা শফিকুল ইসলাম।

এছাড়াও জেলার অন্যান্য উপজেলায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

টাঙ্গাইল জেলা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর পৌরসভার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পৌরসভার সভাপতি ডাঃ মোঃ মোরশেদ আলমের সভাপতিত্বে ও মানছুর রহমানের পরিচালনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের পৌরসভার প্রধান উপদেষ্টা রিদোয়ানউল্লাহ খান। এসময় উপস্থিত ছিলেন মধুপুর রিকশা-ভ্যান চালক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোকাদ্দেছ আলি ।

সিলেট জেলা দক্ষিণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট জেলা দক্ষিণের বালাগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। উপজেলা সভাপতি এহসান রশিদ রাজুর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমানের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শ্রমিকদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করেন ফেডারেশনের সিলেট দক্ষিণ জেলার সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ডাঃ আব্দুল জলিল। এছাড়াও গোলাপগঞ্জ উপজেলা শরীফগঞ্জ ইউনিয়নের উদ্যোগে বিভিন্ন পেশার শ্রমিকদের মাঝে বস্ত্র ও নগদ অর্থ বিতরণ এবং ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

নীলফামারী জেলা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নীলফামারী সদর উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সদর উপজেলা সভাপতি মোহাম্মদ নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের নীলফামারী জেলা সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান জুয়েল। এছাড়া জলঢাকা উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কুমিল্লা জেলা উত্তর

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা উত্তর জেলা তিতাস উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও টি শার্ট বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। তিতাস উপজেলা সভাপতি আব্দুর রহমান রিপনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেকের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কুমিল্লা উত্তর জেলা সভাপতি অধ্যাপক মোঃ গিয়াস উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের তিতাস উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার শামীম সরকার, ব্যবসায়িক ফোরামের সভাপতি ছবির আহাম্মদ, শ্রমিক নেতা রজ্জব আলী, হযরত আলী, নাছির উদ্দীন প্রমুখ। এছাড়াও মুরাদনগর উপজেলা ও বাঙ্গরা বাজার থানায় পৃথকভাবে ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নেত্রকোনা জেলা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নেত্রকোনা জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের নেত্রকোনা জেলা সভাপতি মোঃ কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক মাহবুবুর রহমান, রিকশা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ দেলোয়ার হোসেন সাইফুল। এসময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিকনেতা মাওলানা নুরুল্লাহ ভূঁইয়া, মাষ্টার নিজাম উদ্দিন, শাহজাহান কবীর , টেইলার মুজিবুর রহমান ও সাইদুর রহমান প্রমুখ।

চট্টগ্রাম জেলা দক্ষিণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সাতকানিয়া উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাতকানিয়া উপজেলা সভাপতি মুহাম্মদ রফিক আহমেদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সভাপতি মুহাম্মদ নুর হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাতকানিয়া ফেডারেশনের পৌরসভার প্রধান উপদেষ্টা ওয়াজেদ আলী। এসময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা আব্দুস সবুর, ইউনুছ, সাইফুল ও জসিম উদ্দিন প্রমুখ।

নওগাঁ জেলা পূর্ব

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে নওগাঁ পৌরসভা উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের পৌর সভাপতি মোঃ আসলাম হোসেনের সভাপতিত্বে ও পৌর সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমিরুল ইসলামের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন।

রাজবাড়ি জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন রাজবাড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের রাজবাড়ি জেলা সভাপতি মুন্সি সোলায়মানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হেলাল উদ্দিনের পরিচালনায় আলোচনা সভা ও শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম

ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা দোকান কর্মচারী ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে টি শার্ট ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা উত্তর জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা দোকান কর্মচারী ট্রেড ইউনিয়ন (রেজিঃ নং কুমি-৮১)-এর উদ্যোগে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের শ্রমিকদের মাঝে টি শার্ট ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ইউনিয়নের সভাপতি আবু কাউছার আরমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্রনেতা ও ইউনিয়নের উপদেষ্টা ড. মোবারক হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান।

রাণীশংকৈল উপজেলা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‌্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (দিনাজ-৫৩) এর উদ্যোগে ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ইউনিয়নের সভাপতি মহসীন আলীর নেতৃত্বে র‌্যালিটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। উক্ত র‌্যালিতে আরোও উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আফছার আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ জহিরুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বেনাপোল বন্দর থানা রিকশা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‌্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন যশোর জেলা পশ্চিমের বেনাপোল বন্দর থানা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (খুলনা-২৪১৬) এর উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‌্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি ইয়ানুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রনি মিয়ার সঞ্চালনায় র‌্যালি পরবর্তি সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের যশোর জেলা পশ্চিমের সভাপতি মাওলানা নুরুল আমিন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা মাস্টার হাবিবুর রহমান, আরশাদ আলী সহ ফেডারেশনের বেনাপোল বন্দর থানা ও ইউনিয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

দক্ষিণ সুরমা উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‌্যালি ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সিলেট জেলা দক্ষিণ শাখার দক্ষিণ সুরমা উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (সিলেট-৪৪) এর উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ইউনিয়নের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার সুরমান আলীর সভাপতিত্বে ও ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিনের পরিচালনায় র‌্যালি ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট অঞ্চলের পরিচালক মাওলানা সোহেল আহমেদ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য ও সিলেট অঞ্চলের সহকারী পরিচালক হাফেজ মাওলানা ফারুক আহমদ, সিলেট দক্ষিণ জেলা সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, দক্ষিণ সুরমা উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা লালাবাজার ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান খায়রুল আফিয়ান চৌধুরী, ফেডারেশনের জেলা সহ-সভাপতি বাদেপাশা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান রেহান উদ্দিন রায়হান, লালাবাজার ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান পীর ফয়জুল হক ইকবাল, ল্যান্ডমার্ক শপিং কমপ্লেক্স এর চেয়ারম্যান আব্দুল আহাদ, উপজেলা উপদেষ্টা বদরুল ইসলাম, সিলেট মহানগরীর ট্রেড ইউনিয়ন থানার সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার প্রমুখ। এসময় অন্যান্যদের উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ সুরমা উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দগণ।

হরিপুর উপজেলা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‌্যালি অনুষ্ঠিত

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (দিনাজ- ৪২) এর উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালির আয়োজন করা হয়। উক্ত র‌্যালিতে নেতৃত্বদেন ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ বদরুল ইসলাম। এসময় উপজেলা ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মোঃ তোফাজ্জল হোসাইন, মোঃ দেলোয়ার হোসাইনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

হরিপুর উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‌্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন (রাজ -৩২৪২) এর উদ্যোগে ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালির আয়োজন করা হয়। ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ আব্দুত তোয়াবের নেতৃত্বে র‌্যালিটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পদক্ষিণ করে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। উক্ত র‌্যালিতে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহাব উদ্দিনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মুরাদনগর উপজেলা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে মুরাদনগর উপজেলা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং কুমি-১২৫)-এর উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়নের সভাপতি আবু হানিফের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কুমিল্লা উত্তর জেলা সভাপতি অধ্যাপক মোঃ গিয়াস উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোশাররফ হোসাইন, ফেডারেশনের উপদেষ্টা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মোঃ তাজুল ইসলাম, বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন মাওলানা মোঃ আব্দুর রহমান, ফেডারেশনের জেলা সহ-সভাপতি আবু বকর ছিদ্দিক খান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ওয়ালীউল্লাহ, শ্রমিক নেতা মোঃ নজরুল ইসলাম, মোঃ কামাল হোসেন।

ছাতক উপজেলার নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে ঈদ পুর্নমিলনী ও ইউনিয়ন সদস্যদের আইডি কার্ড বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার নির্মান শ্রমিক ইউনিয়ন (সিলেট-৪২) এর উদ্যোগে ঈদ পুর্নমিলনী ও ইউনিয়ন সদস্যদের আইডি কার্ড বিতরণ করা হয়। ইউনিয়ন সভাপতি মোঃ জালাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ছালিক মিয়ার পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সুনামগঞ্জ জেলা সভাপতি মোঃ শাহ আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা নির্বাহী সদস্য মোঃ ওয়াসিদ আলী। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মুজিবুর রহমান, প্রচার সম্পাদক মোঃ নিজাম উদ্দিন, শ্রমিকনেতা আমিরুল ইসলাম।

কুমিল্লা জেলা হিউম্যান হলার শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যাগে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে কুমিল্লা জেলা হিউম্যান হলার শ্রমিক ইউনিয়ন (কুমি-৯২)-এর উদ্যাগে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা উত্তর জেলার পরিবহন সেক্টরের সভাপতি মোঃ মোশাররফ হোসাইনের সভাপতিত্বে ও শ্রমিক নেতা মোঃ খলিলুর রহমানের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কুমিল্লা উত্তর জেলা সভাপতি অধ্যাপক মোঃ গিয়াস উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি আবু বকর ছিদ্দিক খান, জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ওয়ালীউল্লাহ, মুরাদনগর উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ জসিম উদ্দিন, উপজেলা উপদেষ্টা মোঃ গোলাম মোস্তফা।

চারঘাট উপজেলা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রাজশাহী জেলা পূর্বের চারঘাট উপজেলা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (রাজ-৩২৯৮) এর উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আলাল শাহর সঞ্চালনায় র‍্যালি পরবর্তি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের রাজশাহী জেলা পূর্বের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আল মামুন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আতাউর রহমান।

গোলাপগঞ্জ উপজেলা ফার্নিচার ইউনিয়নের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সিলেট জেলা দক্ষিণ শাখার গোলাপগঞ্জ উপজেলা ফার্নিচার ইউনিয়ন (সিলেট-৫২) এর উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়নের সভাপতি মাজাহারুল হকের সভাপতিত্বে ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভা সাধারণ সম্পাদক নাজমুল ইসলাম বুলবুলের পরিচালনায় র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সহ-সভাপতি রেহান উদ্দিন রায়হান। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান, পৌরসভা সভাপতি গোলাম মস্তফা মূসা, শ্রমিক নেতা এনাম উদ্দিন, আশরাফ আল মান্না লিপু, জয়নুল আবেদীন, সাব্বির আহমদ।

পীরগঞ্জ উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে দর্জি শ্রমিকদের মাঝে লুঙ্গি বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ-৩৩০১) এর উদ্যোগে দর্জি শ্রমিকদের মাঝে লুঙ্গি বিতরণ করা হয়। দর্জি ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ নুরুন্নবী জিহাদীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ গোলাম মোস্তফা কামালের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের পীরগঞ্জ উপজেলা সভাপতি বাবুল আহমেদ।

পীরগঞ্জ উপজেলা চালকল শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে চালকল শ্রমিকদের মাঝে লুঙ্গি বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা চালকল শ্রমিক ইউনিয়ন (দিনাজ-৫০) এর উদ্যোগে চালকল শ্রমিকদের মাঝে লুঙ্গি বিতরণ করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শ্রমিকদের মাঝে লুঙ্গি বিতরণ করেন ফেডারেশনের পীরগঞ্জ উপজেলা সভাপতি বাবুল আহমেদ। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহ-সভাপতি মোঃ গোলাম মোস্তফা কামাল, মোঃ নুরুন্নবি জিহাদী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সেবামূলক কার্যক্রম

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী ও ফুড প্যাকেট বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ শ্যামপুর জোনের উদ্যোগে রাজধানীর শ্যামপুর দয়াগঞ্জ এলাকায় সুবিধাবঞ্চিত

শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী ও ফুড প্যাকেট বিতরণ করা হয়। শ্যামপুর জোন সভাপতি নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ঈদ সামগ্রী ও ফুড প্যাকেট বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উপদেষ্টা ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি শ্রমিকনেতা আব্দুস সালাম। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহ-সাধারণ সম্পাদক মো: সোহেল রানা মিঠু, শ্রমিক নেতা তানভীর আহমেদসহ ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।

খিলগাঁও জোনের উদ্যোগে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের খিলগাঁও জোনের উদ্যোগে রাজধানীর মুগদা এলাকায় শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উপদেষ্টা ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি শ্রমিকনেতা আব্দুস সালাম। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহ-সাধারণ সম্পাদক মো: সোহেল রানা মিঠু, খিলগাঁও জোনের সভাপতি মোঃ সামিউল ইসলাম, খিলগাঁও জোনের সহকারী পরিচালক মোঃ হাফিজুর রহমান, মুগদা থানা সভাপতি আহসানুল্লাহ শামীম ও মারুফ মাহমুদ প্রমুখ।

খুলনা মহানগরী

সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরের উদ্যোগে সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনালের সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি মুহাম্মাদ আজিজুল ইসলাম ফারাজীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমানের পরিচালনায় ইফতার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা আল ফিদা হোসেন। উপস্থিত ছিলেন পরিবহন শ্রমিক নেতা মাসুম বিল্লাহ মজুমদার, কামাল হোসেন, আব্দুল বারেক, আসলাম শিকদার, কামরুল ইসলাম, সোহেল রানা, মজনু মিয়া, মারুফ হোসেনসহ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।

সুবিধা বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে সুবিধা বঞ্চিত শ্রমিকদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের মহানগরীর সভাপতি মুহাম্মাদ আজিজুল ইসলাম ফারাজীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমানের পরিচালনায় ইফতার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের খুলনা মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা শাখাওয়াত হোসেন, খলিলুর রহমান, আবুল হোসেন, দবির উদ্দিন মোল্লা, মোখলেছুর রহমান, নজরুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম, কামরুল ইসলাম, আঃ বারেক, আসলাম, আসাদ, রবিউল, চাঁন মিয়া, নুরুল্লাহ মিঠুসহ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।

বরিশাল পূর্ব জেলার উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল পূর্ব জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে জেলে ও রিকশা-ভ্যান শ্রমিকদের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উপজেলা সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও মেহেন্দিগঞ্জ পৌরসভার সভাপতি শ্রমিক নেতা নূরে রাব্বি নাঈমের সঞ্চালনায় উক্ত ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের বরিশাল পূর্ব জেলার সভাপতি শ্রমিক নেতা এডভোকেট জহির উদ্দিন ইয়ামিন।

নওগাঁ পৌরসভার উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নওগাঁ পৌরসভার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। পৌর সভাপতি মোঃ আসলাম হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমিরুল ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের নওগাঁ পূর্বের জেলা সভাপতি মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন পৌরসভা ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।

রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার উদ্যোগে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের সদর উপজেলা সভাপতি মুহাম্মদ জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল আলীম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সভাপতি আবুল বারাকাত, সদর উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা আব্দুস সালাম ।

চৌমুহনী শহর শাখার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নোয়াখালী জেলা চৌমুহনী শহর শাখার উদ্যোগে গোলাবাড়িয়া বস্তি শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। চৌমুহনী শহর সভাপতি মুহাম্মাদ অলি উল্যাহ ইয়াছিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো: ফয়েজ আহমদের সঞ্চালনায় ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের নোয়াখালী জেলার সাবেক প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আলা উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের চৌমুহনী শহর শাখার প্রধান উপদেষ্টা জসিম উদ্দিন।

নারায়নগঞ্জ জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন নারায়নগঞ্জ জেলা সিদ্ধিরগঞ্জ দক্ষিন থানার উদ্যোগে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের সিদ্ধিরগঞ্জ দক্ষিন থানার সভাপতি ইকবাল হোসাইনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিনের সঞ্চালনায় ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর সভাপতি হাফেজ আব্দুল মোমিন।

ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

বন্যা দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে দেশবাসীর প্রতি শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের আহ্বান

বন্যা দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসুন : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান গত ১৯ জুন রবিবার এক যৌথ বিবৃতিতে সিলেটসহ সারাদেশে ভয়াবহ বন্যার কারণে বিপদগ্রস্থ মানুষের সাহায্যার্থে দেশবাসীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, চলমান বন্যায় সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা ও দেশের উত্তরবঙ্গের কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধায় লাখ লাখ মানুষ আজ বিপদগ্রস্থ। বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের একান্ত দায়িত্ব। তাই আর দেরি না করে আমরা দেশবাসীরসহ বিত্তবান মানুষদের প্রতি বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে উদাত্ত আহ্বান করছি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ইতোমধ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগতভাবে অনেক বিত্তবান বন্যা দুর্গত এলাকায় সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু বিপদগ্রস্থ মানুষের সংখ্যা এত বেশি যে এই সকল উদ্যোগ প্রয়োজনের তুলনায় খুব সামান্য। এই জাতীয় দুর্যোগ থেকে উত্তরণের জন্য তাই সবাইকে এগিয়ে আসা সময়ের দাবি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, মানুষ মানুষের জন্য। এই জাতীয় দুর্যোগে আমাদেরকে সর্বোচ্চ মানবতার পরিচয় দিতে হবে। বন্যা উপদ্রুত এলাকায় যতদ্রুত দ্রুত সম্ভব ত্রাণ সামগ্রী ও শুকনা খাবার পৌছাতে হবে। একটি মানুষও যেন খাদ্যের অভাবে কষ্টের শিকার না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের বৃহৎ একটি অংশ বন্যা কবলিত হলেও সরকারের পক্ষ থেকে বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে তেমন কোন উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। এটি দুঃখজনক। আমরা সরকারের প্রতি বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

নেত্রকোণা জেলার বিভিন্ন স্থানে বন্যা দুর্গত মানুষের মাঝে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

বন্যা পরবর্তী দুর্যোগ মোকাবিলা করতে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে : অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, সারাদেশে ভয়াবহ বন্যা চলছে। লাখ লাখ মানুষ বন্যা কবলিত হয়ে নিজ ঘর ছেড়ে আশ্রয় কেন্দ্রে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। সেখানে তাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার, ঔষুধ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর তীব্র সংকট রয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমরা আমাদের সীমিত সামর্থ্য নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি। একই সাথে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন দেশের সামর্থ্যবান মানুষদেরকে বন্যা কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছে। বন্যার পানি হয়ত খুব দ্রুত নেমে যাবে। কিন্তু বন্যার কারণে অনেক ধরনের সমস্যা বন্যা কবলিত মানুষকে বহন করতে হবে। সরকারসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বন্যা পরবর্তী দুর্যোগ মোকাবিলা করতে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে।

তিনি গত ২১ জুন মঙ্গলবার নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বন্যা কবলিত মানুষের মাঝে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নেত্রকোণা জেলার উদ্যোগে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কালে এসব কথা বলেন। এই সময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন, ফেডারেশনের ময়মনসিংহ জেলা সভাপতি মাহবুবুর রশিদ ফরাজি, নেত্রকোনা জেলার উপদেষ্টা মাসুম মোস্তফা, নেত্রকোণা জেলা সভাপতি কামাল উদ্দিন, সহ-সভাপতি শাজাহান কবির, সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, কলমান্দা উপজেলা সভাপতি জহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ বলেন, বন্যা আমাদের দেশের জন্য নিয়মিত দুর্যোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি বছর বন্যায় দেশের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয়। বর্তমান বিশ্বের আধুনিক দেশ গুলো বিভিন্ন প্রযুক্তির সাহায্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনছে। আমাদের দেশেও একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা সময়ের দাবি। আজকে যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে তাদেরকে এই ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে।

সিলেটের বিভিন্ন স্থানে বন্যা দুর্গত মানুষের মাঝে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

বন্যাদুর্গত মানুষদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন : এডভোকেট আতিকুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান বলেছেন, স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার শিকার হয়ে সিলেট বিভাগের মানুষরা আজ পানি বন্দি। কিছুদিন আগের বন্যার রেশ কাটিয়ে উঠতে না উঠতে ফের ভয়াবহ বন্যায় সিলেট অঞ্চলের সর্বত্র মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। মানুষরা আজ বহুকষ্টে দিনাতিপাত করছে। আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে খাবারের অভাবে মানুষ সীমাহীন কষ্ট করছে। সবচেয়ে বেশি কষ্টের শিকার এই অঞ্চলের

শ্রমজীবী মানুষরা। যারা দিন এনে দিন খায় এবং যাদের কোন সঞ্চিত অর্থ সম্পদ নেই। এই সকল শ্রমজীবী মানুষরা পরিবার পরিজন নিয়ে দুর্বিষহ কষ্ট ভোগ করছে। তিনি গত ২০ জুন সোমবার সিলেটের সাদারপাড় এলাকায় বন্যা কবলিত মানুষের মাঝে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরের উদ্যোগে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কালে এসব কথা বলেন। এই সময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সোহেল আহমদ, সিলেট মহানগর সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমদ রাজু, সিলেট জেলা দক্ষিণের সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, উত্তর জেলা সভাপতি মাওলানা নিজাম উদ্দিন, মহানগর সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ রাসেল, সিলেট উত্তর জেলা সাধারণ সম্পাদক ও জালালাবাদ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জালাল আহমদ, উত্তর জেলা সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সদর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জৈন উদ্দিন প্রমুখ।

এডভোকেট আতিকুর রহমান বলেন, শ্রমজীবী মানুষরা সমাজে সবচেয়ে অবহেলিত। তাদের কোন অর্থ সম্পদ নেই। এই দুর্যোগে সমাজের সামর্থ্যবান মানুষদের শ্রমজীবী মানুষের দাঁড়ানো একান্ত দায়িত্ব। সকলের সম্মিলিত উদ্যোগই পারে দুর্যোগ কবলিত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে। তাই আসুন আমরা সকলে মিলে এই দুর্যোগে মানুষের পাশে দাঁড়াই। উল্লেখ্য শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরের উদ্যোগে আজ সিলেট মহানগরের ১০ নং ওয়ার্ডের দোহারগ্রাম, সোবহানীঘাট পয়েন্ট, ২৪ নং ওয়ার্ডের শাদাড়পাড় উপশহরে এবং সিলেট উত্তর জেলার উদ্যোগে জালালাবাদ ইউনিয়নের পালপুর, আলীনগর, নোয়াগাঁও ও হেংলাকান্দি আশ্রয় কেন্দ্র সমূহে ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

শোক বাণী

শ্রমিক নেতা আজাহার আলী-এর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের সাবেক কার্যকরী সভাপতি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা আজাহার আলী (৭৫)-এর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন।

উল্লেখ্য মরহুম আজাহার আলী গত ১৬ মে সকাল ৮ টায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন যাবত জণ্ডিসসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ৩ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযা নামাজ গতকাল বাদ মাগরিব মরহুমের গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার রহমতগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে মরহুমকে রহমতগঞ্জ কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। মরহুমের জানাযায় অংশগ্রহণ করেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা শাহিনুর আলম, ফেডারেশনের জেলার উপদেষ্টা আব্দুস সালাম, জাহিদুল ইসলাম, ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আবু জাফরসহ ফেডারেশনের জেলা, উপজেলা ও ট্রেড ইউনিয়ন বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা। মরহুম আজাহার আলীর মৃত্যুতে আরও শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের সভাপতি আক্তারুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক সেলিম পাটোয়ারী।

গাজীপুর মহানগরের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ এস এম সানাউল্লাহ-এর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর মহানগরের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ এস এম সানাউল্লাহ-এর (৫২) ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের অন্যতম শিল্পাঞ্চল গাজীপুরে শ্রমিক সংগঠনের কাজকে গতিশীল করতে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন।

শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন।

উল্লেখ্য মরহুম অধ্যক্ষ এস এম সানাউল্লাহ গত ৬ জুন দিবাগত রাতে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন কোলন কান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। মৃত্যকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ২ কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের প্রথম দফা জানাযা নামাজ গাজীপুরের তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা ডা. শফিকুর রহমান। দ্বিতীয় দফা জানাযা নামাজ গাজীপুরের ছায়াবীথি সোসাইটি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় দফা জানাযা তার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ দফা নামাজ তার পৈতৃক বাড়ি ফয়েজ মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে মরহুমকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। মরহুমের জানাযায় অংশগ্রহণ করেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, সহ-সভাপতি লস্কর মুহাম্মদ তসলিম, মুজিবুর রহমান ভূইয়া, গাজীপুর মহানগর সভাপতি মোঃ মহিউদ্দিনসহ সর্বস্তরের শ্রমিক জনতা।

শ্রমিক নেতা জহিরুল হক-এর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা জেলা দক্ষিণের সহ-সভাপতি শ্রমিক নেতা মাওলানা জহিরুল হক (৫৬)-এর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। উল্লেখ্য মরহুম মাওলানা জহিরুল হক গত ১৫ মে রাত ১১ টায় নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন যাবত কিডনি রোগে আক্রান্ত ছিলেন। মৃত্যকালে তিনি স্ত্রী ও ৩ পুত্রসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযা নামাজ আজ বিকাল ৩.৩০ টায় তার গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা জেলার লালমাই উপজেলার চৌদ্দদোনা গ্রামের মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাযা শেষে মরহুমকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

হজ্জ ও ওমরাহ্ বুকিং চলছে

ইনশাআল্লাহ আগামী
২৫ জুলাই-২০২২ থেকে
যথারীতি ওমরাহ্ প্যাকেজ
চালু হবে।

- হজ্জ লাইসেন্স
নং-৬২০
- ওমরাহ্ লাইসেন্স
নং-৫১৪

নিবন্ধন চলছে

যারা স্বল্প সময়ে ওমরাহ্ করতে চান অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।

বিশ্বের যে কোনো দেশের টিকিট বিক্রি করা হয়

শুভেচ্ছান্তে
আলহাজ্ব মোঃ আবু ইউসুফ

Member of ATAB Association of Travel Agents of Bangladesh

IATA

Biman BANGLADESH AIRLINES

আবাবিল হজ্জ গ্রুপ

দেশের শীর্ষস্থানীয় হজ্জে প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠান

৫৫/এ সিদ্দিক ম্যানশন
(৬ষ্ঠ তলা), পুরানা পল্টন
ঢাকা-১০০০।

ফোন : +৮৮-০২৯৫১৩১১৪
মোবা : ০১৭০৫-৩৪০৬২৬
০১৮৩২-৯৫৬৯৭৪

Imo & Whatsapp : 01705340626
E-mail : ababil358@yahoo.com
Web : www.ababilhajjbd.com

১ম
সুমাইয়া
২য়
আব্দুল্লাহ
৪র্থ
সাদিয়া
ভর্তি চলছে
মেডিকেল ও ভার্সিটি ম্যাথ প্রোগ্রাম
প্রথম ২০ এ ১৬ জন
DMC তে ১৬৩ জন সহ সর্বমোট চান্সপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৩৩০০+ জন
রেটিনা
০১৭০৭ ৭৮১৭৭১-৬